পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1668, Saturday, February 14, 2026 *FREE* www.parichoy.com

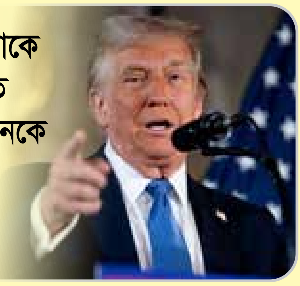

বোকামি করে আমাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করো না-ইরানকে ট্রাম্পের হুমকি

বিস্তারিত ০৬ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করবে চীন - ৫ম পাতায়
- দায়িত্ব শেষে এবার কী করবেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টারা? - ৫ম পাতায়
- যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশির বেশিরভাগই অতিদরিদ্র - জেআরএফের প্রতিবেদন - ৫ম পাতায়
- বৈশ্বিক দুর্নীতি সূচকে ইতিহাসের সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে গেছে যুক্তরাষ্ট্র -৬ষ্ঠ পাদায়
- যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রমাণ যারা করতে পারবেন, তারাই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন-'সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট' বিল পাশ কংগ্রেসে -৭ম পাতায়
- ট্রাম্পবিরোধী আন্দোলন কি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে? -সিএনএনের প্রতিবেদন - ৭ম পাতায়
- কানাডার ওপর ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক বাতিলে যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসে বিল পাস-৭ম পাতায়
- বাংলাদেশে চীনের প্রভাব ঠেকাতে সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্র, আনছে বিকল্প প্রতিরক্ষা প্রস্তাব: রয়টার্সের প্রতিবেদন - ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনকে গোপনে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেন নিক্সন, বলছে ওয়াটারগেট-সংক্রান্ত নতুন নথি-৮ম পাতায়
- ভোটে হারলেও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেরা ফল জামাতের, শফিকুরদের উত্থান কি চাপে ফেলে দেবে ভারতকে - ৮ম পাতায়

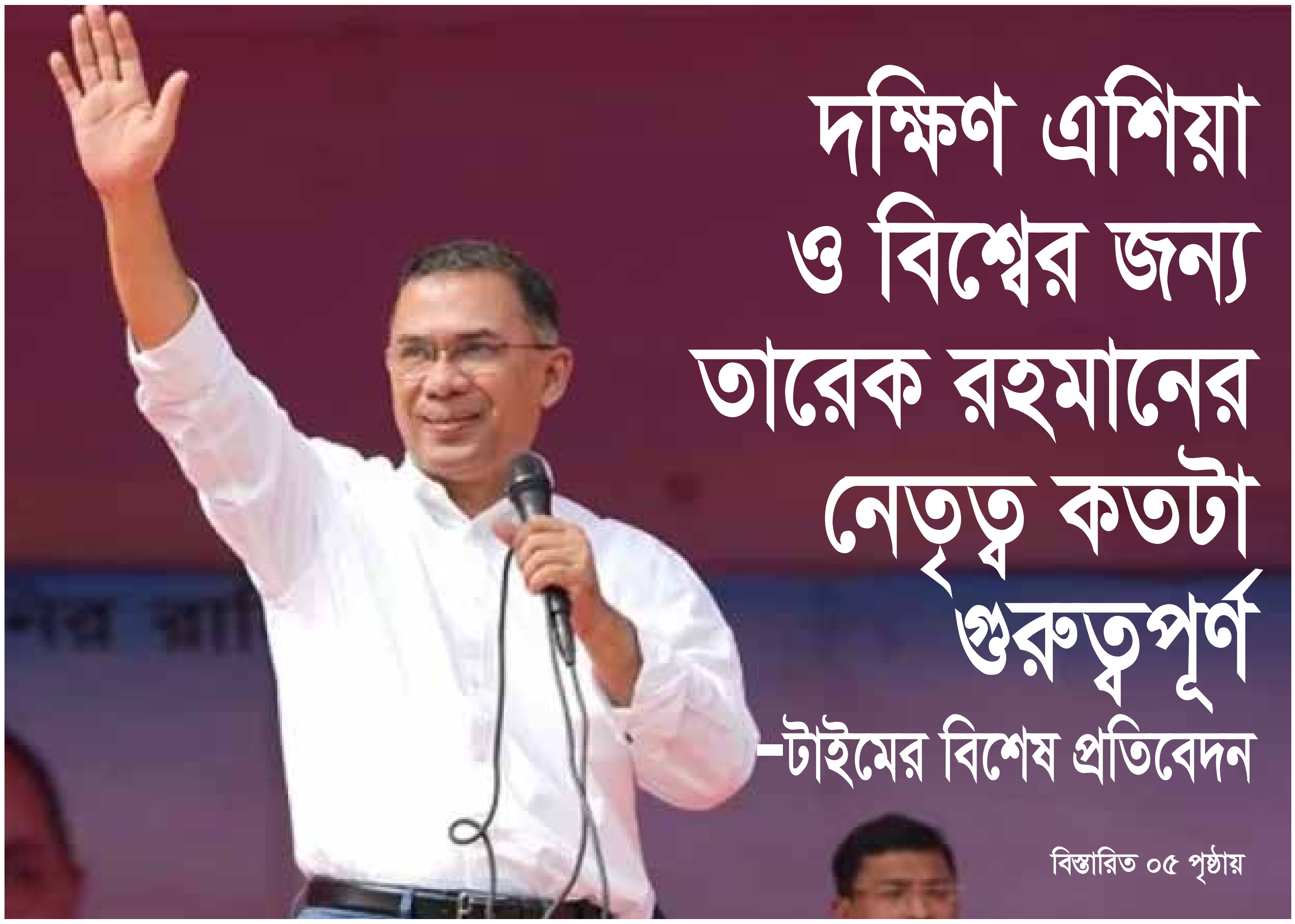

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ

-টাইমের বিশেষ প্রতিবেদন

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

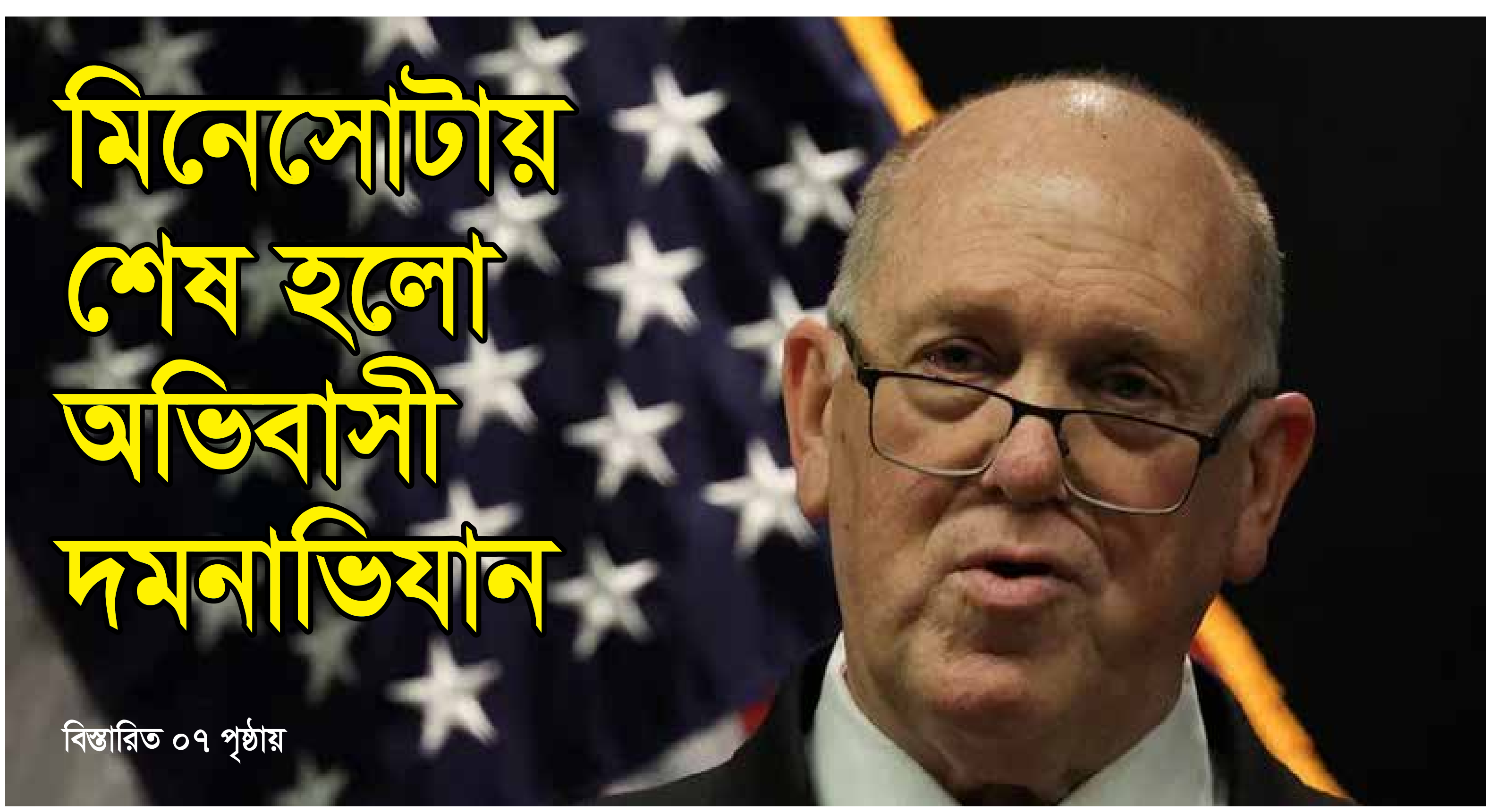

মিনেসোটায় শেষ হলো অভিবাসী দমনাভিযান

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901

JACKSON HEIGHTS OFFICE:
72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights
NY 11372 | Tel: 718-898-7100

JAMAICA
169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica
NY 11432 Tel: 718-291-4163

BRONX
2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx
NY 10462 Tel: 718-319-1000

LONG ISLAND
469 Donald Blvd, Holbrook
NY 11741 Tel: 631-428-1901

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: SCHEV; NYS Education Department Proprietary School Licensed Supervision

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:

info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয়
এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA P.C.
AHAD&CO
CPA FIRM IN NYC
আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● দুর্নীতি সরিয়ে, আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ এবং মানবিক দেশ হিসাবে গড়ে তুলতে সকলকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করতে হবে। এই জয় বাংলাদেশের। এই জয় গণতন্ত্রের। আজ থেকে আমরা স্বাধীন। - বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ের পর প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

● বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও দলনেতা তারেক রহমানসহ বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন। একইসঙ্গে আঞ্চলিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী। - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব মার্কো রুবিও

● গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবে ভারত - ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

● বাংলাদেশের নতুন নেতৃত্বের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় আছি - পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ

● বাংলাদেশের এই বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই আমার তারেক ভাইকে, তার দলকে ও অন্যান্য দলকে। সবাই ভালো থাকুন, সুখী থাকুন। - ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি

● জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ের জন্য আমি বিএনপিকে অভিনন্দন জানাই। আমরা একটি গঠনমূলক শক্তি হিসেবে কাজ করব। জনকল্যাণমূলক উদ্যোগে আমাদের সমর্থন থাকবে। কিন্তু মানুষের জন্য ক্ষতিকর কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমরা সোচ্চার থাকব। - ঢাকা-৯ আসনের আলোচিত স্বতন্ত্র প্রার্থী তাসনিম জারা

● বিএনপিকে বিজয়ী করার জন্য মেটিকুলাস ডিজাইন করা হয়েছে, ২০০'র বেশি আসন দেওয়ার জন্য নির্বাচনে কারচুপিও করা হয়েছে।- জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

বাংলাদেশের নতুন সরকারকে যে প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের জন্য তারেক রহমানের নেতৃত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ

টাইমের বিশেষ প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্যে ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে দেশে ফেরার সাত সপ্তাহের মাথায় বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন তারেক রহমান। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি জোট এখন পর্যন্ত সর্বাধিক ২১২ টি আসনে জয় পেয়েছে।

ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে তারেক রহমানের সাক্ষাৎকার নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী টাইম। এ সাক্ষাৎকারে দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিকে নতুন ভাবে গড়তে এবং সামাজিক বিভাজন দূর করার পরিকল্পনা তুলে ধরেছিলেন তারেক রহমান।

পরিকল্পনার বিষয়ে তারেক রহমানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তার কাছে কোন কোন বিষয় অগ্রাধিকার পাবে। জবাবে তিনি বলেছেন, প্রথমেই প্রয়োজন 'আইনের শাসন নিশ্চিত করা।' তারেক আরও বলেন, 'দ্বিতীয়ত, আর্থিক শৃঙ্খলা বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করবে চীন

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন এবং নির্বাচনে এগিয়ে থাকার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে (বিএনপি) শুভেচ্ছা জানিয়েছে চীন।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে এক পোস্টে এ শুভেচ্ছাবার্তা দেয় ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাস। এতে বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশের জনগণ এবং নির্বাচনে এগিয়ে থাকার জন্য বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে অভিনন্দন। আমরা বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে একসাথে কাজ করার এবং চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের নতুন অধ্যায় লেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। এর আগে, সফল নির্বাচনের পর বাংলাদেশের জনগণ এবং বিজয়ের জন্য বিএনপি ও তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানায় দেয় ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস।

দায়িত্ব শেষে এবার কী করবেন বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকারের উপদেষ্টারা?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সম্পন্ন হয়েছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেবেন অন্তর্বতী সরকার। দেড় বছর পর শেষ হতে যাচ্ছে অন্তবর্তী সরকারের মেয়াদ। নতুন সরকার শপথ নেওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হবে অন্তর্বতী সরকারের দায়িত্ব।

বর্তমানে প্রধান উপদেষ্টাসহ উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য রয়েছেন ২১ জন। এ ছাড়া উপদেষ্টা পদমর্যাদায় বিশেষ সহকারী, বিশেষ দূত ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা মিলিয়ে আরও চারজন এবং প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধান উপদেষ্টার চারজন বিশেষ সহকারী দায়িত্ব পালন করছেন।

অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস আগের পেশায় ফিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন তার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক আলী রিয়াজ। আলী রিয়াজ বলেন, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস ভবিষ্যতে তার আগের পেশায় ফিরে যাবেন। সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি।

অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ দায়িত্ব শেষে আবার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যাবেন। কিছুদিন বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

ধর্মীয় বৈচিত্র্যের বিবেচনায় শীর্ষে সিঙ্গাপুর, বাংলাদেশের অবস্থান কত? - পিউ রিসার্চ সেন্টার

পরিচয় ডেস্ক: ধর্মীয় বৈচিত্র্যের বিবেচনায় নতুন একটি গবেষণার তথ্য প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'। ২০২০ সালের তথ্যের ভিত্তিতে ২০১টি দেশ ও অঞ্চল পর্যালোচনা করে ধর্মীয় বৈচিত্র্য সূচকটি (আরডিআই) তৈরি করা হয়েছে।

'আরডিআই' সূচকে ৯ দশমিক ৩ স্কোর নিয়ে তালিকার শীর্ষে রয়েছে নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুর। দেশটিতে বৌদ্ধ ৩১ শতাংশ, ধর্মনিরপেক্ষ ২০ শতাংশ, খ্রিষ্টান ১৯ শতাংশ, মুসলিম ১৬ শতাংশ, হিন্দু ৫ শতাংশ এবং অন্যান্য ৯ শতাংশ।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে সুরিনাম। এরপর ধারাবাহিকভাবে তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, গিনি বাসাও, টোগো এবং বেনিন প্রজাতন্ত্র শীর্ষ দশে অবস্থান করছে। ইউরোপ থেকে কেবল ফ্রান্স এই তালিকায় স্থান পেয়েছে।

আরডিআই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৩তম এবং পাকিস্তান আছে ১৬৫তম স্থানে।

বিশ্বের ১০টি সর্বাধিক জনবহুল দেশের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ৩২তম, নাইজেরিয়া ৩৪তম, রাশিয়া ৪৭তম, ভারত ৭৮তম।

সবচেয়ে কম বৈচিত্র্যময় দেশ হিসেবে নাম বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশির বেশিরভাগই অতিদরিদ্র - জেআরএফের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ যুক্তরাজ্যে দারিদ্র্য আরও গভীর হয়েছে। বর্তমানে দেশটিতে প্রায় ৬৮ লাখ মানুষ অতিদরিদ্রতার মধ্যে বসবাস করছেন, যা গত তিন দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন (জেআরএফ) গতকাল মঙ্গলবার এক গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। তারা জানায়, যুক্তরাজ্যে যেসব মানুষ অতিদরিদ্র, তাদের মধ্যে বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের অতিদরিদ্রতার হার বেশি। খবর রয়টার্সের।

ব্রিটেনে 'অতিদরিদ্র' বলতে বোঝায় এমন পরিবারকে, যাদের বাড়িভাড়া দেওয়ার পর হাতে থাকা টাকা ব্রিটেনের জাতীয় গড় আয়ের তুলনায় অনেক কম। বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

বোকামি করে আমাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করো না-ইরানকে ট্রাম্পের হুমকি

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ থেকে শুরু করে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ইস্যুতে তেহরান যদি তাঁর দাবিগুলো মেনে না নেয়, তবে দেশটিতে সামরিক হামলা চালানো হতে পারে। সহজ ভাষায় বললে, ইরানকে কঠিন সব শর্ত দিয়ে ট্রাম্প বলছেন, 'মেনে নাও, নইলে পরিণতি খুব খারাপ হবে।'

গত মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারী) প্রকাশিত ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম চ্যানেল-১২কে দেওয়া এক মন্তব্যে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইরানের সঙ্গে কোনো চুক্তি না হলে তিনি কঠোর পদক্ষেপ নেবেন।

ট্রাম্প বলেন, 'হয় আমরা একটি চুক্তিতে পৌঁছাব, অথবা আমাদের খুব কঠিন কিছু করতে হবে।' তাঁর এই মন্তব্য এমন এক সময়ে এল, যখন ইরানের নিরাপত্তা প্রধান আলী লারিজানি ওমানের সুলতান হাইসাম বিন তারিক আল সাঈদের সঙ্গে বৈঠক করছেন। গত সপ্তাহে মার্কিন ও ইরানি কর্মকর্তাদের মধ্যে হওয়া আলোচনার ফলাফল নিয়ে তাঁরা আলোচনা করছেন।

সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ট্রাম্প ওই অঞ্চলে মার্কিন সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির কথা প্রচার করেছেন এবং পার্শ্ববর্তী জলসীমায় একটি 'বিশাল নৌবহর' পাঠিয়েছেন। এই মোতায়েনের মধ্যে বিমানবাহী রণতরি ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

চ্যানেল ১২ এবং মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওস মঙ্গলবার জানিয়েছে, ট্রাম্প মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় আরেকটি বিমানবাহী রণতরি পাঠানোর কথা ভাবছেন। এই সামরিক শক্তি বৃদ্ধি ইরানের ওপর মার্কিন হামলার আশঙ্কা বাড়িয়ে দিয়েছে। সমালোচকেরা ভয় পাচ্ছেন, এই ধরনের হামলা পুরো অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলতে পারে।

ইতিমধ্যে গত সোমবার যুক্তরাষ্ট্র তাদের পতাকাবাহী বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে নির্দেশিকা জারি করে ইরানি জলসীমা থেকে 'যতটা সম্ভব দূরে' থাকার জন্য সতর্ক করেছে।

গত জানুয়ারি থেকে ট্রাম্প ইরানের ওপর মার্কিন চাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন এবং সতর্ক করেছেন, তাঁর দেশের সামরিক বাহিনী 'লক্ষ্যভেদে প্রস্তুত এবং যেকোনো মুহূর্তে সক্রিয় হতে সক্ষম।' ট্রাম্প ইরানের পরিস্থিতির সঙ্গে ভেনেজুয়েলার তুলনা করেছেন, যেখানে গত ৩ জানুয়ারি মার্কিন সামরিক বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরি পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ইরানের ওপর 'সর্বোচ্চ চাপ' প্রয়োগের কৌশল হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে আরও একটি বিমানবাহী রণতরি মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে ক্যারিবীয় সাগরে মোতায়েন থাকা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও সর্বাধুনিক রণতরি ইউএসএস জেরাল্ড আর ফোর্ডকে দ্রুত মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে পেন্টাগন। আজ শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) মার্কিন বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

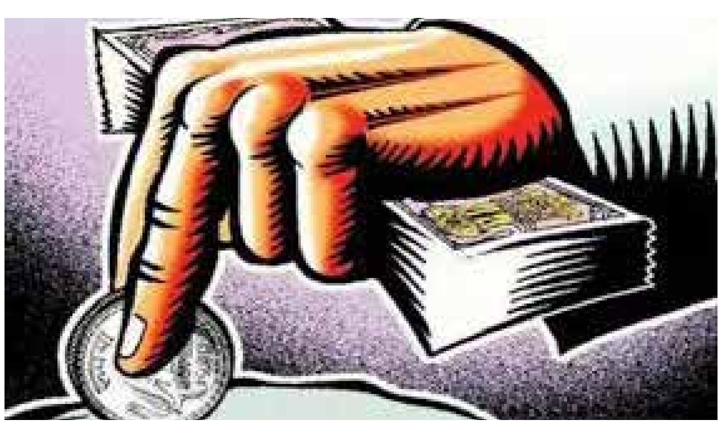

বৈশ্বিক দুর্নীতি সূচকে ইতিহাসের সর্বনিম্ন অবস্থানে নেমে গেছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: স্বাধীন বিশেষজ্ঞ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সরকারি খাতে দুর্নীতির ধারণা পরিমাপকারী একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক সূচকে যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাসের সবচেয়ে খারাপ অবস্থানে নেমে এসেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতি ধারণা সূচকে (করাপশন পারসেপশনস ইনডেক্সড়সিপিআই) বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর গণতান্ত্রিক এই দেশটি গত বছর এক ধাপ পিছিয়ে ১৮২টি দেশের মধ্যে ২৯তম স্থানে নেমে আসে। ২০১২ সালে নতুন পদ্ধতিতে এই সূচকটি পুনরায় চালু হওয়ার পর থেকে এটিই দেশটির সর্বনিম্ন অবস্থান। উল্লেখ্য, ১৯৯৫ সালে প্রথম বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ওয়াশিংটনে শেষ হলো ১৯ ভিক্ষুর ১০৮ দিনের 'শান্তি পদযাত্রা'

পরিচয় ডেস্ক: ১০৮ দিনের শান্তির পদযাত্রা শেষ করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি দল। গত মঙ্গলবার (১১ ফেব্রুয়ারি) ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছানোর মধ্য দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ এই যাত্রার সমাপ্তি হলো। বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়ড়প্রায় চার মাস ধরে টেক্সাস থেকে ওয়াশিংটন ডিসি পর্যন্ত প্রায় দুই হাজার মাইল হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন ১৯ জন বৌদ্ধ ভিক্ষু। কখনো খালি পায়ে, কখনো তুষারের ভেতর দিয়ে চলা এই 'ওয়াক ফর পিস' ইতিমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে লাখো মানুষের দৃষ্টি কেড়েছে। রাজনৈতিক বিভাজন ও সামাজিক উত্তেজনার সময়ে ভিক্ষুদের এই শান্তিপূর্ণ পদযাত্রা অনেকের কাছে আশার প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভিক্ষুদের এই যাত্রা শুরু হয় গত বছরের ২৬ অক্টোবর, টেক্সাসের ফোর্ট ওয়ার্থে অবস্থিত হুয়ং দাও ভিপাসানা ভাবনা সেন্টার থেকে। যাত্রাপথে তারা মাইন্ডফুলনেস বা সচেতনতার চর্চা এবং সহমর্মিতার বার্তা ছড়িয়ে দেন। দলের নেতা ভেনারেবল ভিক্ষু পন্নাকারা বলেন, 'আমার আশা, এই যাত্রা শেষ হলেও যাদের সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে, তারা মাইন্ডফুলনেস চর্চা অব্যাহত রাখবেন এবং নিজের ভেতরে শান্তি খুঁজে পাবেন।'

ওয়াশিংটনে পৌঁছে ভিক্ষুরা ওয়াশিংটন ন্যাশনাল ক্যাথেড্রাল ও লিংকন মেমোরিয়াল পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি, বুদ্ধের জন্মদিনকে যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণার দাবিতে আইনপ্রণেতাদের কাছে আবেদন জানানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। তবে এই নীতিগত দাবির বাইরেও তাঁদের যাত্রা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলেছে।

ওয়াশিংটনের অ্যাপিসকোপাল বিশপ মারিয়ান বাডে বলেন, 'তাদের দীর্ঘ যাত্রা ও নীরব সাক্ষ্য আমাদের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

'ট্রাম্পকে নিয়ে তর্কের জেরে' যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েকে গুলি করে হত্যা করেন বাবা

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে তর্ক করায় যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে নিজের মেয়েকে গুলি করে হত্যা করেছেন এক বাবা। ঘটনাটি ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি ঘটলেও, সম্প্রতি এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এসেছে।

যুক্তরাজ্যের চেশায়ারের ওয়ারিংটনের বাসিন্দা লুসি হ্যারিসন (২৩) ২০২৫ সালের ১০ জানুয়ারি ডালাসের কাছে প্রসপার এলাকায় বুকে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের শুনানিতে (ইনকোয়েস্ট) জানা গেছে, ঘটনার দিন ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে বাবার সঙ্গে তার তর্ক হয়েছিল।

ঘটনার পর স্থানীয় পুলিশ হত্যাকাণ্ডটিকে সম্ভাব্যড়ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড নয় এমন দৃষ্টিকোণ থেকে তদন্ত শুরু করে। তাছাড়া, টেক্সাসের কলিন কাউন্টির গ্র্যান্ড জুরি লুসির বাবা ক্রিস হ্যারিসনের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ গঠন না করায় তার বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলাও করা সম্ভব হয়নি। তবে চেশায়ার করোনারস কোর্টে শুরু হওয়া শুনানিতে লুসির বন্ধু স্যাম লিটলার জানান, ঘটনার দিন সকালে ট্রাম্পকে কেন্দ্র করে বাবা-মেয়েরড়বড় ধরনের তর্ক হয়েছিল। ট্রাম্প তখন দ্বিতীয় মেয়াদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

ছুটিতে লুসির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া লিটলার বলেন, বাবা বন্দুক রাখার বিষয়ে কথা বললে লুসি প্রায়ই মন খারাপ করতেন।

শুনানিতে আরও জানা যায়, মেয়ে ছোট থাকতেই যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানো ক্রিস হ্যারিসন আগে মদ্যপানের আসক্তির কারণে পুনর্বাসন কেন্দ্রে (রিহ্যাব) ছিলেন। শুনানিতে উপস্থিত না থাকলেও আদালতে পাঠানো এক বিবৃতিতে ক্রিস হ্যারিসন স্বীকার করেছেন, গুলির ঘটনার বাকি অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রমাণ যারা করতে পারবেন, তারাই অন্তর্বতী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন-‘সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট’ বিল পাশ কংগ্রেসে

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে যারা পারবেন, তারাই অন্তর্বর্তী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন-‘সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট’ বিল পাশ হয়েছে কংগ্রেসে।

বিশ্ব জুড়ে নিজেকে শান্তির দূত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাওয়া ট্রাম্প নিজ দেশে বেশ চাপের মুখে রয়েছে। বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার কঠোর অভিবাসন নীতিসহ বিভিন্ন সিদ্ধান্তে অসন্তোষ বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মানুষের। এর মধ্যেই ট্রাম্পের অভিশংসন এড়াতে ‘সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট’ বিল অনুমোদন দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদ। এ বিলের মাধ্যমে নভেম্বরের অন্তর্বতী নির্বাচনে ভোটদানের জন্য ভোটারদের নাগরিকত্ব প্রমাণ দেখাতে বাধ্য করা হবে। মূলত ট্রাম্পের অভিশংসন এড়াতেই এ কৌশল নিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। গত বুধবার বিলটি মূলত

পার্টি-লাইনের ভোটে ২১৮-২১৩ ভোটে অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তী ধাপে বিলটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য উচ্চকক্ষ সিনেটে পাঠানো হবে। সেটিও রিপাবলিকান সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় বিল পাস হতে কোনো বাধার মুখে পড়বে না।

‘সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট’ বা ‘সেভগার্ড আমেরিকান ভোটার এলিজিব্লিটি’ নামে পরিচিত এই বিল অনুযায়ী, শুধু যুক্তরাষ্ট্রের বৈধ পাসপোর্ট বা জন্মসনদ দেখিয়ে যারা নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে পারবেন, তারাই অন্তর্বতী নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন। ভোট দেওয়ার সময় ভোটারদের বৈধ ছবিসহ পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছ। এ ছাড়া বিলে বলা হয়েছে, নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় যদি এসব নিয়ম অমান্য করা হয় তবে নির্বাচন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বিলের পক্ষে রিপাবলিকানদের যুক্তি, এ নাগরিকত্ব যাচাই ভোটার প্রতারণা রোধের জন্য অপরিহার্য। *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পবিরোধী আন্দোলন কি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে ? -সিএনএনের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক সময় বলেছিলেন, “প্রেসিডেন্ট হিসেবে যা খুশি তাই করার অধিকার আমার আছে।” কিন্তু বর্তমানে তার সেই ক্ষমতা আগের মতো অটুট নয়। তিনি আর নিজের ইচ্ছা পুরোপুরি কার্যকর করতে পারছেন না।’

যদিও ট্রাম্প এখনো সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার বাসনা রাখেন, প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি ছোট ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিরোধের মুখে পড়ছেন। প্রতি সপ্তাহে মানুষের মধ্যে তার প্রতি ভয় কিছুটা কমছে। এমনকি রিপাবলিকান পার্টির সদস্যদের মধ্যেও তার প্রভাব কিছুটা সীমিত হতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক তৎপরতা, আদালত, সাধারণ নাগরিক এবং নির্বাচনী রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি এখন বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প প্রশাসনের ‘বর্ডার জার’ টম হোম্যান মিনেসোটা থেকে হাজারো ফেডারেল কর্মকর্তাকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। তিনি দাবি করেন, চার হাজারের বেশি গ্রেপ্তারের মাধ্যমে তাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। তবে মিনেসোটার রেনি গুড ও অ্যালেক্স প্রেটি হত্যার পর জনরোষ ও বিক্ষোভের মুখে এই পদক্ষেপকে একধরনের পিছু *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

মিনেসোটায় শেষ হলো অভিবাসী দমনাভিযান

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা রাজ্যে অবৈধ অভিবাসী দমনাভিযান শেষ করতে চলেছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। গত ১২ ফেব্রুয়ারীবৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের ‘সীমান্ত সম্রাট’ টম হোম্যান জানান, প্রেসিডেন্ট তাঁর এই অভিযান শেষ করার অনুরোধ অনুমোদন করেছেন।

গত দুই মাস ধরে ‘অপারেশন মেট্রো সার্জ’ নামের এই অভিযানে চার হাজারের বেশি অনিবন্ধিত অভিবাসী গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে অভিযান চলাকালে অভিবাসন কর্মকর্তাদের গুলিতে রেনি গুড এবং অ্যালেক্স প্রেত্তি নামে দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হওয়ার পর সহিংস বিক্ষোভ শুরু হয়।

টম হোম্যান এই অভিযানকে ‘বিরাট সাফল্য’ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, এর ফলে মিনেসোটা আগের চেয়ে বেশি নিরাপদ হয়েছে। রাজ্যটি থেকে আইসিই এজেন্টদের প্রত্যাহার কর্মসূচি তদারকের জন্য হোম্যান আরও কিছু সময় সেখানে থাকবেন। সিএনএন।

কানাডার ওপর ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক বাতিলে যুক্তরাষ্ট্রে কংগ্রেসে বিল পাস

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ কানাডার পণ্যের ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা শুল্ক বাতিলের পক্ষে ভোট দিয়েছে।

২১৯২১১ ভোটের ব্যবধানে প্রস্তাবটি পাস হয়েছে। ডেমোক্র্যাটদের উত্থাপিত ওই প্রস্তাবে ছয়জন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাও সমর্থন জানিয়েছেন। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হলো গত বছর ট্রাম্প কানাডার ওপর যে শুল্ক আরোপ করেছিলেন, তা প্রত্যাহার করা।

আপাতত এ অনুমোদন প্রতীকীই থেকে যাচ্ছে। কারণ, প্রস্তাবটি যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটেও পাস হতে হবে। এরপর এটিকে আইনে পরিণত করতে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে। তবে প্রস্তাবে ট্রাম্পের স্বাক্ষর করার সম্ভাবনা খুবই কম। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প কানাডার ওপর একের পর এক শুল্ক আরোপ করেছেন। সম্প্রতি তিনি কানাডা প্রস্তাবিত চীনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির প্রতিক্রিয়ায় ১০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়েছেন।

প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশনে ভোট চলাকালে ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘প্রতিনিধি পরিষদ বা সিনেটে কোনো রিপাবলিকান যদি শুল্কের বিরুদ্ধে ভোট দেন, তবে নির্বাচনের সময় তাঁকে এর গুরুতর পরিণতি ভোগ করতে হবে।’ ট্রাম্প আরও লিখেছেন, ‘শুল্ক আমাদের অর্থনৈতিক ও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং কোনো রিপাবলিকানেরই এ সুবিধা নষ্ট করার দায় নেওয়া উচিত নয়।’ *বাকি অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

ভেনেজুয়েলা সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভেনেজুয়েলা সফরের ঘোষণা দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী ফার্স্টলেডি সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণ করে নিয়ে আসার এক মাসেরও বেশি সময় পর এ ঘোষণা দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময়কালে ট্রাম্প বলেন, ‘আমি ভেনেজুয়েলা সফরে যাচ্ছি। ভেনেজুয়েলার বর্তমান প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব ভালো। তার নেতৃত্বেই তেল উত্তোলন ও বিপণনের ক্ষেত্রে দেশটির সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করছে যুক্তরাষ্ট্র। *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে চীনের প্রভাব ঠেকাতে সক্রিয় যুক্তরাষ্ট্র, আনছে বিকল্প প্রতিরক্ষা প্রস্তাব: রয়টার্সের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব বাড়তে থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারকে চীনা সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (ডিফেন্স সিস্টেম) গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে দেশটি। ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার তথা জেন-জি অভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছাড়েন। ভারতঘনিষ্ঠ সাবেক এ সরকারপ্রধান শেষ পর্যন্ত ভারতের নয়াদিল্লিতেই আশ্রয় নিয়েছেন। এতে ভারতের প্রভাব কমতে থাকায় বাংলাদেশে চীনের প্রভাব আরও বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়েছে। হাসিনা দেশ ছাড়ার প্রায় দেড় বছর পর আগামীকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ভারত সীমান্তের কাছাকাছি একটি ড্রোন কারখানা

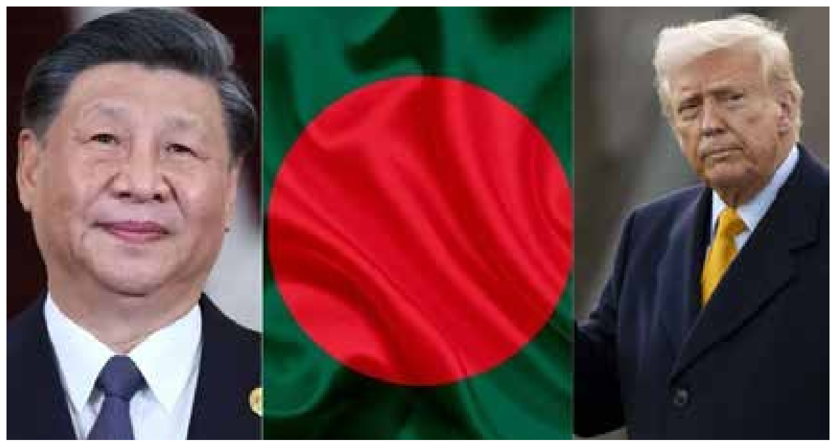

স্থাপনের জন্য বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করেছে চীন। এ বিষয়টি বিদেশি কূটনীতিকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে। পাশাপাশি চীনের সঙ্গে যৌথভাবে নির্মিত বহুমুখী যুদ্ধবিমান জেএফ-১৭ থান্ডার কেনার বিষয়ে পাকিস্তানের সঙ্গেও আলোচনা চলছে বাংলাদেশের।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ঢাকায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেন, “দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের বাড়তে থাকা প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। চীনের সঙ্গে নির্দিষ্ট ধরনের সম্পৃক্ততার ঝুঁকি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতার প্রয়োজন মেটাতে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব করছে। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও মিত্র দেশগুলোর সরঞ্জাম রয়েছে, যা চীনা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।” তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

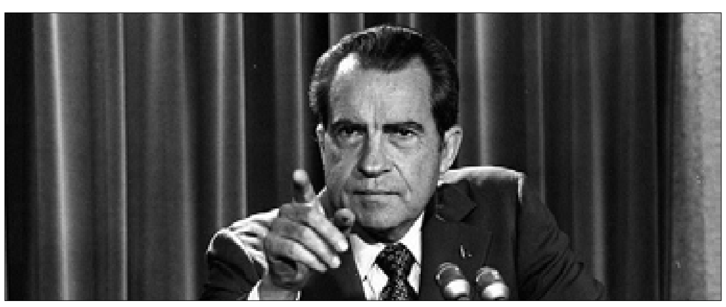

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনকে গোপনে হস্তক্ষেপের অনুরোধ করেন নিক্সন

বলছে ওয়াটারগেট-সংক্রান্ত নতুন নথি

পরিচয় ডেস্ক: ১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধ তখন তুঙ্গে। পূর্ব পাকিস্তানে শক্ত অবস্থান নিয়েছে ভারতীয় বাহিনী। বাংলাদেশের অভ্যুদয় তখন কেবল সময়ের ব্যাপার। ঠিক সেই সময়েই যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন গোপনে চীনকে একটি বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি চীনকে আশ্বস্ত করেছিলেন, তারা যদি ভারত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে যুক্তরাষ্ট্র বেইজিংয়ের পাশে থাকবে।

দীর্ঘ প্রায় পাঁচ দশক ধরে গোপন রাখা ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির গ্র্যান্ড জুরির জবানবন্দি থেকে সম্প্রতি এই তথ্য সামনে এসেছে। নিক্সনের জবানবন্দির ওই সাতটি পাতা এতদিন সিলগালা করা ছিল। *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ভোটে হারলেও বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে সেরা ফল জামাতের

শফিকুরদের উত্থান কি চাপে ফেলে দেবে ভারতকে

পরিচয় ডেস্ক: মাত্র আট বছর আগে, ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল বিএনপির ‘ধানের শিষ’ প্রতীকে! তৎকালীন বিএনপি নেত্রী খালেদার পুত্র তারেকের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে এ বার উঠে এসেছে তারা।

প্রাথমিক ‘আশঙ্কা’ কেটেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ভোটে কট্টরপন্থী দল ‘জামায়াতে ইসলামী’ (‘জামাত’ নামেই যা পরিচিত) অভূতপূর্ব শক্তিবৃদ্ধি ভারতকে আপাতত উদ্বেগমুক্ত হতে দেবে না বলেই মনে করছেন রাজনীতি এবং কূটনীতির জগতের অনেকে। তাঁদের মতে, ক্ষমতা দখল করতে না পারলেও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসন জয়ের নতুন নজির গড়েছে জামাত।

এর আগে ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সর্বোচ্চ ১৮টি আসনে জিতেছিলেন দাঁড়িপাল্লার (জামাতের নির্বাচনী প্রতীক) প্রার্থীরা। এ বার তার অন্তত চার গুণ আসন তাদের ঝুলিতে আসতে চলেছে। বাংলাদেশ এবং ভারতের রাজনীতিতে যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, পশ্চিমবঙ্গ সীমান্ত লাগোয়া জেলাগুলিতেই জামাতের জয়ের হার বেশি। দক্ষিণবঙ্গ লাগোয়া সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙা, ঝিনাইদহের ‘পুরনো ঘাঁটি’র পাশাপাশি মধ্যবঙ্গ ঘেঁষা মেহেরপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা এমনকি, উত্তরবঙ্গ লাগোয়া রংপুর ডিভিশনেও ভাল ফল করেছে জামাত *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

‘প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে’ ছাত্ররা প্রথম মাসেই ছিটকে পড়েছিল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ২৪ এর জুলাই গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক এবং অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মাহফুজ আলম নানা বিষয়ে কথা বলেছেন জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে-র সঙ্গে।

অন্তর্বর্তী সরকারে ছাত্রপ্রতিনিধিদের সত্যিকারের কোনো ক্ষমতা ছিল না বলেও মন্তব্য করেছেন মাহফুজ আলম। তিনি বলেন, তাদের রাখা হয়েছিল কেবলই ‘ছাত্ররাই সব’ এমনটা দেখানোর জন্য।

সংক্ষেপিত আকারে সাক্ষাৎকারের কিছু অংশ তুলে ধরা হলো পাঠকদের জন্য।

প্রশ্ন: আপনারা ছাত্রদের প্রতিনিধি হিসাবে উপদেষ্টা পরিষদে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে কি আপনারা ছাত্রদের *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

তারেককে বিজয়ের অভিনন্দন, ড. ইউনূসের বিবৃতিতে জামাত এবং এনসিপি-কেও ধন্যবাদ ‘দায়িত্বশীল ভূমিকা’-র জন্য

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় দলটির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। সেই সঙ্গে নির্বাচনে সুষ্ঠু ভাবে যোগদানের জন্য জামাত এবং এনসিপি-কেও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের ভোটে মূল লড়াই ছিল এই তিন দলেরই। তাদের নেতৃত্বের উদ্দেশে শনিবার ইউনূস পৃথক তিনটি বিবৃতি দিয়েছেন।

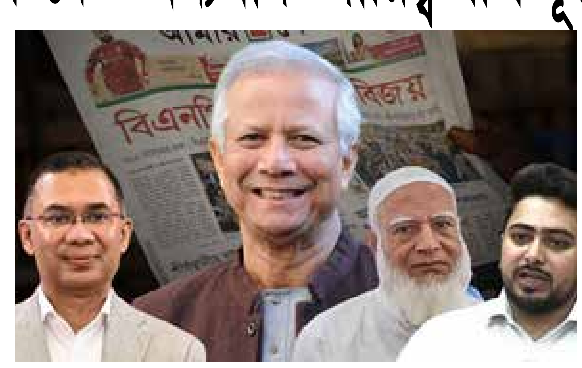

তারেককে অভিনন্দনবার্তায় প্রধান উপদেষ্টা লিখেছেন, ‘‘আমি বিশ্বাস করি, প্রজ্ঞা, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং জনকল্যাণমুখী চেতনার আলোকে আপনি দেশকে একটি স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক, উন্নয়নমুখী পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। পিতা জিয়াউর রহমানের আদর্শ এবং মাতা খালেদা জিয়ার আপসহীন নেতৃত্ব আপনার আগামী দিনের চলার পথকে আলোকিত করবে।’’ বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির কথাও তারেককে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইউনূস। জানিয়েছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক রূপান্তর, প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং কূটনীতিতে প্রজ্ঞা অপরিহার্য। তারেকের নেতৃত্বে বাংলাদেশের জাতীয় ঐক্য, আইনশৃঙ্খলা সুদৃঢ় হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যেও তারেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ইউনূস।

জামাতের প্রধান শফিকুর রহমানের উদ্দেশে বিবৃতিতে ইউনূস বলেছেন, ‘‘নির্বাচনের প্রচারপর্ব থেকে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এ বিজয় বাংলাদেশের, এ বিজয় গণতন্ত্রের

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, 'ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় ও গণতন্ত্রপ্রিয় জনগণ আবারো বিএনপিকে বিজয়ী করেছে। এ বিজয় বাংলাদেশের, এ বিজয় গণতন্ত্রের।'

তিনি বলেছেন, 'জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময় পর দেশে জনগণের সরাসরি ভোটে জবাবদিহিমূলক সংসদ ও সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।'

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের বলরুমে নির্বাচন পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে দেওয়া বক্তব্যে বিএনপি চেয়ারম্যান এসব কথা বলেন।

বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, 'জনগণের দেওয়া ম্যান্ডেট অনুযায়ী দল নির্বাচনী অঙ্গীকার ও ৩১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।'

রাষ্ট্র মেরামতের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিএনপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ উল্লেখ করে তারেক রহমান বলেন, 'ফ্যাসিবাদের রেখে যাওয়া ভঙ্গুর অর্থনীতি, দুর্বল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অকার্যকর সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পুনর্গঠনের মধ্য দিয়েই নতুন যাত্রা শুরু হবে। জনগণের রায় পেলে রাষ্ট্র মেরামতের যে রূপরেখা বিএনপি উপস্থাপন করেছিল, তা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হবে।' তিনি উল্লেখ করেন, বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দলের সঙ্গে মতবিনিময়ের ভিত্তিতে প্রণীত ৩১ দফা এবং দলীয় ইশতেহারের প্রতিটি অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বিএনপি কাজ করবে। একই সঙ্গে 'জুলাই সনদে' দেওয়া নোট অব ডিসেন্টসহ সংস্কার প্রক্রিয়ায় দল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে বলেও জানান তিনি।

জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে তারেক রহমান বলেন, 'জামায়াতে ইসলামী, এনসিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ও গণঅধিকার পরিষদসহ ৫১টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিয়েছে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলকে অভিনন্দন। আমাদের পথ ও মত ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থে আমরা সবাই এক। জাতীয় ঐক্য আমাদের শক্তি, বিভাজন আমাদের দুর্বলতা। সরকার ও বিরোধী দল দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করলে দেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবে।' নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতিতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব দিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, 'যে কোনো মূল্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে। কোনো রকম অন্যায় বা বেআইনি কর্মকাণ্ড বরদাস্ত করা হবে না।' তিনি বলেন, সম্ভাব্য অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বিজয় মিছিল না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। শত উসকানির মুখেও নেতাকর্মীদের শান্ত ও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি। দলমত, ধর্ম বা ভিন্নমত নির্বিশেষে দুর্বলের ওপর সবলের *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) জাতীয় সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত এমপিদের শপথ

বিকেলে বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথগ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য (এমপি) এবং নতুন মন্ত্রিপরিষদের শপথগ্রহণের দিন ও সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে জাতীয় সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত এমপিরা শপথ নেবেন। একই দিনের বিকেলে বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় বঙ্গভবন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সকালে সংসদ ভবনে নবনির্বাচিত এমপিদের শপথ পড়াবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। আর বিকেলে বঙ্গভবনে *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

আইনের শাসন সবার জন্য সমান হতে হবে

- জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক:বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, দেশের যেসব এলাকায় সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন বা বেআইনি কর্মকাণ্ডের অভিযোগ পাওয়া যাবে, সেখানেই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং আইনের শাসন সবার জন্য সমান হতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারী শনিবার নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে তিনি বলেন, নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ফলাফলকে তারা স্বীকৃতি দেন এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার প্রতি সম্মান জানান। তবে নির্দিষ্ট কয়েকটি আসনে ভোট গণনা ও ফলাফল নিয়ে প্রশ্ন থাকায় আইনগত *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

রাষ্ট্র সংস্কার ইস্যুতে জাতীয় জুলাই সনদে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো সব পূরণ করা হবে

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে রাষ্ট্র সংস্কার ইস্যুতে জাতীয় জুলাই সনদে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলো সব পূরণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে ঠাকুরগাঁওয়ে নিজ বাসভবনে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এ কথা জানান।

ফখরুল বলেন, 'বিএনপির ভূমিধ্বস জয় জনগণের ভালোবাসার ফল। বিএনপি জনগণের দল, কখনো জনপ্রিয়তা হারায়নি এবং সবসময় জনগণের রাজনীতি করেছে। জুলাই সনদের অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়ন করা বিএনপির দায়িত্ব। অন্তর্বর্তী সরকার জানিয়েছে, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে সরকার গঠন হবে।'

তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'দীর্ঘ ১৫ বছর ফ্যাসিস্ট শাসনের কারণে উগ্রবাদী শক্তির উত্থান হয়েছে। গণতন্ত্রকে দমন করার ফলে জামায়াতে ইসলামীর উত্থান ঘটেছে, যা পুরোপুরি আওয়ামী লীগের শাসনের ফল। তবে বাংলাদেশী জনগণ ইতিমধ্যেই জামায়াতকে প্রত্যাখান করেছে। বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ আসন *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে

ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ প্রধান ইভার্স ইজাবস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। একইসঙ্গে নির্বাচন প্রতিযোগীতামূলক

ও আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে। তবে ভোটে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা আশাব্যঞ্জক নয় বলে হতাশা ব্যক্ত করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন।

ত্রয়োদশ জাতীয় *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

জুলাই সনদ গ্রহণের গণভোটে 'হ্যাঁ' বলল বাংলাদেশ

নতুন সরকার কি রায় মানতে বাধ্য? কী বলছে বাংলাদেশের সংবিধান?

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে সদ্য গণভোটে পাশ হওয়া জুলাই সনদে রয়েছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৮৪ দফা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাব। কিন্তু সদ্যজয়ী বিএনপি ইতিমধ্যেই তার কয়েকটি নিয়ে প্রকাশ্যে আপত্তি তুলেছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পাশাপাশি ১২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার একই সঙ্গে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটেরও আয়োজন করা হয়েছিল বাংলাদেশে। ১৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, *বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়*

নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্য স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তির আওতায় দেশটি থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি বাড়াবে বাংলাদেশ। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা কমাতে হবে সরকারকে।

গত ৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই বাণিজ্য চুক্তি সই হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, বাংলাদেশের ওপর আরোপিত রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ বা পারস্পরিক শুল্ক ১৯ শতাংশে নামিয়ে এনেছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা ও কৃত্রিম তন্তু (ম্যান মেইড ফাইবার) আমদানি করে তা দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। এই বাণিজ্যিক সুবিধার বিপরীতেই যুক্তরাষ্ট্র থেকে অস্ত্র কেনার এই শর্ত মেনে নিয়েছে বাংলাদেশ।

ইউএসটিআর প্রকাশিত চুক্তির নথিতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম কেনা বাড়ানোর চেষ্টা করবে এবং নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে এসব সরঞ্জাম কেনা সীমিত করবে। প্রকাশিত কপিতে দেশগুলোর তালিকা না থাকলেও, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া খসড়া চুক্তিতে চীন থেকে সামরিক সরঞ্জাম আমদানি কমানোর কথা উল্লেখ ছিল।

এছাড়া, এই চুক্তির আওতায় আগামী ১৫ বছরে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করবে বাংলাদেশ। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের গাড়ি ও গাড়ির যন্ত্রাংশ আমদানির কথাও বলা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ ১৪টি বোয়িং যাত্রীবাহী বিমান ও এর যন্ত্রাংশ আমদানি করবে এবং যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভবিষ্যতে আরও বেশি বিমান কিনবে।

সোমবার বাংলাদেশ সময় রাতে ওয়াশিংটনে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান টিবিএসকে বলেন, বাংলাদেশ সময় রাত ১০টায় বাণিজ্য চুক্তিতে নিজ নিজ দেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রিয়ার এবং *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাক রপ্তানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা ভারতের চেয়ে এগিয়ে রাখবে বাংলাদেশকে

- ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: মার্কিন উপকরণ ব্যবহার করে তৈরি পোশাক শুল্কমুক্ত সুবিধায় যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করতে পারবে বাংলাদেশ। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক উৎপাদনকারী দেশের জন্য এটি একটি বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর ফলে প্রতিবেশী ভারতের প্রতিযোগীদের তুলনায় বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে বলে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গত বছরের এপ্রিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশের ওপর ৩৭ শতাংশ হারে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করেন। পরে আগস্টে তা কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়। *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশের ওপর শুল্ক কমিয়ে ১৯ শতাংশ করল যুক্তরাষ্ট্র, মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাক পাবে শুল্কমুক্ত সুবিধা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি সই করেছে বাংলাদেশ। এতে বাংলাদেশি পণ্যের ওপর দেশটির পাল্টা শুল্ক (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) কমে ১৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। এই চুক্তির আওতায়, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত তুলা ও কৃত্রিম তন্তু (সিনথেটিক ফাইবার) দিয়ে তৈরি বাংলাদেশি তৈরি পোশাক দেশটিতে রপ্তানির ক্ষেত্রে শূন্য শুল্ক সুবিধা পাবে। বাণিজ্যসচিব মাহবুবুর রহমান সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, সোমবার বাংলাদেশ সময় রাত ১০টার দিকে ওয়াশিংটনে নিজ নিজ দেশের পক্ষে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

৮ মাসের মধ্যে জানুয়ারিতে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি

বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৫৮%

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে টানা তিন মাস ধরে বাড়ছে মূল্যস্ফীতির হার। সবশেষ চলতি বছরের গত জানুয়ারি মাসে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশে, যা

গত বছরের মে মাসের পর অর্থাৎ গত ৮ মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ।

রোববার (৮ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রকাশিত সর্বশেষ প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যচুক্তিতে দুশ্চিন্তায় ভারতীয় পোশাক রপ্তানিকারকরা

- দ্য হিন্দু-র রিপোর্ট

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কপালে ভাঁজ পড়েছে ভারতের পোশাক রপ্তানিকারকদের। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের ওপর ১৯ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়।

ভারতের ব্যবসায়ীরা আশা করেছিলেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে তাদের যে অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তি হতে যাচ্ছে, তাতে তারা বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের এই নতুন সমঝোতায় ভারতের সেই আশায় ভাটা পড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের এই চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশের নির্দিষ্ট কিছু তৈরি পোশাক

বিনা শুল্কে (জিরো ট্যারিফ) যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রবেশ করতে পারবে। তবে এর সঙ্গে একটি শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। শর্তটি হলো, যুক্তরাষ্ট্র ঠিক যতটা তুলা বা বস্ত্র তৈরির কাঁচামাল *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা

মোদি সরকারের সমালোচনায় বিরোধী দলগুলো

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে বাংলাদেশ। গত সোমবার (৯ ফেব্রুয়ারি) স্বাক্ষরিত এই চুক্তির ফলে মার্কিন তুলা অথবা কৃত্রিম তন্তু (ম্যান-মেড ফাইবার) ব্যবহার করে বাংলাদেশে উৎপাদিত টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাক পণ্যের ওপর রপ্তানি শুল্ক কমিয়ে শূন্য শতাংশ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ভারতের সঙ্গে সাম্প্রতিক বাণিজ্য চুক্তিতে তাদের টেক্সটাইল পণ্যের ওপর ১৮ শতাংশ শুল্ক বহাল রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।

এই শুল্ক হারের বিষয়টি সামনে এনে ভারত

THE HINDU

সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছে দেশটির বিরোধী দলগুলো। তাদের দাবি, আগে ভারতের ওপর যেখানে মাত্র ৩ শতাংশ শুল্ক ছিল, বর্তমান চুক্তিতে তা বেড়ে ১৮ শতাংশ হয়েছে এবং এটি *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SHAH NAWAZ
CONTACT US:
Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

আহলান সাহলান মাহে রামাদান

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

খোশ আমদেদ মাহে রামাদান

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

In The Name of Allah The Most Merciful Beneficent

Astoria Welfare Society USA Inc

(Non Profit)

আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখ রোজ সোমবার সন্ধ্যা ৫.১৫ মিনিটে
এষ্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএস এ ইনক- উদ্যোগে ইফতার ও দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করা হয়েছে।
উক্ত ইফতার ও দোয়া মাহফিলে আপনারা স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।

TIME TABLE FOR RAMADAN 1447 A.H. 2026 A.D.

Ramadan	Day	Date	Stop Eating	Fajr	Sunrise	Zuhr	Asr	Ifter/Magrib	Isha
10 DAYS ARE FOR FORGIVENESS									
01	Wed	Feb 18	5:26	5:31	6:46	12:12	3:52	5:36	6:52
02	Thu	Feb 19	5:25	5:30	6:45	12:12	3:53	5:37	6:53
03	Fri	Feb 20	5:24	5:29	6:44	12:12	3:54	5:39	6:55
04	Sat	Feb 21	5:22	5:27	6:42	12:12	3:55	5:40	6:56
05	Sun	Feb 22	5:21	5:26	6:41	12:12	3:56	5:41	6:57
06	Mon	Feb 23	5:19	5:24	6:39	12:11	3:57	5:42	6:58
07	Tue	Feb 24	5:18	5:23	6:38	12:11	3:58	5:43	6:59
08	Wed	Feb 25	5:16	5:21	6:36	12:11	3:59	5:44	7:00
09	Thu	Feb 26	5:15	5:20	6:35	12:11	4:00	5:46	7:02
10	Fri	Feb 27	5:13	5:18	6:33	12:11	4:01	5:47	7:03
10 DAYS ARE FOR FORGIVENESS									
11	Sat	Feb 28	5:12	5:17	6:32	12:11	4:02	5:48	7:05
12	Sun	Mar 01	5:10	5:15	6:30	12:10	4:04	5:50	7:07
13	Mon	Mar 02	5:08	5:13	6:28	12:10	4:05	5:51	7:08
14	Tue	Mar 03	5:06	5:11	6:26	12:10	4:06	5:52	7:10
15	Wed	Mar 04	5:04	5:09	6:25	12:10	4:07	5:54	7:11
16	Thu	Mar 05	5:03	5:08	6:23	12:09	4:08	5:55	7:12
17	Fri	Mar 06	5:01	5:06	6:21	12:09	4:09	5:56	7:13
18	Sat	Mar 07	4:59	5:04	6:19	12:09	4:11	5:57	7:15
19	Sun	Mar 08	5:58	6:03	6:18	1:09	5:11	6:58	8:15
20	Mon	Mar 09	5:54	6:02	7:17	1:08	5:12	6:59	8:17
10 DAYS ARE TO BE FREE FROM HELL FIRE									
21	Tue	Mar 10	5:55	6:00	7:15	1:08	5:13	7:00	8:17
22	Wed	Mar 11	5:53	5:58	7:13	1:08	5:14	7:01	8:18
23	Thu	Mar 12	5:51	5:56	7:11	1:08	5:14	7:02	8:19
24	Fri	Mar 13	5:50	5:55	7:10	1:07	5:15	7:04	8:20
25	Sat	Mar 14	5:48	5:53	7:08	1:07	5:16	7:06	8:22
26	Sun	Mar 15	5:47	5:52	7:07	1:07	5:17	7:06	8:23
27	Mon	Mar 16	5:45	5:50	7:05	1:06	5:18	7:07	8:24
28	Tue	Mar 17	5:43	5:48	7:03	1:06	5:19	7:08	8:25
29	Wed	Mar 18	5:41	5:46	7:02	1:06	5:19	7:09	8:26
30	Thu	Mar 19	5:40	5:45	7:00	1:06	5:20	7:10	8:27

রোজার নিয়েত:

নাওয়াইতু আন আছুমা গাদাম মিন শাহরি রামাদ্বানাল মুব-রাকি ফারদ্বাল্লাকা ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আনতাছ্ ছামিউল আলীম।

NIYAT OF SAUM:

Nawaitu-Un-Assuma Gadam Min Shahri Ya Allah Fatakabbal Minni Innaka Antas Samiul Alim

"When Ramadan begins any person who intends to fast should express to Allah the following :
"O Allah I Intend to keep the fast today in the month of Ramadan."

ইফতারের দোয়া:

আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া তাওয়াক্কালতু ওয়া আলা রিজক্বিকা আফতারতু বিরাহ মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।

SUPPLICATION - DU'A:

Allahumma Laka Sumtu Wa Tawakkltu, Wa'alaa Rizkika Aftartu. "O Allah, I have fasted for you.
I believe in you and I make iftar with the rizq (food) provided by you".

SM PRINTING: 929 328 9192

* First day and last day of ramadan depend on moon sighting

ASTORIA WELFARE SOCIETY USA INC.

এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ইউএসএ ইনক

(Non Profit)

ASTORIA WELFARE SOCIETY USA INC · COMMUNITY ORGANIZATION

29-11, 36 Ave, Astoria, NY 11106, Tel: (347) 898-8383

email: mjabed1969@gmail.com www.astoriawelfaresoceity.com

সৌজন্যে: **Astoria Digital Travel**

SUMMER SALE
2026
USA ⇆ DHAKA
Starting From
$1175+
Round Trip
Limited Seats Available
BOOK NOW
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

বাংলাদেশে এখন প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যে রাষ্ট্র মেরামত

মোহাম্মদ গোলাম নবী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি সাধারণ নির্বাচন শুধু নয়; একই সঙ্গে একটি দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসন অধ্যায়ের সমাপ্তি ও নতুন পথচলার সূচনা।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান হওয়ার ১৮ মাস পর অনুষ্ঠিত বৃহস্পতিবারের নির্বাচনে জনগণ শুধু নতুন সরকার গঠনের রায় দেয়নি; একই সঙ্গে পূর্বেকার ভোট না দিতে পারা ভীতিময়, কেন্দ্রীভূত ও দলীয়কৃত রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধেও রায় দিয়েছে। নতুন সরকারের কাছে সবচেয়ে বড় বিষয় হওয়া উচিত দেড় যুগে ভেঙে পড়া রাষ্ট্র কাঠামো পুনর্গঠনে কাজ করা। কারণ এই সময়ে রাষ্ট্রের ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে গেছে। বাংলাদেশের তিনটি বড় কাঠামোগত ক্ষতি হয়েছে, যার প্রভাব ক্ষেত্রবিশেষে কয়েক দশক পর্যন্ত থাকবে, যদি না নতুন করে ক্ষতিকর কর্মকাণ্ড শুরু হয়। শেখ হাসিনার শাসনামলে ভেঙে পড়া রাষ্ট্রের কাঠামোগত ক্ষতিগুলো মেরামতই হবে আগামী সরকারের প্রধানতম দায়িত্ব।

প্রথমত, শেখ হাসিনার আমলে গণতন্ত্রের মূল শর্ত নির্বাচন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করা হয়েছিল। সংসদ ছিল কিন্তু জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্কে পুনর্গঠন শুরু হলো। নতুন সরকারের প্রথম দায়িত্ব হবে গণতান্ত্রিক চর্চার জায়গাগুলো উন্মুক্ত রাখা এবং জনপরিসরে গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ বাড়ানো, যাতে মানুষ বুঝতে পারে গণতন্ত্রচর্চার দিক থেকে তারা আগের থেকে ভালো আছে এবং আরও ভালোর দিকে এগোচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিগত সরকারের সময় দুর্বল করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তির ইচ্ছায় নয়; আইন, বিধি ও প্রতিষ্ঠানের নিয়মে চলার কথা থাকলেও শেখ হাসিনার শাসনামলে প্রশাসন, পুলিশ, নির্বাচন কমিশন, বিচার ব্যবস্থা সবকিছু দলীয় প্রভাবাধীনে চলে গিয়ে যাওয়ায় পেশাদারিত্ব ও নিরপেক্ষতা হারিয়েছিল। ব্যক্তি শক্তিশালী হওয়ায় প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়েছে। ফলে রাষ্ট্রে অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল। সিদ্ধান্তগুলো জনবিরোধী ও অনির্ভরযোগ্য হয়ে পড়েছিল। এখন নতুন সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হবে প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাতিষ্ঠানিকতা ফিরিয়ে আনার কাজ শুরু করা। কাজটি যে কত কঠিন; অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসের অভিজ্ঞতা থেকে সুস্পষ্ট।

তৃতীয়ত, দুর্নীতি বিগত শাসনামলে স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছিল। প্রকল্প মানেই ব্যয় বৃদ্ধি; নিয়োগ মানেই অনিয়ম; ব্যাংক মানেই লুট এমন এক সংস্কৃতি তৈরি হয়েছিল। যেখানে সততা ছিল ব্যতিক্রম। ফলে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতি। সার্টিফিকেটনির্ভর শিক্ষা যেখানে সহজ পরীক্ষা; উচ্চ নম্বরের বন্যা এবং প্রকৃত শিক্ষার অভাব দক্ষতাহীন প্রজন্ম তৈরি করেছে। মৌলিক পড়ালেখা ও বিশ্লেষণী ক্ষমতায়ও ঘাটতি তৈরি হয়েছে। এই ক্ষতি এক সরকারের মেয়াদে পূরণ করা সম্ভব নয়। এটি কয়েক দশকের কাজ।

স্বাস্থ্য খাতেও একই চিত্র। অবকাঠামো বেড়েছে, মান বাড়েনি। চিকিৎসক, শিক্ষক ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা ছাড়া নতুন নতুন মেডিকেল কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের নামে রাজনৈতিক নিয়োগ বেড়েছে। জনস্বাস্থ্য ও প্রতিরোধমূলক চিকিৎসার বদলে কাগুজে সম্প্রসারণ ঘটেছে। ফলে স্বাস্থ্যসেবার ওপর জনগণের আস্থা কমেছে।

এই ক্ষতিগুলো প্রজন্মগত সংকটের রাস্তা তৈরি করেছে। এখানেই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যারা সংসদে যাবে এবং যারা সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছে কিন্তু সংসদে যাবে না তাদের মধ্যেও ঐক্য তৈরি করতে হবে, যাতে রাষ্ট্রের সংস্কারে সংসদ ও সংসদের বাইরে থাকা দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারে।

স্বস্তির বিষয় হলো, নতুন সরকারকে শূন্য থেকে শুরু করবে না। অন্তর্বর্তী সরকারের ১৮ মাসে বিভিন্ন খাতে একাধিক সংস্কার কমিশন কাজ করেছে। এসব বিষয়ে বিশদ পর্যালোচনা ও সুপারিশভিত্তিক রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। অর্থাৎ সমস্যা নির্ণয় এবং সম্ভাব্য সমাধানের পথরেখা ইতোমধ্যে তৈরি করেছে। যদিও সেখানে সমালোচনা আছে। তারপরও *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

ইতিহাস ক্ষমা করেনি, করবে না

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বিরাজমান ধরনের রাজনীতি দিয়ে দেশের কি কোনো উপকার হবে? এর জবাব ওই প্রশ্নটির ভিতরেই রয়ে গেছে। এই রাজনীতির দ্বারা দেশের কোনো উপকার হয়নি, হবেও না। বরঞ্চ দুর্দশা বাড়বে, যেমনটা বাড়ছে। এই রাজনীতি পুরোনো ও অতীতের নির্ভেজাল ধারাবাহিক। বহুবার ক্ষমতা বদলেছে, রাজনীতি বদলায়নি। যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাতায়াত করে, তারা নিজেদের স্বার্থ দেখে, দেশের স্বার্থ দেখে না। দেশের সম্পদ যেটুকু আছে সেটা তারা অতিদ্রুত নিজেদের করতলগত করে নিতে চায়। এমনকি বিদেশিদের হাতে তুলে দিতেও বিলম্ব করে না। জনগণের মুক্তির কথা যখন আমরা বলি তখন ওই সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানার প্রশ্নটাই প্রথমে আসে, আসতে বাধ্য। আমাদের দেশ যে দরিদ্র, তার কারণ সম্পদের অভাব নয়। কারণ হচ্ছে সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা না থাকা এবং সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া। দেশের খরচে আমরা মানুষকে শিক্ষিত করি। সেই শিক্ষিত মানুষের স্বপ্ন থাকে বিদেশে যাওয়ার। নয়তো দেশে থেকেই বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করার। এ ক্ষেত্রে যেটা ঘটে তা হলো দেশের খরচে যে দক্ষতা তৈরি হয়, তা দেশের কাজে লাগে না, ব্যয় হয় বিদেশিদের সম্পদ উৎপাদনে। তার চেয়েও যেটা নিষ্ঠুর, তা হলো দেশের বন্দর, ভূমি, খনিজ সম্পদ বিদেশে চলে যাওয়া।

যাকে আমরা পরাধীনতা বলে জানি, তার ভিতরকার মূল ব্যাপারটাই ছিল আমাদের সম্পদের ওপর বিদেশিদের কর্তৃত্ব। সাম্রাজ্যবাদীরা এ দেশে কর্মচারী, চাকরবাকর, দালাল ইত্যাদি তৈরি করেছে। উদ্দেশ্য এদের সাহায্যে এখানে যে সম্পদ রয়েছে তা দখল করা। কাজটা পাঠান ও মোগলরা করেছে, পরে ইংরেজরা করেছে আরও জোরেশোরে। পাঠান ও মোগলদের পাচার করা সম্পদ তবু উপমহাদেশের ভিতরেই রয়ে গেছে। ইংরেজরা তা নিয়ে গেছে নিজেদের দেশে। খনিজ সম্পদ উত্তোলন, কলকারখানা স্থাপন, যান্ত্রিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তোলা, এমনকি একসময়ে নীল, পরে পাট ও চা-এর উৎপাদন, সবকিছুর মালিকানা ইংরেজ শাসকদের হাতেই ছিল। এবং জাহাজ ভর্তি করে তারা সোনাদানা থেকে শুরু করে কত যে অর্থ ও বিত্ত পাচার করেছে তার হিসাব বের করা কঠিন। ফলে তারা যে পরিমাণে ধনী হয়েছে আমরা ঠিক সেই পরিমাণেই নিঃস্ব হয়েছি। তাদের দেশে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে এবং আমরা পরিণত হয়েছি তাদের আটকে পড়া ক্রেতায়।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল কারণ ছিল সম্পদের ওই মালিকানাই। ইংরেজের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, তথাকথিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রেও তাই ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব পূর্ববঙ্গবাসীর ছিল না, কর্তৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের। আমরা বলেছিলাম, এ দেশে যা কিছু আছে তা আমাদেরই থাকবে। ওই দাবির ব্যাপারে বাঙালিদের দৃঢ়তা দেখেই পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী ক্ষেপে গিয়েছিল এবং গণহত্যা শুরু করেছিল। নইলে বাঙালিদের সঙ্গে ওই রকমের বিপজ্জনক খেলায় তারা মত্ত হতে যাবে কেন? যুদ্ধ শেষে আমরা জয়ী হয়েছি সত্যি, কিন্তু দেশের সম্পদের ওপর দেশবাসীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি? না, হয়নি। আর সেজন্যই তো বলতে হয় যে আমরা এখনো মুক্তি পাইনি। সামাজিক সম্পত্তি ক্রমাগত ব্যক্তিমালিকানায় চলে যাচ্ছে। কলকারখানা ব্যক্তিগত হয়ে গেছে এবং যাচ্ছে। সবচেয়ে মারাত্মক যে বিপদ, তা হলো দেশের সম্পদ বিদেশিদের হাতে চলে যাওয়াটা। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন শাসক শ্রেণি রুখে দাঁড়াবে কি, উপরন্তু বিদেশিদের সাহায্য করছে। এটাই হচ্ছে আমাদের ক্ষমতাসীন সরকারের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। আর এটা তারা করছে নিজেদের স্বার্থে। বিদেশিদের কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া যায়, তাতেই তাদের লাভ। এবং সেই লাভটাকে বিদেশে গচ্ছিত রাখাটাই নিরাপদ-এই হচ্ছে তাদের নীতি। তাদের এই নীতিকে নীতিবিগর্হিত বলার আবশ্যকতা দেখি না। একে দেশদ্রোহ বলাই যথেষ্ট। স্পষ্টতই এরা মনে করে যে বাংলাদেশের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তাই অতিদ্রুততায় যতটুকু হস্তগত করা যায়, সেটুকুই লাভ। বহুজাতিক কোম্পানিগুলো যত না তৎপর এদের তৎপরতা তার চেয়ে বেশি। আগামী নির্বাচনের পর কী হবে, সেটা অনিশ্চিত। তাই হস্তগত করার কাজটা এখনই করতে হবে। মনোভাবটা এই রকমের।

রাষ্ট্র যখন আছে, তখন রাজনীতি থাকবেই এবং আছেও। অতীতে দেখা গেছে-অবৈধ পথে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ফেলেন, *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.
জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক
পবিত্র
কোরআন তেলাওয়াত
প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফাইনাল
ইফতার ও দোয়া মাহফিল
২২
ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার
GULSHAN TERRACE
59-15 37th Ave
Woodside, NY 11377
ফাইনাল রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারী, রোববার, দুপুর ১:৩০ মিনিট থেকে। নির্ধারিত সময়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ সকল প্রতিযোগীদের উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।
আসসালামু আলাইকুম
সম্মানিত সুধী, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক-এর আয়োজনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের ছেলে ও মেয়েদের জন্য আয়োজিত কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার ফাইনাল ও ইফতার এবং দোয়া মাহফিলে সকল জালালাবাদবাসী সহ প্রবাসীদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
উপ-কমিটি
শামীম আহমেদ
আহ্বায়ক
৩৪৭-৬৩৬-৫১৫৩
মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার
প্রধান সমন্বয়কারী
৬৪৬-৩৫৯-৪৮৭৩
মোঃ ফজল খান
সদস্য সচিব
৬৩১-৫০৭-৯৪২১
সদস্যঃ মোহাম্মদ আলীম, হোসেন আহমদ, মান্না মোনতাসির, আব্দুল আজিজ, হুমায়ূন কবির সোহেল
আমন্ত্রণে
বদরুল খান
সভাপতি (৬৪৬)৮২৪-৪৮১৪
রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক (৯১৭) ৩৬২-২৪৪২
মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা) • শামীম আহমেদ, সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা) • মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার, সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ) • মোঃ জাবেদ উদ্দীন, সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার) • মোহাম্মদ আলিম, কোষাধ্যক্ষ • মোঃ জিল্লুর রহমান খান, সাংগঠনিক সম্পাদক • ফয়ছল আলম, প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক • হোসেন আহমদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক • মান্না মুনতাসির, ক্রীড়া সম্পাদক • বুরহান উদ্দিন, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক • জাহিদ আহমেদ খান, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক • সারা উদ্দিন, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক • আব্দুল আজিজ, কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা) • হুমায়ুন কবির সোহেল, কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা) • দেলোয়ার হোসেন মানিক, কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা) • মোঃ ফজল খাঁন, কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)
বোর্ড অব ট্রাস্টি: কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • নাজমুল হাসান কুবাদ
তিন বিভাগে
কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের জন্য মোট ৬ হাজার ডলারের পুরস্কার।
OUR SPONSOR:
ATHAUR RAHMAN SALIM
AKIB HUSSAIN
(646) 920-4799
SHAMIM AHMED
FAKRUL ISLAM BELWAR
Member NYC
starling diagnostics
আমরা বাংলায় কথা বলি
718-319-1610
EMRAN ESTATES REALTY
EMRAN BHUIYAN
Buy • Sell • Rent
347-261-7671
ZamZam Drugs PHARMACY
আমরা বাংলায় কথা বলি
3105 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
(347) 899-8930
(718) 975-7431
healthfirst
MD TOUHIDUL ISLAM
hf
917-881-7303
ZAKIR CPA PLLC
CPA ZAKIR CHOWDHURY
(929) 207-1516
Eagle
917.362.2442
VNS Health
"কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে সকল অতিথিদের জন্য থাকবে বিশেষ উপহার"
প্রচারে:
ফয়ছল আলম
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক
MEDIA PARTNER
TBN 24
ঠিকানা
AB tv
ব্রডকাস্ট পার্টনার
GRAND SPONSOR:
SHAMSHER ALI
President & CEO
APOLLO INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSU RANCE
EXIT LUXURY INC.
718.472.9800

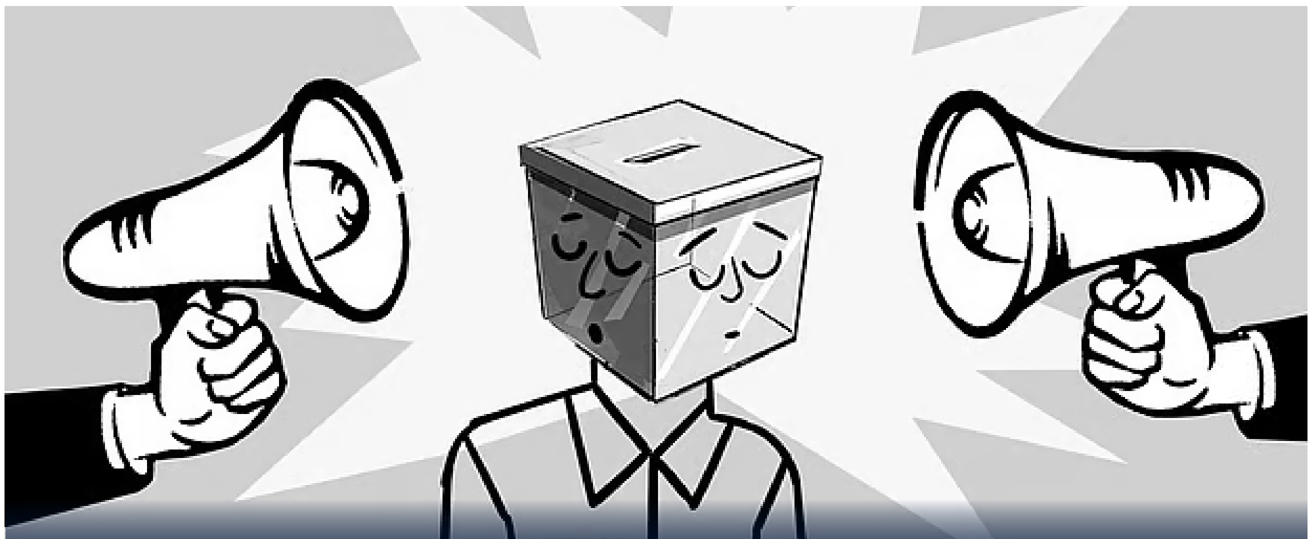

বয়ানের যুদ্ধ: সীমান্ত ছাড়িয়ে অপতথ্যের শিকার বাংলাদেশ

মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান

আজকাল দক্ষিণ এশিয়ার দিকে তাকালে মনে হয়, এখানে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক অস্ত্র কোনো নীতি, সক্ষমতা, ক্ষেপণাস্ত্র বা নিষেধাজ্ঞা নয়ড়সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রটি এখন কিছু গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত বয়ান।

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ যখন জাতীয় নির্বাচনের দিকে এগোচ্ছে, তখন ক্রমশই দেশটি এক ক্রমবর্ধমান তথ্যযুদ্ধের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরের বিবদমান শক্তিগুলোর বাইরেও এই তথ্যযুদ্ধের পেছনে রয়েছে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারত ও পাকিস্তানভিত্তিক গণমাধ্যম ও অনলাইন নেটওয়ার্কগুলো বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, নির্বাচন, নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ নিয়ে একে অপরের বিপরীত, বিভ্রান্তিকর এবং প্রায়ই সূত্র, সত্য ও যাচাইহীন গল্প ও বয়ান ছড়াচ্ছে।

এটি সাধারণ প্রোপাগান্ডা নয়। এটি ক্ষেত্রবিশেষে ফরেন ইনফরমেশন ম্যানিপুলেশন অ্যান্ড ইন্টারফেয়ারেন্স বা বহিঃশক্তির তথ্য বিকৃতি, কারসাজি ও হস্তক্ষেপের শামিল, যা নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং নিজস্ব বয়ান উপস্থাপন ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে।

কেস স্টাডি

ভারতভিত্তিক একটি সংবাদমাধ্যমে গত ডিসেম্বরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে দেখানো হয়েছে ইসলামপন্থী উগ্রবাদের দিকে ঝুঁকে পড়া একটি রাষ্ট্র হিসেবে, যার পেছনে নাকি পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার মদদ রয়েছে। শিরোনাম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্টে সতর্কবার্তা দেওয়া হচ্ছে উগ্রমিলিশিয়া, সন্ত্রাসী অনুপ্রবেশ ও আসন্ন বিশৃঙ্খলা নিয়ে। অথচ এসব দাবির পক্ষে নেই কোনো যাচাইকৃত গোয়েন্দা তথ্য বা সরকারি ভাষ্য। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব গল্পের উৎস অজ্ঞাতনামা সূত্র, প্রান্তিক ওয়েবসাইট কিংবা পুনর্ব্যবহৃত গুজব, যেগুলো পরে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে পক্ষপাতদুষ্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে।

বাংলাদেশে কানাডা সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত ইলেকশন ইন্টিগ্রিটি টাস্কফোর্স বা ইআইটিএফের সিচুয়েশন রুম প্রায় ২৭টি অনলাইন নিবন্ধ ও অন্তত ৪০টির বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্ট শনাক্ত করেছে, যেগুলো একই ধরনের দাবি করা হয়েছে। এসব আধেয় ফেসবুক, এক্স ও ইউটিউবে ছড়ানো হয়, যার বড় অংশই পরিচিত রাজনৈতিক বা ভুয়া তথ্য ছড়ানো অ্যাকাউন্ট থেকে এসেছে।

ইআইটিএফের একটি কেস বিশ্লেষণে দেখা যায়, নর্থইস্ট নিউজ ছিল এসব দাবির প্রাথমিক উৎস। পরে আইএএনএস ও অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া নিউজসহ অন্যান্য মাধ্যমে, সেগুলো আরও বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

অন্যদিকে পাকিস্তানভিত্তিক কিছু গণমাধ্যম ও কমিউনিটি পেজ একটি ভিন্ন গল্প তুলে ধরছে। সেখানে বাংলাদেশকে কখনো ভারতের গোপন অপারেশনের শিকার, আবার কখনো একটি উদীয়মান মুসলিম ভূরাজনৈতিক জোটের কৌশলগত অংশ হিসেবে দেখানো হচ্ছে। কিছু পাকিস্তানভিত্তিক মিডিয়া দাবি করেছে, বাংলাদেশ নাকি পাকিস্তান, তুরস্ক ও সৌদি আরবের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা জোটে যোগ দিতে যাচ্ছে, যার পক্ষে কোনো সুনির্দিষ্ট বাংলাদেশি নীতিনির্ধারক বা বিশ্বাসযোগ্য কূটনৈতিক সূত্রের উল্লেখ নেই।

এই দুটি কেসের দুটি বয়ান ও গল্পই মিথ্যা। কিন্তু দুটিরই কৌশলগত উদ্দেশ্য রয়েছে বলে মনে করা হয়। এসব গল্প অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হয়, জাতীয়তাবাদী আবেগ উসকে দেওয়া হয় এবং বাংলাদেশকে কখনো নিরাপত্তা হুমকি, কখনো ভূরাজনৈতিক কূটনীতির অর্জন হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক বাস্তবতাড়প্রতিষ্ঠান, নাগরিক ও ভোটের অধিকারড়একটি আঞ্চলিক গল্পযুদ্ধের দাবার ঘুঁটিতে পরিণত হয়।

ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের পর বয়ানযুদ্ধ

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশকে ঘিরে ভারত-পাকিস্তান বয়ানযুদ্ধকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে। গুলির ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই ভারত ও পাকিস্তানভিত্তিক অ্যাকাউন্টগুলো ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ছড়াতে শুরু করে। ভারত ঘেঁষা বয়ানে *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

তুরস্ককে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতির নীরব টানাপোড়েন

আসিফ বিন আলী

বাংলাদেশে যখন বড় পরিসরে মুসলিম বিশ্ব নিয়ে কথা হয়, তুরস্কের নামটা সব সময় আলাদা করে উঠে আসে। তুরস্ক শুধুই আরেকটা ‘বন্ধু রাষ্ট্র’ নয়; আমাদের ইতিহাসের বইপত্র, ধর্মীয় স্মৃতি, জনপ্রিয় সংস্কৃতি আর এখন ক্রমে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আলোচনার ভেতরও সেটি একধরনের ‘ভ্রাতৃ প্রতিম রাষ্ট্র’ হিসেবে থাকে। তাই সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ঘরোয়া রাজনীতিতে তুরস্ককে যেভাবে টানা হচ্ছে, সেটি নিয়ে ঢাকা ও আঙ্কারা দুই পক্ষেরই একটু ভেবে দেখা দরকার।

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের পর আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মোড়। এই ভোটের মধ্য দিয়েই অন্তর্বর্তী সরকারের কাছ থেকে একটি নির্বাচিত রাজনৈতিক সরকারের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার কথা।

মানুষ চায়, বিশ্বাসযোগ্য ভোটের মাধ্যমে একটি বৈধ সরকার। ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ এ নির্বাচন থেকে ছিটকে পড়েছে। ফলে মূল লড়াইটা দাঁড়িয়েছেড়একদিকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন মধ্যপন্থী জোট, যেখানে দুএকটি ইসলামি দলও আছে; অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী ও বিভিন্ন ইসলামি দল নিয়ে গড়া ইসলামি জোটের মধ্যে, যেখানে মধ্যপন্থী দলও আছে। ২০২৪ সালের শেষ আর ২০২৫ সালে করা বিভিন্ন জরিপের ইঙ্গিতওড়সম্ভাব্য আসনে বিএনপি জোট এগিয়ে; কিন্তু ইসলামি শিবিরও ধারাবাহিকভাবে শক্তি বাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি ৫৪ বছর ধরে মূলত তিনটি শিবিরকে ঘিরে ঘুরছেড় বাঙালি জাতীয়তাবাদী শিবির, যার ঐতিহাসিক বাহক আওয়ামী লীগ; মধ্যপন্থী বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী শিবির, যার প্রতিনিধিত্ব করে বিএনপি; আর ইসলামপন্থী শিবির, যেখানে জামায়াত ও অন্য ইসলামি দলগুলো। মতাদর্শ, ইতিহাস আর জাতীয়তাবাদের ধরন, এসব ক্ষেত্রে পার্থক্য স্পষ্ট; কিন্তু একটি জায়গায় তিন শিবিরেরই অভ্যাস প্রায় একড়পররাষ্ট্র সম্পর্ককে ঘরোয়া রাজনীতির কাজে লাগানো।

বাংলাদেশে একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রশ্নকে ব্যবহার করেছে নিজেদের সমর্থকগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট রাখতে এবং সমালোচকদের কোণঠাসা করতে। অন্যদিকে ইসলামি দলগুলো ক্রমেই বেশি করে তুলে ধরছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা, যেন বোঝানো যায় ‘ভ্রাতৃরাষ্ট্রগুলো’ তাদের পেছনে আছে। ফলে পররাষ্ট্রনীতি পরিণত হচ্ছে প্রচারের ভাষায়, পোস্টার-ব্যানারের স্লোগানে।

স্বল্প মেয়াদে এটি রাজনৈতিকভাবে সুবিধা দিতে পারে। দলগুলো সহজেই সমর্থকদের বলতে পারে, ‘দেখুন, আমরা একা নই, আমাদের পাশে বড় বড় বন্ধুরাষ্ট্র আছে।’ কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদে এর বিপদ মারাত্মক। এতে একদিকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সম্পর্ক জটিল হয়; অন্যদিকে সেই বন্ধুরাষ্ট্রগুলোর নামও ধীরে ধীরে বিতর্কিত হয়ে ওঠে।

ভারতের উদাহরণটা খুবই পরিষ্কার। দেশের ভেতর দলীয় প্রতীক হিসেবে ভারতের নামকে বারবার ব্যবহার করার ফলে সমাজের একটি বড় অংশে শক্ত ভারতবিরোধিতা মনোভাবও তৈরি হয়েছে। এখন বাণিজ্য, পানি ভাগাভাগি বা সীমান্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে সহযোগিতা করতে গেলেই সেই মনোভাব দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। আজকের আশঙ্কা, কোনো কোনো রাজনৈতিক দল তুরস্কসহ অন্য মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর নাম নিয়েও একই পথ ধরতে চাইবে কি না।

তুরস্কের অবস্থান কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের মনে কোনো আঞ্চলিক ‘বড় ভাই’ রাষ্ট্রের মতো নয়। ভৌগোলিক দূরত্ব আছে, আবেগের দূরত্ব নেই। খেলাফত তুলে দেওয়ার প্রশ্নে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অটোমান তুরস্ককে অপমান করছিল, তখনই বাংলার মুসলমানরা খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান পরিষ্কার করেছিল। তারা তখন ব্রিটিশের প্রজা; কিন্তু হৃদয় ছিল ইস্তাম্বুলের পক্ষে।

তারও আগে শত শত বছর ধরে তুর্কি ও তুর্কিক বংশের সুফি সাধক, ব্যবসায়ী আর সেনারা হিন্দুকুশ পেরিয়ে উত্তর ভারত ঘুরে বাংলার বদ্বীপে এসে বসতি গড়েছেন। তাঁদের হাত ধরে গড়ে উঠেছে আমাদের অনেক ধর্মীয় অনুশীলন, খাবারের ধরন, এমনকি নৈতিক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799 347-621-6640

NY HOME CARE
Get paid to take care of your loved ones

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us 718-874-0047 Email: info@yourdreamhomecare.com

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
• আমরা কোনো ফি নেই না।
• আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
• কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office: 168-25A Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (718) 725-1332, (718) 971-0054	**Jamaica Office:** 168-47 Hillside Ave, 2nd Floor Jamaica, NY 11432 (929) 400-4785, (718)874-0047	**Sutphin Branch** **Mohammad Khair**(Director) 97-01 Sutphin, Blvd Jamaica NY 11435 (929)-225-0746, (718) 755-0153 (718) 718-874-0047	**Ozone Park Office** 7721-101 Ave. Ozone Park New York 11416 (718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office 720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208 (646) 500-1657, (718)874-0047	1088 Liberty Avenue, Brooklyn NY 11208 (929) 283-8432	**Fulton Office:** 584 Nostrand Ave. NY 11216 (646) 5001657	**Bronx Office** 2140 Starling Ave. Bronx, NY 10462 917-391-4841, 718-874-0047 (Office) Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza 3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215 (347) 357-4252, (347) 520-9699	**Buffalo Office:** 1155 Broadway Buffalo, NY 14212 (347) 335-3617, (718) 874-0047	1299 Harlam Road Buffalo, NY 14094 (716) 400 1446	**Albany Office** 114 Quail St. Albany, NY 12203 518-379-5496, 518-243-9096 718-864-2061

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন

যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002

BRONX 718-822-1081 | JAMAICA 347-644-5150 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

KT
KHAN'S
TUTORIAL
MARCH SAT PREP
Enroll Now & Get Up To
$400 OFF
ALL SIGNATURE SAT PACKAGES!
Sale ends Sunday January 25th, 2026
Grade 10 & 11 Students
NYU
MACAULAY
HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA
UNIVERSITY
Northeastern
University
Northwestern
University
RIT
Penn
THE CITY
UNIVERSITY
OF
NEW YORK
BINGHAMTON
UNIVERSITY
Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণে কী খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: শরীর সুস্থ রাখতে সব ধরনের ভিটামিন ও খনিজ খুবই জরুরি। তার মধ্যে ম্যাগনেশিয়ামও রয়েছে। এই খনিজ শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে, স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়াতে বেশ কার্যকর। শরীরে এই খনিজের ঘাটতি থাকলে অনেক সময় মানসিক অবসাদেও ভুগতে হয়। অনেকেই ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণে নিয়মিত সাপ্লিমেন্ট খান। চাইলে অনেক খাবারের মাধ্যমেই ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণ করা যায়। সাধারণত প্রতিদিন এক মুঠো কাঠবাদাম খেলেই ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণ হবে। এক মুঠো কাঠবাদামে প্রায় ৮০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। এছাড়াও কয়েক ধরনের খাবারে এই পুষ্টি পাওয়া যায়।

কুমড়োর দানা : ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি পূরণে এক চামচ কুমড়োর দানা খেতে পারেন। মাত্র ৫০ গ্রাম কুমড়োর দানায় ১৩১ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়, যা কাঠবাদামের চেয়ে দ্বিগুণ। তা ছাড়া এই বীজে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট পাওয়া যায়, যা হৃৎপিণ্ড ও মেটাবলিক স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য।

পালংশাক : পালংশাকে ম্যাগনেশিয়ামের পাশাপাশি আয়রন, ক্যালশিয়াম এবং অন্যান্য ভিটামিন পাওয়া যায়। এক কাপ রান্না করা পালংশাকে প্রায় ১৫৭ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

কালো রাজমা : যে কোনও ধরনের রাজমা, ডাল স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। তবে ম্যাগনেশিয়ামের ঘাটতি মেটাতে কালো রাজমা খেতে পারেন। এক কাপ রান্না করা কালো রাজমার মধ্যে ১২০ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তা ছাড়া রাজমায় কাঠবাদামের মতো প্রোটিনও পাওয়া যায়।

ডার্ক চকোলেট : ১ আউন্স বা ২৮ গ্রাম ডার্ক চকোলেটের মধ্যে ৬৫ মিলিগ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। তাই আমন্ড ও ডার্ক চকোলেট একসঙ্গে খেতে পারেন।

ওটস : রোজ এক বাটি করে ওটস খেতে পারেন। এক কাপ রান্না করা ওটসের মধ্যে ৫৭-৬০ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম থাকে। ওটসের সঙ্গে আমন্ড, কুমড়োর দানা ইত্যাদি মিশিয়ে খেলে ম্যাগনেশিয়ামের পরিমাণও বাড়বে। তা ছাড়া এই খাবার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

খালি পেটে অ্যালোভেরা জুস খেলে যেসব উপকার মিলবে

পরিচয় ডেস্ক:অ্যালোভেরার পুষ্টিগুণের কথা কমবেশি সবারই জানান। এই পাতার রসে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যা শরীরের অনেক উপকার করতে পারে। এটি নানা ধরনের ভিটামিনে ভরপুর। তাছাড়া এতে প্রচুর পরিমাণে খনিজও রয়েছে। এ কারণে নিয়মিত এই রস খেলে নানা উপকার হতে পারে।

অনেকের হয়তো জানা নেই, এই রস থেকে সবচেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায়,যদি এটি খালি পেটে খাওয়া যায়। এতে শরীরের বহু সমস্যার সমাধান হয়। জেনে নিন কীভাবে বানাবেন এই জুস-

অ্যালোভেরা গাছ থেকে পাতার অংশ ভেঙে নিন। এর মধ্যে থেকে জেলে বের করে নিন। সেটি ঘরের তাপমাত্রার পানির সঙ্গে মিশিয়ে নিন। এতে অল্প পরিমাণে পাতি লেবু মিশিয়ে নিতে পারেন। তার পরে সেই জুসটি একদম খালি পেটে সকালে খেয়ে নিন। এতে নানা ধরনের উপকার হবে। যেমন-

অ্যালোভেরায়ে পলিফেনলস নামে একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। এই উপাদান শরীরে জমা দূষিত পদার্থ বা টক্সিন সহজে পরিষ্কার করে দেয়। ফলে ওজন কমে, রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়ে। যারা হজমের সমস্যা ভুগছেন তারা নিয়মিত অ্যালোভেরা জুস খেতে পারেন। এতে এমন কিছু উপাদান রয়েছে, যেগুলি পেটের জন্য উপকারি ব্যাকটিরিয়ার পুষ্টিতে সাহায্য করে। ফলে হজম ক্ষমতা বাড়ে।

কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকলে সকালে খালি পেটে অ্যালোভেরার জুস খেতে পারেন।

হলুদের সঙ্গে কোন উপাদান মিশিয়ে খাওয়া উপকারী

পরিচয় ডেস্ক: অনেকেই প্রতিদিন সকালে কাঁচা হলুদ খান। কেউ আবার হলুদের গুঁড়া খান। পেটের সমস্যা দূর করতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হলুদের জুড়ি নেই। অনেকেরই অভিযোগ হলুদ খাওয়ার পরেও উপকারিতা পাচ্ছেন না। সেক্ষেত্রে কীভাবে হলুদ খাওয়া উপকারী হবে?

কারকিউমিনে ভরপুর হলুদ : হলুদের মধ্যে কারকিউমিন যৌগ রয়েছে, যার মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান আছে। বিপাক ক্রিয়া উন্নত করতে সাহায্য করে হলুদ। তবে সঠিক উপায়ে হলুদ না খেলে কোনও উপকারিতা পাওয়া যায় না। হলুদে যে পরিমাণ কারকিউমিন রয়েছে, যার মাত্র ১ শতাংশ আমাদের শরীর শোষণ করতে পারে। তাই উপকারিতাও মেলে না ঠিক ভাবে।

শুধু হলুদ খেলে গুণ মিলবে না : অনেকেরই হওয়া জানা নেই, কাঁচা হলুদ খান বা গুঁড়ো হলুদ, তার সঙ্গে গোলমরিচ খাওয়া জরুরি। গোলমরিচের মধ্যে পাইপেরিন নামের একটি যৌগ রয়েছে। এই যৌগটি কারকিউমিন শোষণের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। ভারতীয় পুষ্টিবিদ ডা. পূজা রেড্ডি তার ইনস্টাগ্রামে জানিয়েছেন, হলুদের সঙ্গে গোলমরিচ খেলে হলুদের কার্যকারিতা বাড়ে। গোলমরিচ কারকিউমিন শোষণের ক্ষমতা প্রায় ২ হাজার গুণ বাড়িয়ে দেয়।

ফ্যাটও রাখতে পারেন হলুদের সঙ্গে : কারকিউমিন ফ্যাট দ্রবণীয়। পানির বদলে ফ্যাটজাতীয় উপাদানের সঙ্গে তাড়াতাড়ি মিশে যায়। তাই হলুদের সঙ্গে ঘি খেতে পারেন। এটিও হলুদের মতোই স্বাস্থ্যকর।

কিডনির পাথর গলে যাবে যে পাতার রসে

পরিচয় ডেস্ক: তুলসী সবুজ রঙের গুল্মজাতীয় একটি উপকারী উদ্ভিদ। এ গাছের পাতায় বহু রোগ সারানোর উপকারী গুণ রয়েছে।
তুলসীপাতার রস বা চা প্রতিদিন একগ্লাস করে পান করলে, আমাদের কিডনিতে পাথর হওয়ার শঙ্কা কমে যায়।
আর যদি কিডনিতে পাথর জমে তাহলে তুলসী পাতার রস টানা ৬ মাস পান করলে সেই তা গলে প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।
এছাড়া সর্দি, কাশি, কৃমি, প্রস্রাবে জ্বালা কমায়, হজমকারক ও কফ গলাতে দারুণ কাজ করে তুলসীপাতা। এটি ক্ষত সারাতে এন্টিসেপটিক হিসেবেও কাজ করে। তুলসিপাতা দিয়ে চা ও মিশ্রণ তৈরির কয়েকটি প্রস্তুত প্রণালী পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হলো:
তুলসী পানি :
উপকরণ : দুই কাপ পানি ও কয়েকটি পাতা।
প্রস্তুত প্রণালী : একটি পাত্রে দুই কাপ পানি নিন। এর সঙ্গে কয়েকটি তুলসিপাতা সিদ্ধ করুন। ফুটে উঠলে নামিয়ে পান করতে পারেন।
এই মিশ্রণটি গলা ব্যথা ও খুসখুসে কাশি কমিয়ে আপনাকে আরাম দেবে।

কাশি কমায় আদা, জেনে নিন এর আরো ৫টি গুণ

পরিচয় ডেস্ক: কমবেশি সবার রান্নাঘরেই থাকে আদা। রান্নার স্বাদ বাড়াতে মসলা হিসেবে এর ব্যবহার বেশি হলেও আদা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ, তা অনেকেই জানেন। নিয়মিত আদা খেলে শরীরের নানা উপকার হয়। এ কারণে বিশেষজ্ঞরাও খাদ্যতালিকায় আদা রাখার পরামর্শ দেন।
আদা খেলে কী কী উপকার পাওয়া যায়ড়জেনে নেওয়া যাক।
প্রদাহ কমাতে সহায়ক : আদায় রয়েছে ‘জিঞ্জেরল’ নামের একটি উপাদান, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই উপাদান প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। ফলে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি রোগের ঝুঁকিও কিছুটা কমে।
বমি ভাব কমায় : বমি বা বমি বমি ভাব হলে আদা বেশ কার্যকর। এ সময় মুখে অল্প একটু কাঁচা আদা রাখলে আরাম পাওয়া যায়। এতে বমি ভাব কমে এবং স্বস্তি আসে।
অ্যাসিডিটি ও গ্যাসের সমস্যা কমায় : পেটের নানা সমস্যা দূর করতে আদার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। নিয়মিত আদা খেলে গ্যাস ও অ্যাসিডিটির সমস্যা কমতে পারে। গ্যাস্ট্রিকজনিত অস্বস্তিও অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে থাকে।
হৃদ্‌স্বাস্থ্যে উপকারী : হার্ট ভালো রাখতেও আদার উপকারিতা রয়েছে। এটি রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে। তাই হৃদ্‌স্বাস্থ্য ভালো রাখতে খাদ্যতালিকায় আদা রাখা যেতে

প্রতিদিন সকালে ডিম খেলে যে যে উপকার

পরিচয় ডেস্ক: সুস্থ থাকতে সকালের নাশতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকালের নাশতায় একটি বা দুটি ডিম শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। ডিমে থাকা প্রোটিন, ভিটামিন, মিনারেল ও স্বাস্থ্যকর চর্বি দিনের কাজে শক্তি জোগায় এবং মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায়। পুষ্টিবিদদের মতে, সকালের খাবারে ডিম থাকলে শরীর পায় প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও নানা গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী এই খাবারটি প্রতিদিন সকালে খাওয়ার রয়েছে একাধিক পুষ্টিগুণ। চলুন জেনে নেওয়া যাক প্রতিদিন সকালে ডিম খাওয়ার উপকারিতা:

১. উচ্চমানের প্রোটিনের উৎস : ডিমে রয়েছে সম্পূর্ণ প্রোটিন, যা পেশি গঠন ও শরীরের ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে। সকালে ডিম খেলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা থাকে।
২. ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক : প্রোটিনসমৃদ্ধ খাবার হজম হতে সময় নেয় তাই ডিম ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করে। ফলে অতিরিক্ত খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হয়।
৩. মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়ায় : ডিমে থাকা কোলিন মস্তিষ্কের স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়াতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থী ও কর্মজীবীদের জন্য এটি বেশ উপকারী।
৪. চোখের যত্নে কার্যকর : লুটেইন ও জিয়াজ্যানথিন নামের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়তা করে এবং বয়সজনিত দৃষ্টিশক্তি দুর্বলতার ঝুঁকি কমায়।
৫. শক্তি ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি : ডিমে থাকা ভিটামিন বি১২ ও রিবোফ্লাভিন শরীরে শক্তি জোগায় এবং দিনের কাজের জন্য আপনাকে রাখে চাঙা।
৬. হাড় ও পেশি মজবুত করে : ডিমে আছে ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম, যা হাড়কে শক্তিশালী করে।

কাসুন্দি মুরগি

পরিচয় ডেস্ক: কেমন যেন শোনাচ্ছে তাই না? কারণ, কাসুন্দি দিয়ে মুরগির মাংস কেমন হবে খেতে, সেটাই হয়তো ভাবছেন। তবে হ্যাঁ, রেঁধে দেখতেই পারেন।

উপকরণ : মুরগির মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজ ২টি মাঝারি সাইজের, টক দই ৩ টেবিল চামচ, কাসুন্দি ৩ টেবিল চামচ, কালো শর্ষেবাটা ১ টেবিল চামচ, হলুদ শর্ষে ১ টেবিল চামচ, পোস্ত ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চাচামচ, রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৪৫টা, হলুদগুঁড়া আধা চাচামচ, মরিচগুঁড়া ১ চাচামচ, পোস্তদানা ২ চাচামচ, কালোজিরা ১/২ চাচামচ, শর্ষের তেল আধা কাপ, চিনি সামান্য, লবণ স্বাদমতো

প্রণালি: প্রথমে ব্লেন্ডারে পোস্ত, হলুদ ও কালো শর্ষে আর ২টি কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে পেস্ট করে নিতে হবে। এরপর মুরগির মাংসের সঙ্গে আদা ও রসুনবাটা, টক দই, পোস্ত, হলুদ ও কালো শর্ষে আর কাঁচা মরিচের পেস্ট, লবণ এবং সামান্য শর্ষের তেল দিয়ে মাখিয়ে আধা ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখতে হবে।

এবার চুলায় একটি প্যান বসিয়ে তাতে শর্ষের তেল দিয়ে কালোজিরা আর কয়েকটি কাঁচা মরিচ দিয়ে একটু ভেজে নিয়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে ২ মিনিট নাড়াচাড়া করতে হবে। পেঁয়াজকুচি হালকা বাদামি হলে তাতে হলুদ ও মরিচগুঁড়া, আদা ও রসুনবাটা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঢেকে দিতে হবে।

এবার ঢাকনা উঠিয়ে নেড়ে ম্যারিনেট করা মাংস দিয়ে কষিয়ে ঢাকনা ঢেকে দিতে হবে। ২৩ মিনিট হওয়ার পর ঢাকনা খুলে কাসুন্দি দিয়ে আবার কিছুক্ষণ কষিয়ে চুলার আঁচ হালকা করে রেখে দিতে হবে। ৫৬ মিনিট এভাবে রান্না হয়ে যাওয়ার পর ঢাকনা খুলে সামান্য চিনি আর সামান্য শর্ষের তেল দিয়ে ঢেকে ২ মিনিট রেখে নামিয়ে নিতে হবে। তারপর গরম ভাতের সঙ্গে কাসুন্দি মুরগি পরিবেশন করতে হবে।

নিরামিষ মাংস

পরিচয় ডেস্ক: নিরামিষ মাংস মূলত পেঁয়াজ ও রসুন ছাড়া রান্না করা হয়। একটি সাধারণ নিরামিষ মাংস রেসিপিতে মাংসের সঙ্গে আদাবাটা, টমেটো, বিভিন্ন গুঁড়ামসলা যেমন হলুদ, জিরা, ধনে, মরিচ এবং গরমমসলা ব্যবহার করা হয়, যা স্বাদে একটি বিশেষ সৌরভ ও স্বাদ এনে দেয়।

উপকরণ: খাসী অথবা গরুর মাংস প্রয়োজনমতো, আদাবাটা, টমেটোকুচি, হলুদের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনেগুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, গরমমসলার গুঁড়া, তেজপাতা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, লবণ ও চিনি স্বাদমতো
শর্ষের তেল বা সাদা তেল প্রয়োজনমতো

প্রণালি : মাংস ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংসের সঙ্গে আদাবাটা, হলুদের গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, ধনেগুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, লবণ ও অল্প তেল মাখিয়ে অন্তত ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করে রাখুন।

একটি কড়াইতে তেল গরম করে তেজপাতা ও গরমমসলার (এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি) ফোড়ন দিন। মসলা থেকে সুগন্ধ এলে টমেটোকুচি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার ম্যারিনেট করা মাংস কড়াইতে দিয়ে মাঝারি আঁচে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করুন। মাংস কষাতে কষাতে এতে প্রয়োজনমতো লবণ ও চিনি যোগ করুন। মাংস থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাঝেমধ্যে ঢাকনা খুলে নেড়ে দিন এবং মাংস সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। সবশেষে গরমমসলার গুঁড়া ছড়িয়ে নামিয়ে নিন। এভাবে নিরামিষ মাংস রান্না করে পূজা স্পেশাল হিসেবে উপভোগ করতে পারেন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশ বরিশালি

পরিচয় ডেস্ক: ইলিশের এটি একটি ঐতিহ্যবাহী পদ। ঠিকঠাকমতো রাঁধতে পারলে স্বাদ হবে দারুণ।

উপকরণ: ইলিশ মাছ ৫৭ টুকরা, সরষেবাটা ১ টেবিল চামচ, পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ, কাঁচামরিচ ৪৫ টা, নারিকেলবাটা আধাকাপ, টকদই ২ টেবিল চামচ, চিনি ১ চাচামচ, হলুদ গুঁড়া ১ চা চামচ, মরিচ গুঁড়া ১ চাচামচ, জিরা গুঁড়া ১ চাচামচ, কালো জিরা আধা চাচামচ, লবণ স্বাদমতো, সরষের তেল পরিমাণমতো

প্রণালি : ইলিশ মাছের টুকরাগুলো ভালোভাবে ধুয়ে হলুদ গুঁড়ো ও লবণ দিয়ে মেখে কিছুক্ষণ রেখে দিন। সরষে ও পোস্ত একসঙ্গে সামান্য লবণ দিয়ে বেটে নিন। নারিকেল মিহি করে বেটে নিন। এর সঙ্গে দুই তিনটা কাঁচামরিচও বেটে নিতে পারেন ঝাল পছন্দ করলে। এবার একটি কড়াইতে সরষের তেল গরম করুন। তেল গরম হলে কালোজিরা ফোড়ন দিন। এরপর পেঁয়াজকুচি দিয়ে সোনালী হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এবার সরষেবাটা, পোস্তবাটা, নারিকেলবাটা দিয়ে হালকা নাড়াচাড়া করুন।

হলুদ গুঁড়া, জিরা গুঁড়া এবং ধনে গুঁড়া দিয়ে ভালোভাবে মেশান। এবার টক দই দিন। সব মশলা কষানোর জন্য সামান্য পানি দিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে ইলিশ মাছের টুকরাগুলো দিয়ে দিন। মাছের টুকরাগুলাকে মশলার সঙ্গে আলতোভাবে কষিয়ে নিন। এরপর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে ঢেকে দিন। মাছ সিদ্ধ হয়ে গেলে এবং ঝোল ঘন হয়ে এলে চিনি ও কাঁচা মরিচের ফালি ও ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিন। এবার গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ঐতিহ্যবাহী ও মজাদার ইলিশ বরিশালি।

চিংড়ি মাছের মালাইকারি

পরিচয় ডেস্ক: গরম ভাত অথবা পোলাওয়ের সাথে অতি সুস্বাদু একটি পদ চিংড়ী মাছের মালাইকারী।

উপকরণ: বাগদা চিংড়ি ৪০০ গ্রাম, পেঁয়াজকুচি ২টি, আদা রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, নারকেলবাটা ৪-৫ টেবিল চামচ, পোস্তবাটা ১ টেবিল চামচ, নারকেলের দুধ ১ কাপ, গুঁড়া দুধ ১ টেবিল চামচ, শুকনা মরিচের, গুঁড়া ১ চাচামচ, টমেটো পিউরি ১/২ কাপ, আস্ত জিরা ১ চাচামচ, শুকনা মরিচ আস্ত ১টা, দারুচিনি ১ টুকরা, বড় এলাচ ১টি, লবঙ্গ ৩টি, হলুদ গুঁড়া ১ চাচামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১/২ চাচামচ, স্বাদ অনুযায়ী, লবণ ও চিনি পরিমাণমতো তেল ও ঘি

প্রণালি : মাছ ধুয়ে পরিষ্কার করে লবণ হলুদ মাখিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে নিন। এবারে ওই একই কড়াইয়ে আর একটু তেল আর ঘি দিয়ে আস্ত জিরা, গরমমসলা, তেজপাতা ও শুকনা মরিচ দিয়ে ফোড়ন দিন। একে একে পেঁয়াজবাটা, আদাবাটা, রসুনবাটা, দিয়ে ভালো করে ভাজুন। মসলার পানি শুকিয়ে এলে লবণ, হলুদ, মরিচের গুঁড়া আর টমেটো পিউরি দিয়ে কষিয়ে নিন। এবার নারকেল কোরা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। ভেজে রাখা মাছ দিন এবং হালকা হাতে মসলা মিশিয়ে নিন। নারকেলের দুধের মধ্যে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে ভালো করে ফেটিয়ে নিন। এই মিশ্রণ কড়াইয়ে ঢেলে দিয়ে আঁচ কমিয়ে রান্না করুন। মাছ সেদ্ধ হয়ে গেলে চিনি, ঘি ও গরমমসলা দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

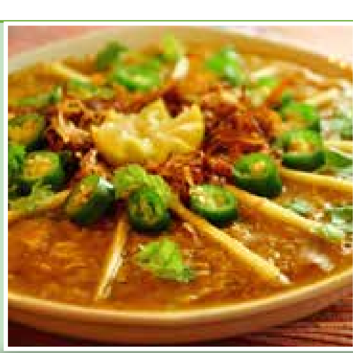
ঘরোয়া স্পেশাল কাচ্চি বিরিয়ানি

সুস্বাদু খাবারের ঘরোয়া আয়োজন

G HALAL
Ghoroa
Sweets & Restaurant
the taste of home
www.ghoroa.com, email: ghoroa@yahoo.com
Jamaica Location:
168-41 Hillside Avenue,
Jamaica, NY 11432,
UNDER RENOVATION
Brooklyn Location:
478 McDonald Ave,
Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-438-6001
718-438-6002

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

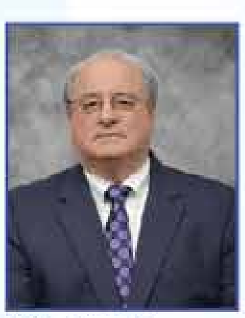

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

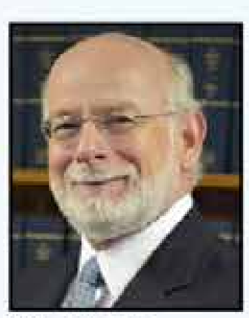

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

তুরস্ককে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতির নীরব

১৬ পৃষ্ঠার পর

ভাষা আর কল্পনার জগৎ। আজকের বাংলাদেশে যেসব দরগাহকে ঘিরে মানুষ ভিড় করে, তাঁদের অনেকেরই তুরস্ক থেকে আসা। সাম্প্রতিক সময়ে তুরস্কের ইতিহাসভিত্তিক টিভি ধারাবাহিকগুলো বাংলাদেশি দর্শকের এক নতুন প্রজন্ম তৈরি করেছে। অনেক তরুণ-তরুণীর কাছে এগুলো একধরনের সমন্বিত অভিজ্ঞতাড়বিশ্বাস, ইতিহাস আর সমকালীন রাজনৈতিক কল্পনা একসঙ্গে চলে।

তুরস্ক এখানে একটি জীবন্ত গল্পের দেশ, যেটি তাদের নিজের অতীতবোধ আর মুসলিম পরিচয়ের মর্যাদাবোধের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে। মজার ব্যাপার হলো, এই ভালোবাসা দলীয় বিভাজনের গণ্ডি পেরিয়ে যায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী, ইসলামপন্থীড়প্রায় সবার মুখে তুরস্কের নাম সাধারণত সম্মান আর স্নেহের সুরেই শোনা যায়।

তুরস্কের সরকারি আচরণও এত দিন ছিল মূলত রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রের সম্পর্কের ফ্রেমে। বন্ধুসুলভ, গঠনমূলক, ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্কড়কিন্তু দলীয় রাজনীতির ভেতরে নাম টেনে আনা নয়। এই কাঠামো অটুট রাখা খুবই জরুরি। কারণ, একবার যদি কোনো দেশের নাম দলীয় রাজনীতির নিত্য ব্যবহৃত উপকরণে পরিণত হয়, তাহলে শুরুতে যে উষ্ণতা থাকে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটিই সহজে ভুলবোঝাবুঝি বা অস্বস্তিতে ঘুরে যেতে পারে।

বাংলাদেশ এখন নির্বাচনের দিকে যাচ্ছে, তাই রাজনৈতিক মেরুকরণ আর উত্তেজনা বাড়বেই। এই সময়ে বিদেশি সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিত, মন্তব্য, অভিযোগ ও প্রত্যাশা জনআলোচনায় আসবেই। এতে স্বল্পমেয়াদে দলীয় উপকার হতে পারে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাড়া মিলতে পারে; কিন্তু যদি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে দলীয় গল্পের ভেতর গুলিয়ে ফেলা হয়, তাহলে দীর্ঘ মেয়াদে সংবেদনশীলতা বাড়ে, বিশ্বাস কমে। তাই আঙ্কারা আর ঢাকার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পথ হলো সহযোগিতাকে পরিষ্কারভাবে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রের স্তরে ধরে রাখা, যেন তা 'কোন দল কার বন্ধু' এই লেন্স দিয়ে দেখার অভ্যাস না গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের দৃষ্টিতে তুরস্ক-বাংলাদেশ সম্পর্কের স্বাস্থ্যকর রূপরেখা খুব সহজড়এই সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হতে হবে, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা দলীয় নেটওয়ার্কভিত্তিক নয়। এখন পর্যন্ত তুরস্ককে বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট দলের 'ঘনিষ্ঠ মিত্র' হিসেবে দেখা হয় না। এই ধারণা অক্ষুণ্ন থাকাই বাঞ্ছনীয়।

সম্ভাবনার ক্ষেত্র কিন্তু অনেক বড়। কঠিন এক দক্ষিণ এশীয় ভূরাজনৈতিক পরিবেশে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ নিরাপত্তা আর অর্থনৈতিক অংশীদারত্বের ক্ষেত্রগুলোকে বৈচিত্র্যময় করতে চাইছে। তুরস্কের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি ইতিমধ্যে নীতিনির্ধারকদের আগ্রহ কেড়েছে। প্রতিরক্ষা ছাড়াও শিল্প বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ, উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় যৌথ উদ্যোগ, বৃত্তি ও একাডেমিক বিনিময়ড়সবই বাস্তবসম্মত ক্ষেত্র।

মানুষে-মানুষে যোগাযোগও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তর। তুরস্কে বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসীরা বাণিজ্য, পর্যটন আর সাংস্কৃতিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে সেতুবন্ধ হতে পারেন। তবে শর্ত হচ্ছেড় বাংলাদেশি প্রবাসী কমিউনিটিকে যেন তুরস্কের মাটিতে বাংলাদেশের দলীয় রাজনীতির নতুন ফ্রন্ট বানানো না হয়। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ তুরস্ককে যেভাবে দেখে, সেটি এখনো বিস্তৃত, শক্তিশালী এবং দলনিরপেক্ষ এক ভালোবাসার জায়গা। এই চরিত্র নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখা সবারই স্বার্থে।

বাংলার যেসব ইতিহাসের পাতাকে আমরা 'অত্যাচারী' কিংবা 'দমনমূলক' অধ্যায় হিসেবে মনে রাখি, সেখানে তুরস্কের নাম নেই; বরং আমাদের স্মৃতিতে তুরস্ক বেশি দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়নের শিকার এক দেশ হিসেবে, আবার একই সঙ্গে মুসলিম প্রতিরোধের প্রতীক হিসেবে। ব্রিটিশ শাসনের প্রজা হয়েও বঙ্গীয় মুসলমানরা একসময় অটোমান খেলাফতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলড়এই স্মৃতিটা আজও টিকে আছে।

এখন স্বাধীন বাংলাদেশ চায় এই আবেগঘন উত্তরাধিকারকে আধুনিক অংশীদারত্বে রূপ দিতে, যেখানে ভিত্তি হবে বাণিজ্য, প্রযুক্তি আর নিরাপত্তা সহযোগিতা; কোনো নির্বাচনী মঞ্চের স্লোগান নয়। এর জন্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের সংযমী রাখতে হবে, তুরস্কের নামকে যেন তারা ভবিষ্যতে প্রচারের পতাকা না বানায়। আর তুরস্কসহ বন্ধুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোকে বাংলাদেশে তাদের উপস্থিতি আরও গভীর করতে হবে; কিন্তু সেটি যেন সব সময় সরকারি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে থাকে ঘরোয়া দলীয় সংঘাতে জড়িয়ে যাওয়া ছাড়াই। তাহলেই তুরস্ক-বাংলাদেশ সম্পর্ক আমাদের ইতিহাসের স্মৃতিকে সম্মান জানিয়ে একই সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্যও স্থিতিশীল এক সেতু হয়ে থাকতে পারবে। আসিফ বিন আলী ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক ও যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ডক্টরাল ফেলো। লেখাটির ইংরেজি সংস্করণ 'আ শেয়ার্ড হিস্টরি, এ কমন ফিউচার' শিরোনামে তুরস্কের থিঙ্কট্যাংক প্রতিষ্ঠান টার্কি রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশে এখন প্রয়োজন জাতীয় ঐক্যে রাষ্ট্র

১৪ পৃষ্ঠার পর

এগুলোকে ভিত্তি ধরে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে আরও শানিত করা সম্ভব। কিন্তু সে লক্ষ্যে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জাতীয় সংসদে ঐকমত্য দরকার হবে।

কারণ কাঠামোগত সংস্কার কখনও একদলীয় সিদ্ধান্তে টেকসই হয় না। নির্বাচন কমিশনের স্বাধীনতা, বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা, প্রশাসনের পেশাদারিত্ব কিংবা দুর্নীতি দমনের মতো বিষয়গুলো দলীয় সুবিধা-অসুবিধার হিসাব দিয়ে সমাধান করা যায় না। এগুলো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রশ্ন।

এই জায়গায় আমাদের একটি বাস্তব শিক্ষা আছে। অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর পূর্ণ সমর্থন থাকার পরও তাদের দক্ষতার ঘাটতি থাকায় তারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে অনেক ভালো উদ্যোগও তারা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এই অভিজ্ঞতার আলোকে আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে ও বিরোধী দলে থাকবে তাদের বুঝতে হবে; ইচ্ছা যথেষ্ট নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিই পরিবর্তনের পূর্বশর্ত, যা অন্তর্বর্তী সরকার আমলাতন্ত্রের বিরোধিতা হিসেবে উল্লেখ করেছিল।

এবারের নির্বাচনে প্রায় চার কোটি তরুণ ভোট দিয়েছে। চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে এই তরুণ প্রজন্ম নানাভাবে রাষ্ট্রের ভালো-মন্দে যুক্ত হয়েছিল। তাদের কেউ কেউ আবার নির্বাচনেও অংশ নিয়েছে। তাদের একটি সত্য মেনে নিতে হবে: গণঅভ্যুত্থান রোমান্টিক হলেও রাষ্ট্র গঠন শ্রমসাধ্য বিষয়। ফলে কথায় কথায় রাস্তায় নেমে আসা, ভীতি ছড়ানো কিংবা নিজেদের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ রাষ্ট্র গড়ার জন্য প্রতিবন্ধক। কারণ রাষ্ট্র গড়তে লাগে আইন, বিধি, প্রশাসন ও কাঠামো। আবেগ দিয়ে পরিবর্তনের সূচনা হলেও তাকে টেকসই করতে হয় ধৈর্য ও নিয়ম মেনে।

তাই নতুন সরকারের সকল পক্ষকে ক্ষমতা প্রদর্শনের চেয়ে ক্ষমতার সীমা নির্ধারণে বেশি মনোযোগী হতে হবে। কারণ প্রকৃত গণতন্ত্রে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ জরুরি। এ ছাড়াও সংসদকে শক্তিশালী করা ও স্থানীয় সরকারের কাজে সংসদ সদস্যদের যুক্ত না করাও খুব দরকারি পদক্ষেপ। আমাদের মনে রাখতে হবে স্বাধীন বিচার ব্যবস্থা, জবাবদিহিমূলক প্রশাসন এবং বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় সরকার ছাড়া প্রকৃত রাষ্ট্র মেরামত সম্ভব নয়।

আরেকটি বিষয় নিয়ে এখনই কথা বলা দরকার। সেটা হলো রাষ্ট্রের বৈশ্বিক পরিচিতি। নতুন সরকারকে দায়িত্ব লাভের শুরুতেই বিগত দিনগুলোতে দীর্ঘদিনের দলীয়করণ ও স্বৈরতান্ত্রিক ভাবমূর্তির কারণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বাংলাদেশের পরিচয় পুনরুদ্ধারে মনোযোগী হতে হবে। বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আস্থা পুনর্গঠন করার জন্য শুধু উন্নয়ন প্রকল্প নয়, কূটনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান দিয়েও বাংলাদেশকে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বিশ্বে সামরিক শক্তিধর বা ধনী দেশের অভাব নেই। কিন্তু মানবিক, শান্তিপ্রিয় ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্রের উদাহরণ বিরল। বাংলাদেশ চাইলে এখানেই নিজের আলাদা জায়গা তৈরি করতে পারে সকল ধর্ম-বর্ণ ও মতের মানুষের সহাবস্থানের ভিত্তিতে একটি মানবিক রাষ্ট্র, শান্তিনির্ভর কূটনীতি এবং দায়িত্বশীল উন্নয়নের মডেল হিসেবে। এটিই হতে পারে আমাদের আগামী দিনের 'সফট পাওয়ার'।

এই ব্র্যান্ডিংয়ের সবচেয়ে বড় ভিত্তি হতে পারে তারুণ্য। বাংলাদেশের তরুণ জনগোষ্ঠীই সবচেয়ে বড় কৌশলগত সম্পদ। সঠিক নীতি ও আন্তর্জাতিক অবস্থান তৈরি করা গেলে এই তরুণরাই বৈশ্বিক শ্রমবাজার, প্রযুক্তি, কূটনীতি ও মানবিক নেতৃত্বে নতুন সুযোগ তৈরি করতে পারে। রাষ্ট্রের নতুন পরিচয় সরাসরি তাদের ভবিষ্যতের সঙ্গে যুক্ত এ কথা আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোকে বুঝতে হবে।

নিবন্ধের শেষে এসে আবারও মনে করিয়ে দিতে চাই, গণঅভ্যুত্থান মানুষের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ছিল কিন্তু রাষ্ট্র গঠন সবসময় সংযমের কাজ। নতুন সরকারকে মনে রাখতে হবে, রাষ্ট্র কোনো একটি দলের নয়; এটি সবার। তাই প্রতিহিংসার পরিবর্তে জবাবদিহি; দমনের পরিবর্তে সংস্কার এবং দলীয়করণের পরিবর্তে পেশাদারিত্বের নীতিতে এগোতে হবে।

সংসদে ঐকমত্য তৈরি, সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবগুলো যাচাই-বাছাই করে বাস্তবায়ন, নির্বাচন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী, বিচার ব্যবস্থাকে স্বাধীন, প্রশাসনকে নিরপেক্ষ এবং শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতে বাস্তব পরিবর্তন আনার মতো কয়েকটি কাজ যদি আগামী পাঁচ বছরে শুরু করা যায়, তাহলেই আজকের নির্বাচন অর্থবহ হবে। অন্যথায় শুধু সরকার বদলাবে, কিন্তু রাষ্ট্র একই জায়গায় রয়ে যাবে। বাংলাদেশের সামনে এখন এক ঐতিহাসিক সুযোগ। এই সুযোগ হাতছাড়া হলে ক্ষতিটা শুধু একটি সরকারের নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের হবে। মোহাম্মদ গোলাম নবী: কলাম লেখক; প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, রাইট টার্ন

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ
বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES

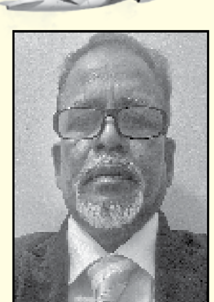

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Emirates ETIHAD AIRWAYS QATAR AIRWAYS KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

Advanced
SENIOR CARE
ADVANCED SENIOR DAY CARE
DAY CARE SERVICE
We have strong connections with MLTC.
Anthem
S W H
Senior Whole Health.
VILLAGECAREMAX
And More
SHAHAB UDDIN SAGOR
MANAGING DIRECTOR
NIMME NAHAR
DIRECTOR
উত্তম সেবাই
আমাদের লক্ষ্য
718 799 1007
• We Provide Transportation for Pick-up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
CONTACT US
daycare@shahabsagor.com
220-05, Jamaica Ave, NY 11428

বয়ানের যুদ্ধঃ সীমান্ত ছাড়িয়ে

১৬ পৃষ্ঠার পর

হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হাদির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে করা একটি কথিত পোস্টকে যুক্ত করা হয়, যেখানে নাকি 'গ্রেটার বাংলাদেশ'-এর মানচিত্রে ভারতের ভূখণ্ড দেখানো হয়েছিল। কিছু গণমাধ্যম ও প্রভাবশালী অ্যাকাউন্ট তাঁকে চরম জাতীয়তাবাদী হিসেবে তুলে ধরে এবং বিদ্রূপ ও আগ্রাসী ভাষায় বিষয়টি ছড়িয়ে দেয়।

এর বিপরীতে পাকিস্তান ঘেঁষা বর্ণনায় হাদিকে 'রাজনৈতিক শহীদ' হিসেবে উপস্থাপন করা হয় এবং হত্যাকাণ্ডের জন্য ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা র-কে দায়ী করা হয়। মুসলিম ঐক্য ও ভারতবিরোধী আবেগকে সামনে রেখে তাঁকে 'গ্রেটার বাংলা' ধারণার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়। এসব আবেগঘন বার্তা প্রবাসী ও ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক নেটওয়ার্কে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

উভয় ক্ষেত্রেই যাচাইহীন দাবি, খণ্ডিত ও অপূর্ণাঙ্গ তথ্য ও সমন্বিত প্রচারণা সত্য নিরূপণের আগেই জনমত গঠনে প্রভাব ফেলে। এই উত্তেজনার বাস্তব প্রভাব দেখা যায় অফলাইনে। হাদির মৃত্যুর পর ঢাকায় প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নিসংযোগ হয়। 'ভারতপন্থী' তকমা দিয়ে এসব হামলায় সাংবাদিকেরা ভবনের ভেতরে আটকা পড়েন। পরে জরুরি বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

প্রভাব বিস্তারের আধুনিক কৌশল

এসব ঘটনা একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। আধুনিক প্রভাব বিস্তারের জন্য আর সেনা বা ভূখণ্ডের প্রয়োজন নেই। অ্যালগরিদম, আবেগ, প্রবাসী নেটওয়ার্ক, ইতিহাসের ক্ষত ও ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বই যথেষ্ট। একটি দেশে ছড়ানো গুজব মুহূর্তেই অন্য দেশে পৌঁছে যায়, অনুবাদ হয়, নতুন মোড় নেয় এবং কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়ফ্যাক্ট চেকাররা পৌঁছানোর আগেই।

এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। অপতথ্য নির্বাচনের প্রতি আস্থা নষ্ট করে, সমাজে মেরুকরণ বাড়ায়, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে বিরোধ তৈরি হলে অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়ায়।

বাংলাদেশের করণীয়

বাংলাদেশ আগেও অপতথ্যের মুখোমুখি হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ের প্রচারণার ব্যাপ্তি ও সীমান্ত ছাড়ানো চরিত্র অভূতপূর্ব। গণতান্ত্রিক পরিসর রক্ষায় স্বাধীন সাংবাদিকতা ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের পক্ষ থেকে জনগণের সঙ্গে দ্রুত ও স্বচ্ছ যোগাযোগ অপরিহার্য। পাশাপাশি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ সংস্থাগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা বাড়াতে হবে।

তবে সবচেয়ে বড় প্রতিরক্ষা হলো নাগরিক সচেতনতা। চাঞ্চল্যকর তথ্য শেয়ার করার আগে থামা, প্রশ্ন করাড়কার লাভ হচ্ছে এই গল্পে বা বয়ানে এবং প্রমাণকে আবেগের ওপরে স্থান দেওয়াই এখন গণতন্ত্র রক্ষার প্রধান হাতিয়ার।

বাংলাদেশের নির্বাচন শুধু ব্যালট বাক্সে নয়। লড়াই হবে নিউজফিডে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে, প্রবাসী ফোরামে ও টেলিভিশনের পর্দায়। ভারত ও পাকিস্তান তাদের ইচ্ছেমতো বাংলাদেশকে নিয়ে বয়ান তৈরির প্রতিযোগিতা করতে পারে; কিন্তু নিজের গল্প বলার, নিজের সত্য বয়ান প্রতিষ্ঠার অধিকার বাংলাদেশের সর্বাগ্রে।

একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হওয়া উচিত তার ভোটারদের হাতে, সীমান্তের বাইরে তৈরি গুজবের মাধ্যমে নয়। এই লড়াইয়ে সত্য শুধু নৈতিক মূল্য নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন। মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক, সাবেক ফুলব্রাইট হিউবার্ট এইচ হামফ্রে ফেলো, ইউনিভার্সিটি অব মেরিল্যান্ড। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

ইতিহাস ক্ষমা করেনি, করবে না

১৪ পৃষ্ঠার পর

তারা প্রথমেই যা বলেন তা হলো-তাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই, এবং তারা অতিদ্রুত নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে অব্যাহতি নেবেন। কিন্তু অবৈধ পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার কাজটা তো নির্জলাভাবেই রাজনৈতিক এবং একেবারে প্রথম দিন থেকেই তারা নতুন রাজনীতি শুরু করেন। দল গড়েন, তাদের পক্ষে কাজ করতে প্রস্তুত এমন লোক খোঁজেন। তাদের উপদেষ্টা বানান, লোকদেখানো সংস্কারের নামে সাধারণ মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং সাজানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিজেদের নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে দেন। সাধারণ মানুষও বিলক্ষণ রাজনীতি বোঝে, রাজনীতিকে তারা বলে পলিটিকস। ওই পলিটিকস কথাটা সবকিছু পরিষ্কার করে দেয়। বোঝা যায় যে পলিটিকস সবখানেই আছে। রয়েছে এমনকি পরিবারের ভিতরেও, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। এসব ছোট ছোট পলিটিকস রাষ্ট্রে যে পলিটিকস চলছে তার মূল্যবোধ দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু ইতিহাস তো এসব কাজ আগেও ক্ষমা করেনি, ভবিষ্যতেও করবে না। তবে সেই ভবিষ্যৎ আমরা পাব কি যদি এখনই প্রতিরোধ গড়ে না তুলি? প্রতিরোধ না গড়লে একাত্তরেই আমরা শেষ হয়ে যেতাম। একাত্তর কিন্তু মিথ্যা নয়, সে বলছে মুক্তির সংগ্রাম চলবেই। এবং নিরাপত্তা অর্থে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বংশানুক্রমিক নিরাপত্তা নয়, চাই সমগ্র দেশবাসীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা।

এই নিরাপত্তার লক্ষ্যে সংগ্রাম করার জন্য নীতি-আদর্শ, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষায় সত্যিকার বড় রাজনৈতিক দলকে মাঠে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মানুষকে তো বাঁচতে হবে। তাই জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং মানবিক মর্যাদা ও রাষ্ট্রের সম্পদ রক্ষা করবে-এমন রাজনৈতিক শক্তিকে বিকশিত করতে সচেষ্ট হওয়া, দেশপ্রেমিক মানুষমাত্রেরই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব। এটা ভুললে যে ক্ষতিটা হবে তা হবে অপূরণীয়। লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্কের চেয়েও অনেক বেশি।

দেশটির প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস এই চুক্তিকে ভারতের জন্য দুঃসংবাদ হিসেবে অভিহিত করেছে। দলটির অভিযোগ, এর ফলে তিরুপুর, সুরাট এবং পানিপথের মতো বড় টেক্সটাইল হাবগুলো মার্কিন বাজারে ১৮ শতাংশ শুল্কের কারণে অসম প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে। এছাড়া ভারতের তুলা ও সুতার অন্যতম প্রধান ক্রেতা হিসেবে বাংলাদেশের বাজার হারানোর ঝুঁকিও তৈরি হয়েছে।

বিরোধী দলটি এক বিবৃতিতে জানায়, এই বাণিজ্য চুক্তি ভারতের বস্ত্র শিল্পকে দুর্বল করবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকাকে ঝুঁকির মুখে ফেলবে। তারা আরও দাবি করে, টেক্সটাইল ও তৈরি পোশাকে শূন্য শুল্কের এই ধারা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর দ্বিমুখী আঘাত। এটি একদিকে যেমন ভারতের অভ্যন্তরীণ তুলা চাষি ও সুতা উৎপাদনকারীদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে, তেমনি অন্যদিকে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য প্রতিযোগিতা আরও কঠিন হয়ে পড়বে।।

তাদের মতে, বাংলাদেশ বর্তমানে ভারতীয় তুলার বড় ক্রেতা হলেও, এই চুক্তির কারণে শূন্য শুল্ক সুবিধা পেতে বাংলাদেশ এখন মার্কিন তুলার দিকেই বেশি ঝুঁকবে।

বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি ও অন্তর্বর্তী সরকারের বক্তব্য

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সর্বশেষ এই বাণিজ্য চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ ১৯ শতাংশ শুল্ক কমানোর সুবিধা নিশ্চিত করেছে। এর ফলে মার্কিন কাঁচামাল ব্যবহার করে তৈরি নির্দিষ্ট কিছু টেক্সটাইল ও পোশাক পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনে এই চুক্তিটি স্বাক্ষর করেছেন বাংলাদেশের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন এবং মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রিয়ার।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, তুলার পাশাপাশি এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম, সয়াবিন ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির বিধান রয়েছে। এছাড়া ই-কমার্সে শুল্ক আরোপ থেকে বিরত থাকা, যুক্তরাষ্ট্র নির্ধারিত মেধাস্বত্ব সুরক্ষা মানদণ্ড মেনে চলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংস্কারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবকে সমর্থনের বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র এখনও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজার।

উল্লেখ্য, ১২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব বেছে নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গঠিত মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন ১৮ মাসের অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে এই চুক্তি সম্পাদিত হলো।- দ্য ইকোনমিক টাইমস

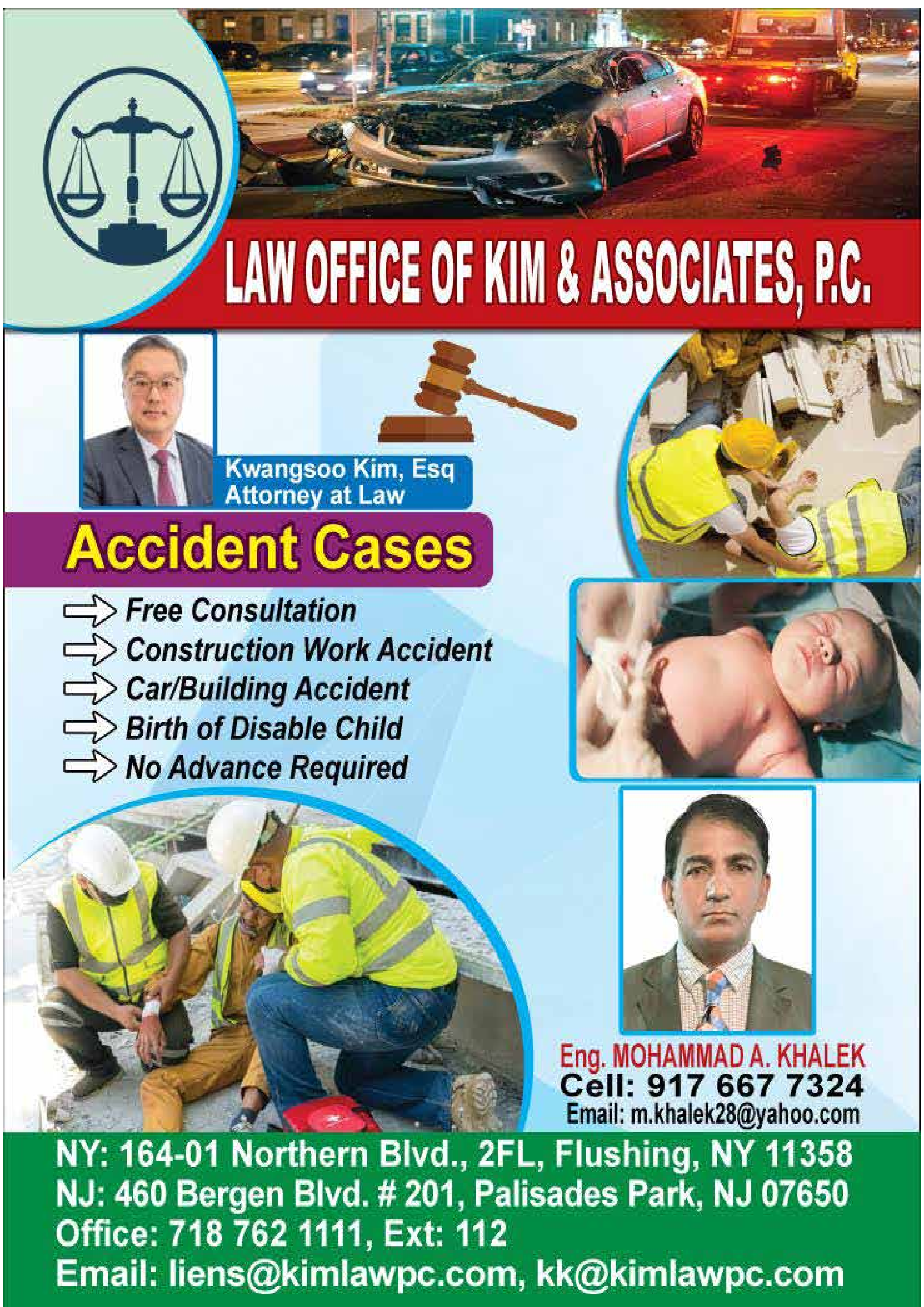

"O you who believe! fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become righteous" - Al-Qur'an-2:183

DAY	RAMADAN	MONTH	STOP EATING	FAJR	SUNRISE	ZUHR	ASR	IFTAR	ISHA	
WED	1	FEB 18	5:24	5:29	6:45	12:10	3:52	5:34	6:50	10 DAYS OF MERCY
THU	2	FEB 19	5:23	5:28	6:43	12:10	3:53	5:35	6:51	
FRI	3	FEB 20	5:21	5:26	6:42	12:09	3:54	5:37	6:53	
SAT	4	FEB 21	5:20	5:25	6:40	12:09	3:56	5:38	6:54	
SUN	5	FEB 22	5:19	5:24	6:39	12:09	3:57	5:39	6:55	
MON	6	FEB 23	5:17	5:22	6:37	12:09	3:58	5:40	6:56	
TUE	7	FEB 24	5:16	5:21	6:36	12:09	3:59	5:41	6:57	
WED	8	FEB 25	4:14	5:19	6:35	12:09	4:00	5:43	6:58	
THU	9	FEB 26	5:13	5:18	6:33	12:09	4:01	5:44	6:59	
FRI	10	FEB 27	5:12	5:17	6:32	12:08	4:02	5:45	7:00	
SAT	11	FEB 28	5:10	5:15	6:30	12:08	4:03	5:46	7:01	10 DAYS OF FORGIVENESS
SUN	12	MAR 01	5:09	5:14	6:29	12:08	4:04	5:47	7:02	
MON	13	MAR 02	5:07	5:12	6:27	12:08	4:05	5:48	7:04	
TUE	14	MAR 03	5:06	5:11	6:25	12:08	4:06	5:49	7:05	
WED	15	MAR 04	5:04	5:09	6:24	12:07	4:07	5:50	7:06	
THU	16	MAR 05	5:02	5:07	6:22	12:07	4:08	5:52	7:07	
FRI	17	MAR 06	5:01	5:06	6:21	12:07	4:08	5:53	7:08	
SAT	18	MAR 07	4:59	5:04	6:19	12:07	4:09	5:54	7:09	
SUN	19	MAR 08	5:59	6:04	7:19	01:07	5:09	6:54	8:09	
MON	20	MAR 09	5:58	6:03	7:18	01:06	5:10	6:55	8:10	
TUE	21	MAR 10	5:56	6:01	7:16	01:06	5:11	6:56	8:11	10 DAYS OF EMANCIPATION
WED	22	MAR 11	5:54	5:59	7:14	01:06	5:12	6:57	8:12	
THU	23	MAR 12	5:53	5:58	7:13	01:06	5:13	6:58	8:14	
FRI	24	MAR 13	5:51	5:56	7:11	01:05	5:14	6:59	8:15	
SAT	25	MAR 14	5:49	5:54	7:10	01:05	5:15	7:00	8:16	
SUN	26	MAR 15	5:48	5:53	7:08	01:05	5:16	7:01	8:17	
MON	27	MAR 16	5:46	5:51	7:06	01:05	5:16	7:03	8:18	
TUE	28	MAR 17	5:44	5:49	7:05	01:04	5:17	7:04	8:19	
WED	29	MAR 18	5:43	5:48	7:03	01:04	5:18	7:05	8:20	
THU	30	MAR 19	5:41	5:46	7:01	01:04	5:19	7:06	8:21	

**ALL ISLAMIC EVENTS ARE SUBJECT TO MOON SIGHTING

JAMAT TIME

FEB & MAR	FAJR	ZUHR	ASR	MAGHRIB	ISHA
FEB - 18 thru 28	Feb 18 - 23 5:45 Feb 24 - 28 5:35	1:15	4:15	SUNSET	7:30
MAR - 01 thru 07	Mar 01 - 07 5:30	1:15	4:30	SUNSET	7:30
MAR - 08 thru 19	Mar 08 - 13 6:20 Mar 14 - 19 6:10	1:15	5:20	SUNSET	8:45

JUMU'AH	
STANDARD TIME	DAYLIGHT SAVINGS
1st JAMAT 12:30	1st JAMAT 1:15
2nd JAMAT 01:30	2nd JAMAT 2:15

THE INTENTION (NIYYAH) :
Intention is done by resolving to fast. It is essential that the intention to fast Ramadan be made every night."

DU'AA FOR IFTAAR

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ

O Allah! I fasted for you, in you do I believe, and with your provision (food) do I break my fast.

THE BEST DU'AA IN RAMADAN

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنَّا

O Allah! You are All-Forgiving, you love to forgive, so forgive us.

LAILAT-UL-QADR:
"The night of Al Qadr is better than a thousand months. Worshipping Allah in that night is better than a thousand months." - *Sura-Al-Qadr.*
About this night as narrated by Aishah (RA), Prophet (SAW) said, "search for the night of Qadr in the odd nights of the last ten nights of Ramadan" - *Bukhari*

PLEASE DONATE GENEROUSLY

Donate with Zelle
jmcmasjid@gmail.com

ZAKAT, FITRAH & SADAKA
jamaicamuslimcenter1@gmail.com

Courtesy of

CUTE DENTAL CARE
MOHAMMAD W. RAHMAN, DDS
MUSLIMA J. KHANDAKAR, DMD
167-01 Hillside Ave. Jamaica • Ph: 718.526.5999
256-18 Hillside Ave. Floral Park • Ph: 718.343.5353

FATEMA BROTHERS INC.
FATEMA GROCERY
167-11 Hillside Ave. Jamaica • Ph: 718.291.9642
AL HAMRA COLLECTION
167-13 Hillside Ave. Jamaica • Ph: 718.291.0169
HILLSIDE FABRIC PLUS
167-03 Hillside Ave. Jamaica • Ph: 718.291.4241

NAZMUL H. KHAN, MD, FACP
87-30 167th Street, Jamaica
Tel: 718.262.8991

MEDICAL & DENTAL OFFICE
MOHAMMAD M. RAHMAN, MD
SIDDIQUR RAHMAN, DDS
170-12 Highland Ave, Jamaica Estates
Ph: 718-526-0700, 718-526-0099

AL-MA'MOOR PHARMACY
MUHAMMAD ABU BAKR IQBAL, RPh.
Notary • DMV Vision • Free Delivery • Open 7 Days
169-18 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-374-3406 • www.almamoorpharmacy.com

RITE CARE MEDICAL OFFICE PC
MOHD. HOSSAIN (IMRAN), MD
Board Certified in Intrenal Medicine
DEEPA SHRESTHA, NP
Certified Nurse Practitioner
TAHERA PA-C
RAHMAN FNP
85-38 168th Place, Jamaica • Tel: 347-390-0612
196-22 Hillside Ave, Hollis • Tel: 718-713-7812

SAGAR CHINESE
87-47 Home Lawn Street, Jamaica
Tel: 718.657.3333

R&R MEDICAL CARE
NAHREEN MAMOON,MD
MD. YOUSUFAL MAMOON,MD
87-31 168th Place, Jamaica.
Phone: 718-297-3220

DHAKA RESTAURANT INC.
168-32 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: 718-262-9774, 917-355-6799, 646-3796678

MOHAMMED K. RASHID, MD
168-32 Highland Avenue, Jamaica
Tel: 718.657.8525

NAHEED SULTANA, M.D.
87-42 169 Street, Jamaica • Tel: 718-206-2222
87-43 168th Place, Jamaica • Tel: 718-639-3311

DR. SADI ALAM
FOOT DOCTOR
166-05 Highland Avenue, Apt. # L1 Jamaica
Phone: 347-509-4470

EMPIRE STATE INSURANCE
Auto, Home, Business, TLC
NOTARY & 6HRS DDC
8752 168th Street 2nd Fl., Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 297-3100

Courtesy | **Fatema brothers group**
Mohammed Fakrul Islam delwar

বিদেশিরা নয়, ট্রাম্পের শুল্কের বোঝা

৫০ পৃষ্ঠার পর

আশঙ্কাই সত্যি বলে প্রমাণিত হলো।
অর্থনীতিতে এটি অত্যন্ত সাধারণ একটি পাঠ। কিন্তু একুশ শতকের আমেরিকাকে এখন এই শিক্ষাটি নিতে হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র যে পরিমাণ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছে, তার প্রায় ৯০ শতাংশই পরিশোধ করেছে দেশটির ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও সাধারণ ভোক্তারা।
ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চ এবং কংগ্রেসনাল বাজেট অফিসের (সিবিও) সাম্প্রতিক গবেষণাতেও একই ধরনের তথ্য উঠে এসেছে।
সিবিও-র বুধবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, অতিরিক্ত এই খরচের বোঝা সামলাতে ব্যবসায়ীরা তাদের লাভের অংশ কিছুটা কমিয়ে আনলেও, শুল্কের বড় অংশপ্রায় ৭০ শতাংশই সাধারণ ক্রেতাদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। অন্যদিকে, নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘ দিন ধরে দাবি করে আসছিলেন যে, এই শুল্কের টাকা দেবে রপ্তানিকারক দেশগুলো। কিন্তু সিবিও-র হিসাবে দেখা গেছে, বিদেশি রপ্তানিকারকেরা এই দায়ের মাত্র ৫ শতাংশ বহন করছে।
আর্থিক হিসাবে এই শুল্কের প্রভাব আরও স্পষ্ট। নির্দলীয় সংস্থা 'ট্যাক্স ফাউন্ডেশন'-এর মতে, এই শুল্কের কারণে ২০২৫ সালে প্রতিটি মার্কিন পরিবারকে গড়ে বাড়তি এক হাজার ডলার করের বোঝা বইতে হচ্ছে।
অবশ্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে এসব পরিসংখ্যানের গুরুত্ব খুব একটা নেই। তার কাছে অভিধানের 'সবচেয়ে সুন্দর শব্দ' হলো এই 'শুল্ক'। অর্থনীতিবিদদের সম্মিলিত যুক্তি ট্রাম্পের এই শুল্ক-প্রীতিতে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি।
তবে ওয়াশিংটনের রাজনৈতিক মহলে এই শুল্কনীতি নিয়ে এখন চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। ট্রাম্পের নিজস্ব দল রিপাবলিকান পার্টির ভেতরেও শুরু হয়েছে সমালোচনা। গত বুধবার কানাডার ওপর আরোপ করা শুল্ক বাতিলের পক্ষে ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন ছয়জন রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা।
যদিও সিনেটে পাস হলেও ট্রাম্প সম্ভবত এই বিলে ভেটো দেবেন, তবুও নিজ দলের সদস্যদের এই বিদ্রোহ হোয়াইট হাউসকে বেশ অস্বস্তিতে ফেলেছে। এই ভোটের পরই ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, কংগ্রেসের যেসব রিপাবলিকান সদস্য তার শুল্কনীতির বিপক্ষে ভোট দেবেন, তাদের এর 'পরিণাম' ভোগ করতে হবে।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই ঝুলে আছে মার্কিন সুপ্রিম কোর্টের ওপর। এই শুল্ক আরোপের বৈধতা নিয়ে যেকোনো দিন আদালত রায় দিতে পারেন। আদালত যদি এই নীতিকে অবৈধ ঘোষণা করে, তবে ট্রাম্পের পুরো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বড় ধরনের ধাক্কা খাবে।
তবে হোয়াইট হাউস এখনো নিজেদের অবস্থানে অনড়। এক বিবৃতিতে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র কুশ দেসাই এই শুল্কনীতির পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কের হার প্রায় সাত গুণ বাড়লেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং বড় বড় কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে। কুশ দেশাইয়ের দাবিড্রাগ্স কমানো, নিয়মকানুন শিথিল করা এবং শুল্ক আরোপের মতো ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলোই মার্কিন অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করছে।
কিন্তু খাতা-কলমের এসব তথ্যের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জীবনের মিল পাওয়া কঠিন। জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়তে থাকায় সাধারণ আমেরিকানদের মধ্যে ক্ষোভ দানা বাঁধছে। ক্ষমতায় আসার 'প্রথম দিন' থেকেই সব জিনিসের দাম কমানোর যে প্রতিশ্রুতি ট্রাম্প দিয়েছিলেন, বাস্তবে তার দেখা নেই। একমাত্র ডিমের দাম কিছুটা কমেছে। তবে এর কৃতিত্ব ট্রাম্পের শুল্কনীতির চেয়ে খামারিদেরই বেশি। মূলত বার্ড ফ্লুর প্রকোপ কমার ফলেই ডিমের সরবরাহ বেড়েছে এবং দাম কিছুটা কমেছে।
কাগজে-কলমে মার্কিন অর্থনীতিকে এখন বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছে। গত বুধবার প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, জানুয়ারিতে ১ লাখ ৩০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে, যা বিশেষজ্ঞদের ধারণার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এই সাফল্যের নেপথ্যে একটি 'শুভঙ্করের ফাঁকি' রয়েছে।
পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই নতুন কাজের প্রায় ৯৭ শতাংশই হয়েছে কেবল স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সহায়তা খাতে। এর বাইরে অন্য প্রায় সব খাতের অবস্থাই শোচনীয়। অর্থনীতিবিদ ডায়ান সোয়াঙ্ক বলছেন, পুরো অর্থনীতি মাত্র একটি স্তম্ভের ওপর ভর করে নড়বড়ে অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। মূলত স্বাস্থ্য খাতের কর্মসংস্থান, ধনীদের কেনাকাটা আর বড় টেক কোম্পানিগুলোর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) খাতে বিপুল বিনিয়োগই এখন মার্কিন অর্থনীতিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

ওবামাকে 'বানর' হিসেবে চিত্রিত

৫০ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের একসময় যে 'লজ্জা' এবং 'শিষ্টাচার' বোধ ছিল, তা এখন হারিয়ে গেছে।
গত ৭ ফেব্রুয়ারী আপত্তিকর ওই ভিডিওর একটি অংশে ওবামা ও তার স্ত্রী মিশেল ওবামাকে বানরের রূপে দেখানো হয়েছে। ভিডিওটি ডেমোক্র্যাট ও রিপাবলিকানউভয় দলের নেতাদের কাছ থেকেই ব্যাপক সমালোচিত হয়েছে।
হোয়াইট হাউস শুরুতে ভিডিওটির পক্ষে সাফাই গেয়েছিল এবং এই সমালোচনাকে 'ভুয়া ক্ষোভ' বলে অভিহিত করেছিল। পরবর্তীতে এই পোস্টের জন্য একজন কর্মীকে দায়ী করা হয় এবং ভিডিওটি সরিয়ে ফেলা হয়।
লিবারেল পডকাস্টার ব্রায়ান টাইলার কোহেনের সঙ্গে ৪৭ মিনিটের এক পডকাস্টে কথা বলেন ওবামা। রাজনৈতিক আলোচনার ধরণ সম্পর্কে জানতে চান। কোহেন সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি বিতর্কের মধ্যে ট্রাম্পের এই পোস্টটির কথা উল্লেখ করেন।
'দ্য লায়ন স্লিপস টুনাইট' গানের সুর দেওয়া ওই ক্লিপটি ট্রাম্পের ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে শেয়ার করা একটি ভিডিওর শেষ অংশে যুক্ত ছিল। ওই মূল ভিডিওটিতে ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোটার জালিয়াতি সম্পর্কে ভিত্তিহীন দাবি করা হয়েছিল।
এই পোস্টটি ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির জ্যেষ্ঠ সদস্যদেরসহ বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি করে।
রিপাবলিকান পার্টির একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর টিম স্কট এটিকে 'এই হোয়াইট হাউস থেকে দেখা সবচেয়ে বর্ণবাদী বিষয়' বলে বর্ণনা করেছেন।
ক্লিপটি কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে বানরের সাথে তুলনা করার বর্ণবাদী ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং ধারণা করা হচ্ছে এটি গত অক্টোবরে কনজারভেটিভ মিম ক্রিয়েটর 'জেরিয়াস' কর্তৃক শেয়ার করা একটি এক্স পোস্ট থেকে নেওয়া হয়েছে।
ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, তিনি ভিডিওর সেই অংশটি 'দেখেননি' যেখানে ওবামাদের দেখানো হয়েছে। তিনি ক্ষমা চাওয়ার পরিকল্পনা করছেন কি নাড়এমন প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি কোনো ভুল করিনি।'
শনিবার প্রকাশিত ৪৭ মিনিটের পডকাস্টটির শুরুতেই সঞ্চালক যুক্তরাষ্ট্রের 'ডিসকোর্স' বা রাজনীতির বর্তমান অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করতে বলেন। জবাবে ওবামা বলেন, এটি এমন এক নিষ্ঠুরতার স্তরে নেমে গেছে, যা আগে দেখা যায়নি।
কোহেন উল্লেখ করেন, হোয়াইট হাউস অভিবাসন ও কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই)-এর 'ভুক্তভোগীদের' 'দেশীয় সন্ত্রাসী' বলে দাবি করেছে। তিনি আরও বলেন, 'মাত্র কয়েক দিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার মুখ একটি বানরের শরীরে বসিয়ে একটি ছবি পোস্ট করেছেন।'
ওবামা জবাবে বলেন, 'এটা স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ এ ধরনের আচরণকে গভীরভাবে উদ্বেগজনক মনে করেন।
তিনি আরও বলেন, 'এটা সত্য যে এসব বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটাও সত্য যে এগুলো মূল বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।'
তবে তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভ্রমণের সময় তিনি এমন সব মানুষের দেখা পেয়েছেন যারা 'এখনও শালীনতা, সৌজন্য এবং দয়াশীলতায় বিশ্বাস করে'।
তিনি বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও টেলিভিশনে এক ধরনের ভাঁড়ামি চলছে।'
তিনি আরও বলেন, 'বাস্তবতা হলো, যারা এক সময় মনে করতেন যে পদের প্রতি সম্মান, শিষ্টাচার এবং সৌজন্যবোধ থাকা প্রয়োজন, তাদের মধ্যে এখন আর এসব নিয়ে কোনো লজ্জা কাজ করে বলে মনে হয় না, তাই না? সেই বোধটা হারিয়ে গেছে।' তার উত্তরে তিনি ট্রাম্পের নাম সরাসরি উল্লেখ করেননি।
সাক্ষাৎকারের সময় ওবামা বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন। তিনি অভিবাসন বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে সংগঠিত হওয়া প্রতিবাদকারীদের প্রশংসা করেন, নির্বাচনী এলাকার পুনর্নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা করেন এবং তার প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরি সম্পর্কে কথা বলেন, যা আগামী বছর শিকাগোতে খোলার কথা রয়েছে।

COVID-19- দুর্যোগ ত্রাণ প্রকল্পে

৫০ পৃষ্ঠার পর

এবং তার সহকর্মীদের এবং আমাদের আইন প্রয়োগকারী অংশীদারদের ধন্যবাদ। জনস্বার্থের চেয়ে লোভকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষে নিউ ইয়র্ক দাঁড়াবে না।" নয়জন আসামী ২০২৫ সালের মে থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিভিন্ন তারিখে কুইন্স সুপ্রিম কোর্টে চতুর্থ ডিগ্রির গ্র্যান্ড লুটপাট এবং ছোটখাটো চুরির জন্য দোষ স্বীকার করেছিলেন এবং তাদের মোট ১,০৯১,৭২০ ডলার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৭৬০,০০০ ডলার ইতিমধ্যেই নিউ ইয়র্ক স্টেটে পাঠানো হয়েছে।
কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিসেস কাটজ বলেন যে, তদন্ত অনুসারে, ২০২০ সালের জুন থেকে শুরু করে, নয়জন আসামির প্রত্যেকেই নিউ ইয়র্ক স্টেট এম্পায়ার ডেভেলপমেন্ট প্যান্ডেমিক স্মল বিজনেস রিকভারি গ্রান্ট প্রোগ্রামের জন্য অসংখ্য ছোট ব্যবসা কর্পোরেশনের পক্ষে একাধিক আবেদন জমা দিয়েছেন।
প্রতিটি ঋণ আবেদনকারী প্রমাণ করেছেন যে বেতন, বাণিজ্যিক ভাড়া/বন্ধকী পরিশোধ, ইউটিলিটি এবং/অথবা সরবরাহের মতো ব্যবসায়িক ব্যয় মেটাতে তহবিল প্রয়োজন।
আসামীদের দ্বারা প্রাপ্ত ঋণের বেশিরভাগ অর্থ প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে তাদের ব্যক্তিগত ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়ে যায়।
নয়জন আসামি এবং জড়িত কর্পোরেশনের সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক ব্যাংক রেকর্ডের একটি বিস্তৃত পর্যালোচনা অনুদানের আয় প্রাপ্তির আগে কোনও ব্যবসায়িক কার্যকলাপ নির্দেশ করেনি এবং মূল অনুদান আবেদনের সাথে জমা দেওয়া ট্যাক্স রিটার্নে তালিকাভুক্ত কোনও রাজস্ব বা ব্যয় প্রতিফলিত করেনি।
নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল ঋণ তহবিলের অপব্যবহারের তদন্ত শুরু করেন এবং ২০২৪ সালের মে মাসে মামলাটি কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে পাঠান।
তাদের বিরুদ্ধে বিচারাধীন অভিযোগের কথা জানার পর, আসামীরা ৬ মে থেকে ৯ মে, ২০২৫ সালের মধ্যে পৃথকভাবে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে আত্মসমর্পণ করেন।
নিউ ইয়র্ক সিটি রিজিওনের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল কেন মাইকেলসের তত্ত্বাবধানে নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল অফিসের সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিস কর্তৃক তদন্তটি পরিচালিত হয়, যার মধ্যে ছিলেন তদন্তকারী কাউন্সেল রে গড়ুলা, সিনিয়র তদন্তকারী ইলিন গেটস, ডাউনস্টেট রিজিওনের অডিট প্রধান আল্লা করসুনস্কি, সিনিয়র তদন্তকারী অডিটর অ্যাঞ্জেলাস ওকেকে এবং তদন্তকারী অডিটর কিরসিস অ্যাসেভেদো এবং ইরাজ জিয়া।
লেফটেন্যান্ট ক্রিস্টোফার কেহোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অফিসে নিযুক্ত ঘণচউ স্কোয়াড, গোয়েন্দা এরিন কারি, অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা অ্যান্থনি রদ্রিগেজ এবং সার্জেন্ট থমাস রাউস সহ গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল।
কুইন্স ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির জালিয়াতি ব্যুরোর সেকশন চিফ, সহকারী জেলা অ্যাটর্নি তালিয়া ভোগেল, ডেপুটি ব্যুরো চিফ হানা সি. কিমের তত্ত্বাবধানে এবং তদন্তের জন্য নির্বাহী সহকারী জেলা অ্যাটর্নি জোসেফ টি. কনলি ওওও-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মামলাটি পরিচালনা করছেন।
দোষী সাব্যস্তরা হলেন:
নিম্নলিখিত আসামীরা দোষ স্বীকার করেছেন এবং তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে:
কুইন্স কাউন্টির অ্যাস্টোরিয়ায় বসবাসকারী ৪১ বছর বয়সী মাহবুব মালিক চতুর্থ ডিগ্রিতে গ্র্যান্ড লুটের জন্য দোষ স্বীকার করেছেন এবং তিন বছরের শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি পেয়েছেন।
কুইন্স কাউন্টির জ্যামাইকার বাসিন্দা তুফায়েল আহমেদ, ৫০ বছর বয়সী।
কুইন্স কাউন্টির এলমহার্স্টের বাসিন্দা ইউসুফ এমডি, ৪৫ বছর বয়সী।
কুইন্স কাউন্টির জ্যাকসন হাইটসের বাসিন্দা মোহাম্মদ চৌধুরী, ওরফে খোকান আশরাফ, ৬৮ বছর বয়সী।
নাদিম শেখ, ৫৬ বছর বয়সী, নাসাউ কাউন্টির নিউ হাইড পার্কের বাসিন্দা।
কুইন্স কাউন্টির জ্যামাইকার বাসিন্দা জাকির চৌধুরী, ৫৯ বছর বয়সী।
কুইন্স কাউন্টির জ্যামাইকা হিলসের বাসিন্দা মোহাম্মদ খান, ৪৯ বছর বয়সী।
নাসাউ কাউন্টির ফার্মিংডেলের বাসিন্দা তানভীর মিলন, ৫৫ বছর বয়সী।
জুনেদ খান, ৫৬, সাফোক কাউন্টির বাসিন্দা। - নিউ ইয়র্ক স্টেট ইন্সপেক্টর জেনারেল এর পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

কুইন্স হাসপাতালের বিছানা থেকে

৫০ পৃষ্ঠার পর

নিতে গিয়ে নিউ ইয়র্ক পুলিশ কর্তৃক গুলিবিদ্ধ হওয়া বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত জাবেজ এখন একাধিক গুলির আঘাত থেকে সেরে ওঠার পর এখন ফৌজদারি অভিযোগে দ্বিগুণ শাস্তি পাচ্ছেন। গত ২৬ জানুয়ারী জ্যামাইকার ব্রায়ারউড এলাকায় নিউ ইয়র্ক পুলিশ অফিসারদের গুলিতে আহত ২২ বছর বয়সী জাবেজ চক্রবর্তীর ভিডিও জবানবন্দির পর, জাবেজ চক্রবর্তীর মা জুলি চক্রবর্তী তার পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি প্রদান করেছেন:
তিনি বলেন, "এটা একটা দুঃস্বপ্ন। আমাদের পুলিশের প্রয়োজন ছিল না, আমাদের শুধু চিকিৎসার প্রয়োজন ছিল। যখন আমরা ৯১১ নম্বরে অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করেছিলাম, তখন আমরা কল্পনাও করতে পারিনি যে আজ আমাদের এহেন পরিস্থিতির সামনেআসতে হবে।
নিউ ইয়র্ক পুলিশের দল আসার আগ পর্যন্ত জাবেজ এবং আমাদের পরিবার আমাদের বাড়িতে নিরাপদে ছিল। এখন জাবেজ একাধিক অস্ত্রোপচারের পর হাসপাতালের বিছানায় হাতকড়া পরা অবস্থায় সুস্থ হচ্ছে। তার সুস্থ হওয়ার জন্য দীর্ঘ, কঠিন সময় অপেক্ষা করতে হবে। এখন, কুইন্স কাউন্টির ডিএ মেলিন্দা কাটজ তাকে কারাগারে রাখতে চান। সে কি যথেষ্ট কষ্ট পায়নি? তাকে আটকে রাখলে তার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা শুধু চাই সে যেন সুস্থ হতে পারে। এটা এতটাই বেদনাদায়ক ছিল। আমরা জাবেজকে আমাদের সামনেই গুলিবিদ্ধ হতে দেখেছি। তারপর নিউ ইয়র্ক পুলিশ পুলিশ আমাদের অভিবাসন অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, আমাদের ফোন কেড়ে নিয়েছে এবং তার সাথে দেখা করতে বাধা দিয়েছে। এখন জাবেজের বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে একটি অপরাধের অভিযোগ আনা হচ্ছে এবং আমাদেরকে সেই ব্যবস্থার কাছে জামিন দিতে বাধ্য করা হচ্ছে যা তাকে ক্রমাগত কষ্ট দিচ্ছে।
ডিএ মেলিন্দা কাটজের নিশ্চয়ই কোনও হৃদয় নেই। কেন সে এমন একজন যুবককে নির্যাতন করতে চায় যে ইতিমধ্যেই এত কষ্ট সহ্য করেছে? আমাদের পরিবার দাবি করছে যে, ডিএ কার্টজ জাবেজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি প্রত্যাহার করে নেয় এবং সে সুস্থ হওয়ার সাথে সাথে তাকে শিকল থেকে মুক্ত করা হোক।"
জাবেজের বিরুদ্ধে ডিএ কাটজের তাড়াহুড়ো করে, গোপন অভিযোগ এবং আদালতে তাকে রিমান্ডে নেওয়ার অনুরোধ উভয়ই অপ্রয়োজনীয় এবং বিবেকহীন," জাবেজ চক্রবর্তীর সিভিল অ্যাটর্নি গিডিয়ন অলিভার বলেছেন "জাবেজের প্রকৃত সাহায্যের প্রয়োজন - তাকে আটকে রাখা হয়নি। আমরা তাকে সঠিক কাজটি করার এবং অভিযোগ প্রত্যাহার করার আহ্বান জানাচ্ছি।" "ব্যবস্থাটি জাবেজকে প্রতিটি স্তরে ব্যর্থ করেছে ড় এবং এখন, তার পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার পরিবর্তে, ডিএ তাকে আরও শাস্তি দিচ্ছে," ডেসিস রাইজিং আপ অ্যান্ড মুভিং (উজটগ) এর নির্বাহী পরিচালক ফাহাদ আহমেদ বলেছেন। "এটি জাবেজের যা প্রয়োজন এবং প্রাপ্য তার ঠিক বিপরীত: মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা। জাবেজ তার পরিবারের জন্য হুমকি ছিলেন না - ঘণচউ আসার আগ পর্যন্ত তিনি বাড়িতে নিরাপদ ছিলেন। চিকিৎসা এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রয়োজন এমন কাউকে শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী, এবং পরিবর্তে গুলি খেয়েছেন? এই গুলি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না: এটি একটি ধ্বংসাত্মক উদাহরণ যে কীভাবে আমাদের ব্যবস্থা বারবার সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নিউ ইয়র্কবাসীদের ব্যর্থ করে দেয়।"
"আমরা সকলেই জানি যে সশস্ত্র পুলিশের উপস্থিতি দুর্দশা সৃষ্টি করতে পারে, তবুও শহরটি ঘণচউ কে মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে রাখে এবং তারপরে তাদের সহিংসতার জন্য ক্ষতিগ্রস্তদের দোষারোপ করে," বলেছেন জাস্টিস কমিটির নির্বাহী পরিচালক লয়দা কোলন।
"জাবেজের যত্নের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি তার বাড়িতে নিরাপদে ছিলেন, ঠিক যেমন উইন রোজারিও, মোহাম্মদ বাহ, ইমান মোরালেস এবং আরও অনেকের মতো। নির্বাচিত কর্মকর্তারা নিউ ইয়র্কবাসীর জীবন ও কল্যাণের চেয়ে নিউ ইয়র্ক পুলিশকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ভয়াবহ, কিন্তু অনুমানযোগ্য ফলাফল এটি, যেখানে ডিএ মেলিন্দা কাটজের মতো প্রসিকিউটররা 'জননিরাপত্তার' নামে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণদের অপরাধী করে এবং কারাগারে আটকে রাখেন, এই সুপ্রমাণিত সত্যটিকে উপেক্ষা করে যে কারাবাসের ফলে মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি হয় এবং বিকাশগত ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। ডিএ মেলিন্দা কাটজকে অবশ্যই অভিযোগ প্রত্যাহার করতে হবে, এবং মেয়র মামদানিকে পুলিশ-নেতৃত্বাধীন মডেলদের রক্ষা করা বন্ধ করতে হবে এবং মানসিক স্বাস্থ্য প্রতিক্রিয়া থেকে নিউ ইয়র্ক পুলিশকে অপসারণের জন্য তার নির্বাচনী প্রচারণার প্রতিশ্রুতি অনুসারে কাজ করতে হবে।"

সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক
JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.

ইফতার ও দোয়া মাহফিল

Date:
February 21st, 2026
Saturday at 5:00 pm

Location:
Gulshan Terrace
59-15 37th Ave, Woodside, NY 11377

সম্মানিত জালালাবাদবাসী,
নাযাতের সুমহান বার্তা নিয়ে মাহে রামাদান আমাদের মাঝে আসন্ন। মাহে রামাদান উপলক্ষে প্রবাসের অন্যতম বৃহত্তর সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক এর উদ্যোগে আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার এক ইফতার ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ইফতার দোয়া মাহফিলে স্বপরিবারে স্ববান্দবে সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য। সবার ঘরে ছড়িয়ে পড়ুক মাহে রমাদানের বরকত ও কল্যানের বার্তা।

আমন্ত্রণে

আহ্বায়ক
ময়নু জামান চৌধুরী

যুগ্ম আহ্বায়ক
মনির উদ্দিন

প্রধান সমন্বয়কারী
শাহ মিজানুর রহমান

সদস্য সচিব
অধ্যক্ষ মাওলানা শিহাব উদ্দিন

যুগ্ম সদস্য সচিব
হেলিম উদ্দিন
তাসমিয়া চৌধুরী

সদস্যঃ মিজানুর রহমান চৌধুরী, জয়নাল উদ্দিন লায়েক, শাহীনুল ইসলাম, খলিলুর রহমান, দেওয়ান মোতাচ্ছির, বদরুল উদ্দিন ও লায়েছ আহমদে (মিনু)

বোর্ড অব ট্রাষ্টী

ওহিদুর রহমান মুক্তা (সিলেট), আব্দুল মুকিত চৌ. মারুফ (সুনামজঞ্জ), ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ ফজলুর রহমান (হবিগঞ্জ), সৈয়দ জুবায়ের আলী (মৌলভী বাজার)

অনুরোধক্রমে

মইনুল ইসলাম
সভাপতি

আতাউল গণি আসাদ
সাধারণ সম্পাদক

সহ সভাপতি- শাহ মিজানুর রহমান (সিলেট), মোহাম্মদ মনির উদ্দিন (সুনামগঞ্জ), মিজানুর রহমান চৌধুরী (হবিগঞ্জ) ও মোহাম্মদ এ খায়ের (মৌলভীবাজার), সহ সাধারণ সম্পাদক- হেলিম উদ্দিন, কোষাধ্যক্ষ- ময়নু জামান চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক- আব্দুল চৌধুরী (উমেল), সাদস্যিক সম্পাদক- মোহাম্মদ শাহীনুল ইসলাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক- মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক- লায়েছ আহমেদ, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক- কামরুল হোসেন, ক্রীড়া সম্পাদক- আব্দুর রহিম কাদের, আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক- অধ্যক্ষ সিহাব উদ্দিন আহমেদ, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক- তাসমিয়া চৌধুরী, সমাজকল্যাণ সম্পাদক- জয়নাল উদ্দিন লায়েক এবং কার্যকরী সদস্য- মোহাম্মদ বেলাল চৌধুরী (সিলেট), বদরুল উদ্দিন (সিলেট), মোহাম্মদ শাহীন কামালী (সুনামগঞ্জ), সৈয়দ এল মিয়া (সুনামগঞ্জ), জামাল হোসেন (হবিগঞ্জ), দেওয়ান মোতাচ্ছির (হবিগঞ্জ), মোহাম্মদ মাসুক মিয়া (মৌলভীবাজার) ও মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (মৌলভীবাজার)।

প্রচারেঃ মোহাম্মদ খলিলুর রহমান, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব প্রমাণ যারা

৭ পৃষ্ঠার পর

ডেমোক্র্যাটরা বলছেন, এই বিল মূলত রিপাবলিকানদের সুবিধা নিশ্চিত করবে। বিলটি লাখ লাখ ভোটারের ভোটাধিকারে প্রভাব ফেলবে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নির্বাচনী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ দেবে। এ বিলের কারণে বিবাহিত নারীরা যারা নাম পরিবর্তন করেছেন তাদের জন্য ভোট দেওয়া কঠিন হবে। আনুমানিক ৬৯ মিলিয়ন নারী ও ৪ মিলিয়ন পুরুষের জন্মসনদ বর্তমান নামের সঙ্গে মেলে না।

হাউজের নির্বাচনী কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট জো মোরেল বলেছেন, সেভ আমেরিকা অ্যাক্ট হলো রিপাবলিকানদের ক্ষমতা স্থায়ী করার পরিকল্পনার অংশ। স্পিকার জনসন আমেরিকানদের ভোট দেওয়া কঠিন করতে এবং নির্বাচনের নিয়ন্ত্রণ রিপাবলিকানদের হাতে রাখতে চাইছেন। নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্রেনান সেন্টার ফর জাস্টিস রিপোর্ট অনুযায়ী, লাখ লাখ আমেরিকান নাগরিকের কাছে পাসপোর্ট, জন্মসনদ বা নাগরিকত্ব প্রমাণের প্রয়োজনীয় নথি সহজলভ্য নয়।

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশির বেশিরভাগই

৫ পৃষ্ঠার পর

যেমনড়্দুই সন্তানসহ একটি পরিবারের সারা বছরের আয় যদি ১৬ হাজার ৪০০ পাউন্ডের নিচে হয়, তবে তারা এই অতিদরিদ্র শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যার অর্থ ব্রিটেনে বসবাসরত বেশিরভাগ বাংলাদেশি পরিবারের আয় দেশটির গড় আয়ের তুলনায় কম।

যুক্তরাজ্যে দরিদ্রতা অবসানের লক্ষ্য নিয়ে গবেষণা করে জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন। তারা জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যে দরিদ্রতা কমানোর উদ্দেশ্যে তারা এ গবেষণা চালিয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দেশটিতে সামগ্রিক দরিদ্রতার হার কমেছে। যেখানে ১৯৯৪-৯৫ সালে দরিদ্রতার হার ছিল ২৪ শতাংশ। সেখানে ২০২৩-২৪ সালে এসে এটি ২১ শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু অতিদরিদ্রতার হার ৮ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

এ ছাড়া শিশু দরিদ্রতার হারও বেড়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪৫ লাখ শিশু দরিদ্রতার মধ্যে বড় হচ্ছে। গত তিন বছর টানা দরিদ্র শিশুর সংখ্যা বেড়েছে।

২০১৭ সালে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, নিম্ন আয়ের যেসব পরিবার দুই সন্তানের বেশি সন্তান নেবে, তারা সরকারি সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা পাবে না। তবে গত এপ্রিলে এই নিয়ম বাতিল করেন বর্তমান অর্থমন্ত্রী রাখায়েল রিভিস। জোসেফ রাউনট্রি ফাউন্ডেশন সরকারের এ উদ্যোগের প্রশংসা করেছে। তবে শুধু এটিই শিশু দরিদ্রতা কমাবে না বলে সতর্ক করেছে তারা।

সংস্থাটি বলেছে, দরিদ্রতার সবচেয়ে বড় শিকার শিশুরা। এরপর রয়েছেন শারীরিক প্রতিবন্ধীরা। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশি ও পাকিস্তানিদের মধ্যে দরিদ্রতার হার খুবই বেশি।

জোসেফ রাউনট্রির মতে, সরকার যদি শিশু দরিদ্রতা অবসানে আরও কিছু কৌশলগত পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে এ খাতে অগ্রগতি থমকে যেতে পারে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশেষ করে শিশুদের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব অনেক বেশি। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও দারিদ্র্যের প্রভাবের মুখোমুখি হন

দক্ষিণ এশিয়া ও বিশ্বের জন্য তারেক

৫ পৃষ্ঠার পর

ফিরিয়ে আনা। তৃতীয়টি হবে, দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করে যাওয়া। আমাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি যা-ই হোক, আমরা যে নীতিই গ্রহণ করি না কেন-যদি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করতে না পারি, তবে দেশকে সামনে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে না।'

টাইমের বিশেষ ওই সাক্ষাৎকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরে এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে-

জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা

জুলাই গণ‌অভ্যুত্থানে ১ হাজার ৪০০এর বেশি মানুষ নিহত হন। এ ছাড়া হাসিনার আমলে ১৫ বছরে প্রায় সাড়ে ৩ হাজার মানুষকে বিনাবিচারে হত্যা ও গুম করার হয়।

এসব ক্ষত সারাতে এবং আওয়ামী লীগের আমলে যে-সব প্রতিষ্ঠানকে পুরোপুরি রাজনীতিকীকরণ করেছিল, সেসব প্রতিষ্ঠানের ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে তারেক রহমানকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তণের পর থেকে ঐক্যের বার্তার এবং প্রতিশোধ না নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন তারেক রহমান। এই প্রতিশ্রুতি পূরণে এবং শান্তি রক্ষার্থে এখন তার নিরলসভাবে কাজ করতে হবে।

তারেক রহমান বলেছেন, 'প্রতিশোধ কিছুই ফিরিয়ে আনতে পারবে না বরং আমরা যদি এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি, সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারি, দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারি, তবে সেখান থেকে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব হতে পারে।'

অর্থনৈতিক রূপরেখা ও সংস্কার

হাসিনার শাসনে শেষ দিকে বাংলাদেশ ছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দেশ। দেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) ২০০৬ সালে ৭ হাজার ১০০ কোটি ডলার থেকে বেড়ে ২০২২ সালে ৪৬ হাজার কোটি ডলারে পৌঁছেছিল। কিন্তু জীবনযাত্রার ঊর্ধ্বমুখী ব্যয়, অসমতা ও বেকারত্বের কারণে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বাড়ে।

তবে হাসিনাকে উৎখাতে সে অর্থনৈতিক সমস্যার তেমন পরিবর্তন দেখা যায়নি বরং উচ্চ মূল্যস্ফীতিতে এবং টাকার মান আরও দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে সাধারণ পরিবারগুলোর বাস্তব আয় অনেকটা কমে গেছে।

বাংলাদেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লাখ তরুণ কর্মজীবনে আসলেও দেশে যুব বেকারত্বের হার ১৩ দশমিক ৫ শতাংশ। বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ কমে যাওয়ায় আমদানিতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এতে জ্বালানি সরবরাহ ও গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশে ৪ কোটির বেশি মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করছে। 'ফ্যামিলি কার্ড' এর মাধ্যমে নারীদের ও বেকারদের মাসিক নগদ সহায়তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএনপি যা দলটির প্রধান নির্বাচনী ইশতেহার ছিল। যদিও ফ্যামিলি কার্ডের তহবিল কীভাবে, কোথা থেকে আসবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়ে গেছে।

তরুণ উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল অর্থনীতিতে সম্পূর্ণভাবে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চান তারেক রহমান। পাশাপাশি তিনি ব্যাংকিং খাতকে উদারীকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ সহজ করতে চান।

তারেক রহমান প্রায় ১০ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা করছেন যাতে তারা উচ্চ বেতনের চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। তারেক বলেন, 'আমরা তাদের ভাষা শেখানো ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় অন্যান্য বিষয় শেখাতে পারি।'

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি আয়ের ভূমিকা ব্যাপক। তাই নতুন সরকারকে দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ ভারত ও বাংলাদেশের পণ্যের শীর্ষ ক্রেতা দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। তবে হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নয়াদিল্লির সঙ্গে ঢাকার সম্পর্ক খারাপ হয়।

এদিকে জাতীয় নির্বাচনে বিএনপির জয় নিশ্চিত হওয়ার পর ভারত সরকার দলটির সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছে।

ছাত্রজনতার নেতৃত্বে শেখ হাসিনাকে উৎখাতের আন্দোলনে প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের সম্মান জানিয়ে তারেক রহমান বলেছেন, 'যারা প্রাণ হারিয়েছেন, তাদের প্রতি আমাদের খুবই বড় দায়িত্ব রয়েছে।'

বাংলাদেশের নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বার্তায় নির্বাচনে বিজয়ী দল বিএনপি, দলের নেতা তারেক রহমান ও বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ সময় শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) রাতের এ পোস্টে মার্কো রুবিও লেখেন, 'বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও এর নেতা তারেক রহমানসহ বাংলাদেশের জনগণকে অভিনন্দন। যুক্তরাষ্ট্র নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করে সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোরদার করতে আগ্রহী।'

মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বার্তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য, ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা প্রশ্নে বাংলাদেশের ভূমিকা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয়। নতুন সরকারের সঙ্গে 'সমৃদ্ধি' ও 'আঞ্চলিক নিরাপত্তা' অগ্রসর করার অঙ্গীকার ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক অগ্রাধিকারের ইঙ্গিত বলেই মনে করা হচ্ছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশ-বিদেশে ব্যাপক আলোচনা ছিল। নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা, অংশগ্রহণ ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাড়এসব বিষয় আন্তর্জাতিক অংশীদারদের নজরে ছিল। এমন প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সরাসরি অভিনন্দনবার্তা নতুন সরকারের প্রতি ইতিবাচক বার্তা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ সম্পর্ক বাণিজ্য, উন্নয়ন সহযোগিতা, রোহিঙ্গা সংকট, সামুদ্রিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাসবাদ দমনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বিস্তৃত। নবনির্বাচিত সরকারের সঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে ওয়াশিংটন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক আরও জোরদারের ইঙ্গিত দিয়েছে।

বাংলাদেশের নতুন সরকারকে যে প্রস্তাব দিতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বাংলাদেশের নতুন নির্বাচিত সরকারকে বিভিন্ন সামরিক ও বাণিজ্যিক প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির পর নড়েচড়ে বসেছে ট্রাম্প প্রশাসন। চীনা সামরিক সরঞ্জামের বিকল্প হিসেবে নিজেদের ও মিত্রদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের পরবর্তী সরকারকে প্রস্তাব দেওয়ার পরিকল্পনা করছে দেশটি। ঢাকায় নিযুক্ত ওয়াশিংটনের রাষ্ট্রদূত বার্তাসংস্থা রয়টার্সকে এ কথা জানিয়েছেন।

২০২৪ সালের আগস্টে জেন-জি নেতৃত্বাধীন এক গণঅভ্যুত্থানে ভারতপন্থী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বাংলাদেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর হাসিনা দিল্লিতে পালিয়ে গেছেন। তার পলায়নের পর ভারতের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকায় বাংলাদেশে চীন নিজেদের প্রভাব আরও বিস্তৃত করার সুযোগ পেয়েছে।

সম্প্রতি ভারতের সীমান্তের কাছে একটি ড্রোন কারখানা নির্মাণে বাংলাদেশের সঙ্গে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সই করে চীন, যা পশ্চিমা কূটনীতিকদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এ ছাড়া চীন ও পাকিস্তানের যৌথ প্রকল্প জেএফ-১৭ থান্ডার যুদ্ধবিমান কেনার বিষয়েও আলোচনা চালাচ্ছে বাংলাদেশ।

মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন। চীনের সঙ্গে কিছু বিষয়ে সম্পৃক্ততার ঝুঁকি স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে বাংলাদেশের সরকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতার চাহিদা পূরণে সহায়তার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব দিয়ে থাকে। যার মধ্যে রয়েছে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ও মিত্র দেশগুলোর ব্যবস্থা। এসব চীনা ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। তবে এ বিষয়ে তিনি বিস্তারিত কিছু জানাননি।

চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, কৌশলগত অংশীদার হিসেবে চীন ও বাংলাদেশ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতা করে আসছে, যা উভয় দেশের জন্যই লাভজনক।

রয়টার্সকে দেয়া এক বিবৃতিতে মন্ত্রণালয়টি বলেছে, আমাদের পারস্পরিক উপকারী ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা কোনো তৃতীয় পক্ষকে লক্ষ্য করে নয়। তাই এতে কোনো তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপও আমরা বরদাস্ত করব না।

ক্রিস্টেনসেন আরও বলেন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা সমর্থনে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সুসম্পর্ক দেখতে চায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। হাসিনা দেশত্যাগের পর ঢাকা-দিল্লি সম্পর্কের অবনতি হয়েছে, যার প্রভাব পড়েছে ভিসা সেবা ও দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কের ওপরও।

ক্রিস্টেনসেন জানান, অনেক মার্কিন কোম্পানি বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনা বিবেচনা করছে, তবে তারা চায় নতুন সরকার শুরুতেই স্পষ্ট বার্তা দিক যে দেশটি ব্যবসার জন্য উন্মুক্ত। তিনি বলেন, বাণিজ্যিক কূটনীতি আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে যে অগ্রগতি হয়েছে, বিশেষ করে বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সম্পর্ক জোরদারে, তা এগিয়ে নিতে আমরা নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।

জ্বালানি কোম্পানি শেভরন কয়েক দশক ধরে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করলেও অন্যান্য মার্কিন কোম্পানির উপস্থিতি তেমন দৃশ্যমান নয়। উচ্চ করহার ও মুনাফা দেশে ফেরত পাঠানোর জটিলতা বিনিয়োগে কিছু বাধা সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে স্টারবাকস বা ম্যাকডোনাল্ডসের কোনো শাখা নেই।

রাষ্ট্রদূত বলেন, বাংলাদেশের জনগণ যে সরকারই নির্বাচিত করুক না কেন, ওয়াশিংটন সেই সরকারের সঙ্গেই কাজ করবে।

এছাড়া বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া ১২ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীর প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, মানবিক কার্যক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এখনো সর্ববৃহৎ দাতা দেশ। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা শরণার্থী সংকট মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র বড় অবদান রাখছে এবং বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতে শক্তিশালী কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছে।

তিনি উল্লেখ করেন, সম্প্রতি জাতিসংঘের সঙ্গে ২০০ কোটি ডলারের একটি বৈশ্বিক তহবিল কাঠামোতে স্বাক্ষর হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এ ধরনের সহায়তার কার্যকারিতা বাড়াবে।

তিনি অন্যান্য আন্তর্জাতিক দাতাদের আরও বেশি দায়িত্ব নেয়ার আহ্বান জানান। ক্রিস্টেনসেন বলেন, এই বোঝা একা যুক্তরাষ্ট্র বহন করতে পারবে না। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সহায়তা বাড়াতে হবে।

ধর্মীয় বৈচিত্র্যের বিবেচনায় শীর্ষে

৫ পৃষ্ঠার পর

উঠে এসেছে ইয়েমেন, আফগানিস্তান এবং সোমালিয়ার। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এসব দেশে ৯৯ শতাংশ মানুষ মুসলিম।

অঞ্চল হিসেবে এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চল সামগ্রিকভাবে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, আর মধ্যপ্রাচ্য-উত্তর আফ্রিকা অঞ্চল সবচেয়ে কম বৈচিত্র্যময়।

গবেষকেরা জনসংখ্যাকে সাতটি বড় ধর্মীয় শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হচ্ছে-খ্রিস্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি, অন্যান্য ধর্মের অনুসারী, ধর্মনিরপেক্ষ বা কোনো ধর্মীয় পরিচয় নেই।

প্রতিটি দেশকে ০ থেকে ১০-এর মধ্যে স্কোর দেওয়া হয়েছে।

সর্বোচ্চ স্কোর = বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে তুলনামূলক সমতা।

নিম্ন স্কোর = একটি ধর্মের প্রাধান্য। সূত্র: দ্য স্টেটসম্যান

দায়িত্ব শেষে এবার কী করবেন

৫ পৃষ্ঠার পর

বিশ্রাম নিয়ে মার্চে তিনি সেখানে যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন।

আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অধ্যাপনায় ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছেন। তিনি বলেন, খুব অপেক্ষায় আছি, কখন আমার সেই প্রিয় জীবনে ফিরে যাব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও গবেষণা নিয়েই থাকতে চান তিনি। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে আগের মতোই লেখালেখিতে মনোযোগ দিতে চান।

ভূমি উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদারও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও গণমাধ্যমের কাজে ফিরবেন।

বিদ্যুৎ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সরকারি গাড়ি ফেরত দিয়ে নতুন গাড়ি কেনার পরিকল্পনা করছেন। আসছে রমজানে ইবাদতে সময় দেওয়ার পর আবার লেখালেখি ও বই পড়ায় মনোযোগ দেবেন তিনি।

পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান দায়িত্ব শেষে আবার বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতির (বেলা) কাজে ফিরবেন।

সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ কিছুদিন নিরিবিলি থাকার পর উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা লিখবেন। পাশাপাশি ব্রতী ও মানবাধিকার বিষয়ে কাজ করবেন এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে যুক্ত নারীদের সঙ্গেও কাজ করার ইচ্ছা রয়েছে তার।

রাষ্ট্র সংস্কার ইস্যুতে জাতীয় জুলাই

৯ পৃষ্ঠার পর

জয় করেছে এবং জনগণকে সুষ্ঠু, সৎ ও কল্যাণমুখী রাজনীতির মাধ্যমে অপপ্রবণতাগুলো প্রতিরোধে সক্ষম করবে।'

সংস্কার নিয়ে তিনি বলেন, 'বিএনপির দেওয়া ৩১ দফা বিস্তৃতভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। সংস্কার কমিশনে আমরা ইতিমধ্যেই অনেকগুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষর করেছি। জুলাই সনদে যা যা সই করেছি, সব আমরা পূরণ করব।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা আনন্দিত হলেও দুঃখও বোধ করছি। আমাদের দীর্ঘকালের নেত্রী, যিনি সারাজীবন গণতন্ত্র ও অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন, তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেনড়এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।'

“O you who believe! fasting is prescribed for you as it was prescribed for those before you, that you may become righteous”-Al Quran, 2:183

1447 | 2026 Ramadan

Time Table for Ramadan

RAMADAN	DATE	DAY	STOP EATING	FAJR	ZUHR	ASR	IFTAR MAGRIB	ISHA
01	18-Feb	Wed	5:24	5:29	12:10	3:52	5:34	6:50
02	19-Feb	Thu	5:23	5:28	12:10	3:53	5:36	6:51
03	20-Feb	Fri	5:21	5:26	12:09	3:55	5:37	6:53
04	21-Feb	Sat	5:20	5:25	12:09	3:56	5:38	6:54
05	22-Feb	Sun	5:19	5:24	12:09	3:57	5:39	6:55
06	23-Feb	Mon	5:17	5:22	12:09	3:58	5:40	6:56
07	24-Feb	Tue	5:16	5:21	12:09	3:59	5:41	6:57
08	25-Feb	Wed	5:14	5:19	12:09	4:00	5:43	6:58
09	26-Feb	Thu	5:13	5:18	12:09	4:01	5:44	6:59
10	27-Feb	Fri	5:12	5:17	12:08	4:02	5:45	7:00
11	28-Feb	Sat	5:10	5:15	12:08	4:03	5:46	7:01
12	01-Mar	Sun	5:09	5:14	12:08	4:04	5:47	7:03
13	02-Mar	Mon	5:07	5:12	12:08	4:05	5:48	7:04
14	03-Mar	Tue	5:06	5:11	12:08	4:06	5:49	7:05
15	04-Mar	Wed	5:04	5:09	12:07	4:07	5:51	7:06
16	05-Mar	Thu	5:02	5:07	12:07	4:08	5:52	7:07
17	06-Mar	Fri	5:01	5:06	12:07	4:09	5:53	7:08
18	07-Mar	Sat	4:59	5:04	12:07	4:09	5:54	7:09
19	08-Mar	Sun	5:59	6:04	1:07	5:09	6:54	8:09
20	09-Mar	Mon	5:58	6:03	1:06	5:10	6:55	8:10
21	10-Mar	Tue	5:56	6:01	1:06	5:11	6:56	8:11
22	11-Mar	Wed	5:54	5:59	1:06	5:12	6:57	8:12
23	12-Mar	Thu	5:53	5:58	1:06	5:13	6:58	8:14
24	13-Mar	Fri	5:51	5:56	1:05	5:14	6:59	8:15
25	14-Mar	Sat	5:50	5:55	1:05	5:15	7:00	8:16
26	15-Mar	Sun	5:48	5:53	1:05	5:16	7:02	8:17
27	16-Mar	Mon	5:46	5:51	1:05	5:16	7:03	8:18
28	17-Mar	Tue	5:44	5:49	1:04	5:17	7:04	8:19
29	18-Mar	Wed	5:43	5:48	1:04	5:18	7:05	8:20
30	19-Mar	Thu	5:41	5:46	1:04	5:19	7:06	8:22

Salatul Fajr 20 minute after stop eating   Salatul Maghrib 20 minute after Iftar

INTENTION OF FASTING

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ يَا اللهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم

Pronunciation: Nawaitu an asuma gadam min shahri ramdanal mubaraki fardal laka ya Allahu fataqabbal minni innaka antas sami'ul aalim.

BREAKING FAST DUA

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلٰى رِزْقِكَ وَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْن

Pronunciation: Allahumma laka sumtu wa aala rijqika wa aftartu birahmatika Ya arhamar rahimin.

Lailatul Qadr

Special Dua to recite during Lailatul Qadr:
Allahumma Innaka 'afuwun tuhibbul afwa fa'afu 'anni.
(O Allah! your are the Forgiver and you like forgiving so forgive me)

Sadaqa-al-Fitr

Sadqah-al-fitr is wajib on every Muslim who possesses a Nisab, on behalf of oneself and one's family members.

নিম্নের দোয়া বেশী বেশী পড়ুন

اللهم إنك عفوٌ تحبُّ العفو فاعفُ عنّي

হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে আপনি পছন্দ করেন, কাজেই আমাকে ক্ষমা করে দিন।

বেশি বেশি কোরআন পড়ুন

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্ক

NAWABGONJ ASSOCIATION OF USA INC

44-10 Ketcham St Elmhurst NY 11373, Tel: 917-547-3774, 929-584-7010, nawabgonjassociation@yahoo.com

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনকে

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রকাশিত নথিতে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ার এই যুদ্ধকে আরও বড় পরিসরে ছড়িয়ে দিতে কতটা প্রস্তুত ছিল। চীনকে জড়িয়ে সংঘাত উসকে দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাদের।

নিক্সন ঠিক কী বলেছিলেন?

জবানবন্দিতে নিক্সন যুদ্ধের সময় বেইজিংকে দেওয়া গোপন প্রতিশ্রুতির কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর জবানবন্দির ভাষ্য ছিল এমন, রাশিয়া তখন ভারতকে সমর্থন দিচ্ছিল। অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার কারণে পাকিস্তান কারও সহায়তা পাচ্ছিল না। তবে আমরা (যুক্তরাষ্ট্র) তাদের নৈতিক সমর্থন দিচ্ছিলাম। সেই সঙ্গে আমরা গোপনে চীনকে কথা দিয়েছিলাম যে ভারত যদি পাকিস্তানে হামলা চালায় আর চীন যদি ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে আমরা তাদের (চীনকে) সমর্থন দেব।

নিক্সন বলেন, এটি কোনো সাধারণ আমলাতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত ছিল না। এমনকি তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতা ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জারও এ সিদ্ধান্ত নেননি।

কেন গোপন রাখা হয়েছিল এই জবানবন্দি?

সাত পৃষ্ঠার এই জবানবন্দি এতটাই স্পর্শকাতর ছিল যে, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির তদন্তকারী বা এমনকি গ্র্যান্ড জুরির সদস্যদের কাছেও তা প্রকাশ করা হয়নি। কঠোর নির্দেশ ছিল, এই নথি যেন কোনোভাবেই প্রকাশ্যে না আসে। এটি আলাদাভাবে সিলগালা করে ক্লাসিফায়েড হিসেবে রাখা হয়েছিল। সম্প্রতি নিউইয়র্ক টাইমস এই নথি প্রকাশ করেছে।

মূলত আশঙ্কার জায়গাটি ছিল স্নায়ুযুদ্ধ নিয়ে। তখন আশঙ্কা করা হয়েছিল, এই তথ্য ফাঁস হলে বিশ্বজুড়ে এর বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। কারণ, একটি চলমান যুদ্ধের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র গোপনে চীনকে ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা নিতে উসকানি দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। সেই সময়ে এই তথ্য জানাজানি হলে পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারত।

স্বয়ং নিক্সন তদন্তকারীদের এই বিষয়ে প্রশ্ন না করার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। তিনি সতর্ক করে বলেছিলেন, এই প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো, এতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসতে পারে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে নিক্সন দেখেছিলেন পুরোপুরি স্নায়ুযুদ্ধের আঙ্গিকে। ওই বছরের শুরুর দিকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে একটি মৈত্রী চুক্তি হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহ আরও বাড়ে যে, ভারতের অবস্থান পুরোপুরি সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে।

অন্যদিকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ সত্ত্বেও ওয়াশিংটনের কাছে পাকিস্তান ছিল কৌশলগতভাবে অপরিহার্য। এর কারণ, চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক স্থাপনে পাকিস্তান গোপন চ্যানেল হিসেবে কাজ করছিল। এই কূটনৈতিক তৎপরতার ফল হিসেবেই ১৯৭২ সালে নিক্সন ঐতিহাসিক বেইজিং সফরে যান।

জবানবন্দিতে নিক্সন উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের এই ভূমিকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের তাদের প্রতি বড় ধরনের দায়বদ্ধতা ছিল। তাঁর ভয় ছিল, ওই সময়ে পাকিস্তানের পাশ থেকে সরে গেলে চীনের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হবে।

শুধু কোনো ভূখণ্ড দখলের লড়াই নয়; ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সৃষ্ট মানবিক ও কৌশলগত সংকটের ফল। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের রায়ের পর পাকিস্তানি বাহিনী যখন নির্মম দমন-পীড়ন শুরু করে, তখন লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নেয়। এটি ভারতের জন্য বড় ধরনের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করে।

ভারত শুরুতে ইসলামাবাদের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ায়, ভারত ১৯৭১ সালের আগস্টে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা চুক্তি সই করে। এরপর ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমান হামলা চালালে পুরোদমে যুদ্ধ শুরু হয়।

পূর্ব ফ্রন্টের এই যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ১৩ দিন। ভারতীয় বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ অভিযানের মুখে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। জন্ম হয় স্বাধীন বাংলাদেশের। এই ঘটনা দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যই বদলে দেয়।

চীন কি যুক্তরাষ্ট্রের কথায় সাড়া দিয়েছিল?

শেষ পর্যন্ত চীন অবশ্য সামরিক হস্তক্ষেপ করেনি। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন বাংলাদেশের।

তবে প্রকাশিত জবানবন্দি থেকে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, চীন হস্তক্ষেপ করলে যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছিল। প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতার কথা বললেও গোপনে তারা ভারতের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিয়েছিল। যুদ্ধের সময় বঙ্গোপসাগরে মার্কিন নৌবহর (সপ্তম নৌবহর) পাঠানোর ঘটনাও ছিল সেই পরিকল্পনারই অংশ। তখন একে ভারতের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্ট হুমকি হিসেবেই দেখা হয়েছিল।

এই নতুন তথ্য ভারতের দীর্ঘদিনের অভিযোগকে নতুন করে শক্ত ভিত্তি দিয়েছে। বরাবরই ভারতের দাবি ছিল, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে ভারতের লক্ষ্যের বিরোধিতা করেছে। একই সঙ্গে এটি দেখায়, ওই সময় দক্ষিণ এশিয়া কতটা বড় সংঘাতের মুখে ছিল। একাধিক পরাশক্তি জড়িয়ে পড়লে যুদ্ধের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। পর্দার আড়ালে নেওয়া সিদ্ধান্তগুলো দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে নিয়ে যেতে পারত। - টাইমস অফ ইন্ডিয়া

এ বিজয় বাংলাদেশের, এ বিজয়

৯ পৃষ্ঠার পর

আক্রমণ মেনে নেওয়া হবে না বলেও মন্তব্য করেন তারেক রহমান।

অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকার, নির্বাচন কমিশন, বিচার বিভাগ, প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ধন্যবাদ জানান তারেক রহমান। দেশি-বিদেশি গণমাধ্যম ও পর্যবেক্ষকদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, '১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা শহীদ ও হতাহত হয়েছেন, তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। যাদের রক্তের বিনিময়ে আজকের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ, তাদের অবদান জাতি চিরকাল স্মরণ রাখবে।'

এ সময় তিনি প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কথা স্মরণ করে বলেন, 'দেশের এমন এক আনন্দঘন সময়ে তাঁর অনুপস্থিতি দলকে ভারাক্রান্ত করেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান জাতি কখনো ভুলবে না।'

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও মানবিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তারেক রহমান বলেন, 'এখন দেশ গড়ার পালা। দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং জনগণের প্রতি জবাবদিহিতার মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি নিরাপদ, মানবিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখতে হবে।'

সবশেষে বিশ্বের গণতান্ত্রিক শক্তি, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং দেশের স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণকে আবারো অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান তারেক রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এছাড়াও দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, ড. আবদুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, ইকবাল হাসান মাহমুদ চৌধুরী, মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ সালাহউদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান উপস্থিত ছিলেন।

তারেককে বিজয়ের অভিনন্দন,

৮ পৃষ্ঠার পর

শুরু করে ফলাফল ঘোষণার পরবর্তী সময় পর্যন্ত আপনার রাজনৈতিক শিষ্টাচার, সংযম, দায়িত্বশীল বক্তব্য এবং কর্মীদের প্রতি শান্তিপূর্ণ আচরণের আহ্বান দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আপনার দলের গঠনমূলক সমর্থন, পরামর্শ ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।" জামাত বাংলাদেশের বিরোধী শক্তি হিসাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে বলেও আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

জামাতের সঙ্গে আসন সমঝোতা করে ভোটে লড়েছিল নাহিদ ইসলামের দল এনসিপি। ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে তারা ছ'টিতে জিতেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রবল গণঅভ্যুত্থান গড়ে উঠেছিল, তার প্রেক্ষাপটেই গ□□ড়ে উঠেছে এই দল। নবীন দল হিসাবে এনসিপির অর্জনকে 'অসাধারণ' বলে উল্লেখ করেছেন ইউনূস। পৃথক বিবৃতিতে নাহিদের উদ্দেশে লিখেছেন, "আপনার নেতৃত্বে এনসিপি যে দৃঢ়তায় নির্বাচনে লড়েছে, তা বাংলাদেশের ইতিহাসে তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে। এই সাফল্য কেবল নির্বাচনী পরিসংখ্যানের বিষয় নয়। এটা তরুণ প্রজন্মের আত্মপ্রত্যয়, স্বপ্নের শক্তিশালী প্রকাশ।" নাহিদের নেতৃত্ব ২০২৪ সালের উত্তাল দিনে আন্দোলনকে সুশৃঙ্খল করে তুলেছিল বলে মনে করেন ইউনূস। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা রূপে কিছু দিন নাহিদের সঙ্গে কাজ করার কথাও আলাদা করে বিবৃতি তিনি স্মরণ করেছেন। তাঁর মতে, "অল্প সময়ে আপনার দলের এই সাফল্য প্রমাণ করে, বাংলাদেশের তরুণ সমাজ নীতিনিষ্ঠ, আদর্শভিত্তিক রাজনীতির প্রতি আস্থা রাখতে প্রস্তুত। এই আস্থা রক্ষা করা আপনাদের বড় দায়িত্ব।" উল্লেখ্য, হাসিনার দল আওয়ামী লীগের কার্যক্রম বাংলাদেশে নিষিদ্ধ। ফলে তারা এই ভোটে লড়তে পারেনি।

আইনের শাসন সবার জন্য সমান

৯ পৃষ্ঠার পর

কাঠামোর মধ্যেই পুনর্গণনা ও আইনি প্রতিকারের চেষ্টা চালানো হবে বলে জানান তিনি। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পাওয়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-নেতৃত্বাধীন জোট একটি শক্তিশালী জাতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, কিন্তু বর্তমান নির্বাচন পদ্ধতিতে বিপুল ভোটের যথাযথ প্রতিফলন হচ্ছে না।

তিনি আরও বলেন, যেসব আসনে অনিয়ম, বিলম্ব বা বিরোধের অভিযোগ রয়েছে, সেখানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি। একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহিংসতা ও বেআইনি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার অনুরোধ করেন।

নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানান, গেজেট প্রকাশের তিন দিনের মধ্যে নবনির্বাচিত এমপিদের শপথ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এছাড়া রমজানের আগেই দ্রুত শপথ সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে চীনের প্রভাব ঠেকাতে

৮ পৃষ্ঠার পর

এদিকে, মন্তব্য জানতে চাইলে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। রাষ্ট্রদূত ক্রিস্টেনসেন আরও বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন "আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি ভালো সম্পর্ক দেখতে চায়।" শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকে নয়াদিল্লি-ঢাকা সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে দুই দেশের ভিসা সেবা ও ক্রিকেট সম্পর্কেও।

বাণিজ্যিক কূটনীতিতে অগ্রাধিকার

ক্রিস্টেনসেন বলেন, অনেক মার্কিন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। তবে তারা চায়, নতুন সরকার শুরুতেই স্পষ্টভাবে জানাক যে দেশটি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত।

ফাঁকা মাঠে জামাত গোল দিতে

৫০ পৃষ্ঠার পর

ভাল হয়েছে, এ কৃতিত্ব সেনাবাহিনী'র। ড. ইউনুস, জামাত, এনসিপি'র সকল ষড়যন্ত্র সেনাবাহিনী নস্যাৎ করে দিয়েছে। ইউনুস দ্রুত দেশ ছাড়বেন। এনসিপি এখনো হম্বিতম্বি করলেও শিগগিরই হারিয়ে যাবে, এর নেতারা পালতে শুরু করেছে। আওয়ামী লীগের নীচের স্তরের নেতারা ঘরে ফিরতে পারবেন, ওপরের স্তরের নেতাদের জন্যে আপাতত কোন সুসংবাদ নেই? পঁচাত্তরের পট-পরিবর্তনের পর যেমন আওয়ামী লীগ পুনর্গঠিত হয়েছিল এবারো এর ব্যতিক্রম হবেনা। তারেক জিয়া যত সফল হবেন, আওয়ামী লীগের প্রত্যাবর্তন ততটা বিলম্বিত হবে? এবারের নির্বাচনের ভাল দিক হচ্ছে, জামাত ফাঁকা মাঠেও গোল দিতে পারেনি। খারাপ দিক হচ্ছে, স্বাধীনতা বিরোধী জামাত বিরোধী দলে বসবে।

বিএনপি'র এতবড় বিজয়ের বহুবিধ কারণ থাকলেও সম্ভবত: 'ফ্যামিলি কার্ড' গরিব মানুষের মনে আশার এল জ্বালিয়েছে। মাসে আড়াই হাজার টাকা হয়তো কিছুই না, কিন্তু যার কিছুই নাই, তার কাছে অনেক কিছু। এই প্রথম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নৌকার বাইরে গিয়ে ব্যাপকভাবে বিএনপি'র প্রার্থীদের ভোট দিয়েছে। আওয়ামী লীগের ভোট বর্জনের আহবান সত্বেও যারা ভোট দিতে বাধ্য হয়েছে, তারা বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। জামাতের নারী বিরোধী ভূমিকা বিএনপি'র পক্ষে গেছে। ড. শফিক কর্মজীবী নারীদের ;পতিতা বলেছেন। জামাত একজন নারীকে মনোনয়ন দেয়নি। শোনা যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদী আসবেন তারেক জিয়ার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে। খালেদা জিয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে এসে জয়শঙ্কর দেখা করেছিলেন তারেক জিয়ার সাথে, ড. ইউনূসের সাথে দেখা করেননি। সজীব ওয়াজেদ জয় ইঙ্গিত করেছেন যে, তিনি তারেক জিয়ার সাথে বসতে রাজি আছেন। ৭১'র দানব ঠেকাতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্ত বিএনপিকে ভোট দিয়েছে। এই নির্বাচন সম্ভবত: বাংলাদেশকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবে জুলাই যোদ্ধাদের খবর আছে, এদের কারণেই সাঈদী পুত্র, মীর কাশেম পুত্র, সাকা পুত্র এমপি হয়েছেন। কুড়িগ্রামে জামাত সন্ত্রাসী আতিক মুজাহিদ জিতেছেন, তিনিও সেভেন-সিষ্টার দখলের নায়ক? এরফলে ভারতের কুচবিহারে অস্ত্রের ঝনঝনানি বেড়ে যেতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ লাগোয়া ঠাকুরগাঁও ২, রাজশাহী ১, রংপুর ২, মিলফামারির ৩, সাতক্ষীরার ৪ আসন, চাপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা আসনে জামাত জিতেছে। অর্থাৎ ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে মৌলবাদ বাড়ছে। কর্নেল অলি আহমদ বিএনপি ছেড়ে জামাতে গিয়েছিলেন, তিনি হেরেছেন। এটি ভাল হয়েছে। জামাত ক্ষমতায় গেলে হয়তো অলিকেই স্বাধীনতার ঘোষক বানিয়ে দিতো। মামুনুল হক, নাসিরুদ্দিন পাটোয়ারী, সারজিস, ব্যারিষ্টার ফুয়াদ, শিশির মনির হেরেছেন। বিএনপি'র ভুলে কুমিল্লা থেকে অটোপাস করেছেন হাসনাত আব্দুল্লাহ। ঢাকা-১১ থেকে নাহিদ ইসলাম নাকি হেরে যাচ্ছিলো, পরে ইউনুস তাকে জিতিয়ে দিয়েছেন। একই গল্প শুনলাম ড. শফিকের ক্ষেত্রেও। মাহফুজ নির্বাচন করেননি। জারা ভোট বর্জন করেছেন। নিউইয়র্কে ডিম্ খাওয়া আখতার হোসেন জিতেছেন। যশোরে ৬জনের মধ্যে জামাতের ৫জন জিতেছেন। খুলনায় হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় জামাত ভাল ভোট পেয়েছে। গয়েশ্বর রায় এবার প্রথম এমপি হয়েছেন,স্বাধীনতার পর এই প্রথম ঢাকা থেকে কোন হিন্দু এমপি হলেন। বেয়াই বিএনপি'র নিতাই রায় চৌধুরী জিতেছেন। জামাত ও এনসিপি একজন করে সংখ্যালঘু প্রার্থী দিয়েছিলেন, তারা হেরেছেন। জয়ী তৃতীয় হিন্দু হলেন রাঙামাটির দীপেন দেওয়ান। জয়ী অপর সংখ্যালঘু হলেন সাচিং প্রু। বিজয়ী ৪জন সংখ্যালঘুর সবাই বিএনপি'র। বিএনপি মোট ৬জন সংখ্যালঘুকে প্রার্থী করেছিল, বাকি দু'জন হেরেছেন। এঁরা হচ্ছেন, বাগেরহাটের কপিল কৃষ্ণ মণ্ডল ও সোমনাথ দে। জামাত ও এনসিপি ১জন করে হিন্দু প্রার্থী দেয়, তারা হেরেছেন। এরা হলেন, খুলনার জামাত প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী এবং মৌলভীবাজারের এনসিপির প্রার্থী প্রীতম দাশ। বরিশালে ডাঃ মনীষা চক্রবর্তী বিপুল ভোটে পরাজিত হয়েছেন। তিনি ভাল মানুষ, জনহিতৈষী, তার জেতার কথা নয়, পেয়েছেন মাত্র ২২হাজার ভোট। আমির হামজা বলেছিলেন যে, ড. শফিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হতে না পারলে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে দেশ। আমরা দেখছি পুরো বাংলাদেশ হাঁসছে। নিউইয়র্ক, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

যুক্তরাষ্ট্রে আইসিই হেফাজতে সেই

৫০ পৃষ্ঠার পর

মাস্ক পরিহিত সশস্ত্র এজেন্টরা আলিয়াকে গাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামাচ্ছেন। আলিয়া বারবার চিৎকার করে বলছিলেন, "আমি প্রতিবন্ধী", কিন্তু এজেন্টরা তা কানেই তোলেনি। এমনকি একজন অফিসার ছুরি দিয়ে তার সিটবেল্ট কেটে তাকে মাটিতে ফেলে দেয়। পরে তাকে হাত-পা বেঁধে পশুর মতো পাঁজাকোলা করে একটি গাড়িতে তোলা হয়।

আলিয়া রহমান শুনানিতে জানান, তাকে আটক করার সময় তার আইনি অধিকার সম্পর্কে কিছুই জানানো হয়নি। এমনকি তাকে কোনো ফোন কল করতে বা আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হয়নি। ডিটেনশন সেন্টারে তাকে মানুষ হিসেবে নয়, বরং 'বডি' হিসেবে সম্বোধন করা হতো। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে আলিয়ার হাঁটার জন্য লাঠির প্রয়োজন ছিল, কিন্তু তাকে তা দিতে অস্বীকার করা হয়। একপর্যায়ে তিনি কথা বলার ক্ষমতা হারাতে শুরু করলেও তাকে কোনো সাহায্য করা হয়নি। তিনি সেলের মেঝেতে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে তার সহবন্দীদের চিৎকারে তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়।' আলিয়ার আইনজীবী অ্যালেক্সা ভ্যান ব্রান্ট বলেন, "আলিয়া রহমান আজ বেঁচে আছেন এটাই ভাগ্যের ব্যাপার।" তিনি জানান, আলিয়ার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের অভিযোগ ছিল না, তবুও তাকে এভাবে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছে। ম্যাকার্থার জাস্টিস সেন্টার এখন তার পক্ষে আইনি লড়াই লড়ছে। অন্যদিকে, আইসিই তাদের অফিসিয়াল এক্স (টুইটার) হ্যান্ডেলে একটি খণ্ডিত ভিডিও পোস্ট করে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা করেছে। তবে স্থানীয় বাসিন্দা ও মানবাধিকার কর্মীরা এই বর্বরোচিত অভিযানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন।

আলিয়া রহমান কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমরা নিজেদের একটি সভ্য জাতি বলি, কিন্তু কোনো নিয়ম-কানুন বা জবাবদিহিতা নেই যে একজন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা অন্য একজন মানুষের সাথে কী করতে পারেন।"

অভিনন্দন

বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কান্ডারী
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

সারোয়ার খান বাবু

যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি

ফোন: 347-665-7580

মর্টগেজ
এর মাধ্যমে বাড়ি কিনুন
স্বল্প আয়?
কোনো সমস্যা নেই
ডিরেক্ট লেন্ডার
কোনো আয় দেখানোর প্রয়োজন নেই,
ব্যাংক স্টেটমেন্টও লাগবে না
এক বছর ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) এবং মাত্র ৫%
ডাউন পেমেন্ট দিয়ে বাড়ি কিনতে পারবেন
ট্যাক্সি ক্যাব ও ব্যবসার মালিকদের
জন্য রয়েছে বিশেষ প্রোগ্রাম
হোমকেয়ারে যারা কাজ করেন
তাদের জন্যও থাকছে বিশেষ সুবিধা
যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে,
তারাও বাড়ি কিনতে পারবেন
SMG FUNDING
MEADOWBROOK
139-27 QUEENS BLVD, SUITE2,
JAMAICA, NY 11435
AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

Empire Care Agency
LHCSA Licensed Home Health Care
PCA / HHA SERVICE
WHY CHOOSE US?
We Pay The
Highest Rate
Our Experienced Nurse Will
Advocate for your more Hours
হোম কেয়ার সেবা দিয়ে
অর্থ উপার্জন করুন
আমরা
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
দিয়ে থাকি
OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping
$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver
WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH
NURUL AZIM
CEO
516-451-3748
119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415
516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

প্রাণঢালা অভিনন্দন
বাংলাদেশের ভবিষ্যতের কান্ডারী
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
বিল্লাল চৌধুরী
রিয়েল এষ্টেট ইনভেষ্টর ও
যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি
ফোন: 718-749-4045

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যচুক্তিতে দুশ্চিন্তায়

১০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশে রপ্তানি করবে, তার ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশের পোশাকের শুল্কমুক্ত কোটা নির্ধারণ করা হবে। অর্থাৎ, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কাঁচামাল কিনলে তবেই ওই কাঁচামাল দিয়ে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে এই বিশেষ শুল্কছাড় পাবে বাংলাদেশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ভারত বাংলাদেশে ১৪৭ কোটি ডলারের সুতি সুতা রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশই এখন ভারতীয় সুতার সবচেয়ে বড় বাজার। এ ছাড়া গত বছর ১২ থেকে ১৪ লাখ বেল তুলাও রপ্তানি হয়েছে বাংলাদেশে। পরিসংখ্যান বলছে, বাংলাদেশের মোট পোশাক রপ্তানির প্রায় ২০ শতাংশই যায় যুক্তরাষ্ট্রে। অন্যদিকে ভারতের সুতি পোশাক রপ্তানির ২৬ শতাংশের গন্তব্য ওই একই দেশ। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির মহাসচিব চন্দ্রিমা চ্যাটার্জি বলেন, “আমার আশঙ্কা, এই চুক্তির তাৎক্ষণিক নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ভারতীয় সুতার ওপর। কারণ, শুল্কসুবিধা পেতে বাংলাদেশ এখন ভারত থেকে সুতা না কিনে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আমদানি করবে এবং নিজেদের কারখানায় সুতা তৈরি করবে” তিরুপুর এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কে এম সুব্রামানিয়ানের উদ্বেগ অবশ্য অন্য জায়গায়। তিনি বলেন, “বাংলাদেশের কোনো রপ্তানিকারক হয়তো মাত্র ১০ শতাংশ মার্কিন তুলা ব্যবহার করে দাবি করবেন যে তিনি ১০০ শতাংশই ব্যবহার করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে এই কাঁচামালের সঠিক উৎস যাচাই করবে? পোশাক খাতে বাংলাদেশ এমনিতেই অনেক শক্তিশালী, ফলে প্রতিযোগিতায় আমরা পিছিয়ে পড়তে পারি” ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের টেক্সটাইল বিষয়ক জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় কে জেইন মনে করেন, এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের নিট ও ওভেনড়উভয় ধরনের পোশাক রপ্তানি বাড়বে। অন্যদিকে টি-শার্ট ও মেয়েদের টপসের মতো শতভাগ সুতি পণ্যের বাজারে ভারত তার প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাবে। তবে সব ভারতীয় ব্যবসায়ী যে খুব চিন্তিত, তা নয়। কোয়েম্বাটুরের একজন পোশাক রপ্তানিকারক জানান, বিদ্যুতের সংকটে বাংলাদেশের টেক্সটাইল মিলগুলো এমনিতেই ধুঁকছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা এনে সুতা তৈরি করে তারা কতটা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়। কটন টেক্সটাইল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক সিদ্ধার্থ রাজগোপাল বলেন, “বাংলাদেশে তুলা বা কৃত্রিম আঁশ (এমএমএফ) উৎপাদন হয় না। ১৯ শতাংশ শুল্কছাড় পেতে হলে তাদের যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এসব কিনতে হবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা আনার সময়, পরিবহন ও মজুত করার খরচও বিবেচনায় নিতে হবে। তাছাড়া সব পণ্য মার্কিন তুলা দিয়ে বানানো সম্ভব নয়। ফলে বাংলাদেশে রাতারাতি সরবরাহ ব্যবস্থায় বড় কোনো পরিবর্তন হবে না। এসব বাস্তবায়ন সময়সাপেক্ষ। বিষয়টি ২০০০ সালের আগের কোটা প্রথার কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে” এদিকে অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের (এইপিসি) চেয়ারম্যান এ শক্তিভেল বলেন, “আমরা ভারত সরকারের কাছে আবেদন করব, যেন বাংলাদেশের মতো আমাদের পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্যও যুক্তরাষ্ট্রের কাছে একই ধরনের সুবিধা চাওয়া হয়”

৮ মাসের মধ্যে জানুয়ারিতে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ

১০ পৃষ্ঠার পর

বিবিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে মূল্যস্ফীতি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ১৭ শতাংশ, যা নভেম্বর মাসে বেড়ে দাঁড়ায় ৮ দশমিক ২৯ শতাংশে। এরপর ডিসেম্বর মাসে এটি আরও বেড়ে ৮ দশমিক ৪৯ শতাংশে পৌঁছায় এবং সবশেষ জানুয়ারিতে তা ৮ দশমিক ৫৮ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত বছরের মে মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ শতাংশের সামান্য বেশি। এরপর কয়েক মাস কিছুটা কম থাকলেও এখন তা পুনরায় উর্ধ্বমুখী প্রবণতায় রয়েছে।

বিবিএসের তথ্যানুসারে, ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৮.২৯ শতাংশ হয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এই খাতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.৭১ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে খাদ্য খাতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.৭২ শতাংশ। অন্যদিকে, খাদ্যবহির্ভূত খাতে মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮.৮১ শতাংশে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে এই হার ছিল ৯.১৩ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে ছিল ৯.৩২ শতাংশ। বিবিএস নিয়মিতভাবে দেশের পণ্য ও সেবার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করে এই প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে।

মার্কিন তুলায় তৈরি পোশাক

১০ পৃষ্ঠার পর

সোমবার রাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূস জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশ একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে সব রপ্তানির ওপর ১৯ শতাংশ শুল্ক এবং কিছু পোশাকের জন্য শূন্য শুল্ক হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, মার্কিন তুলা ও কৃত্রিম সুতা ব্যবহার করে বাংলাদেশে তৈরি নির্দিষ্ট কিছু বস্ত্র ও পোশাক পণ্যের ওপর শূন্য শুল্ক হার প্রযোজ্য হবে। অধ্যাপক ইউনূস বলেছেন, এই চুক্তি মার্কিন নীতির সঙ্গে বাংলাদেশকে খাপ খাইয়ে নিতে সহায়তা করবে।

বাংলাদেশের রপ্তানি করা পোশাকের বড় অংশ যায় যুক্তরাষ্ট্রের খুচরা বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান জেসিপেনি, টার্গেট ও ওয়ালমার্টে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, চীনের পর তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ। এপ্রিল মাস থেকেই ওয়াশিংটনের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে আসছিল অন্তর্বর্তী সরকার। তখন যুক্তরাষ্ট্র থেকে আরও বেশি তুলা কেনার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। ঢাকার উদ্বেগ ছিল, ট্রাম্পের শুল্ক দেশটির অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে পরিচিত এই শিল্পের জন্য হুমকি হতে পারে। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ আসে এই খাত থেকে।

বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম পোশাক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উর্মি গ্রুপের প্রধান নির্বাহী আসিফ আশরাফ বলেন,ওমার্কিন তুলা দিয়ে তৈরি পণ্যের ওপর শূন্য শুল্ক সুবিধা অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রে আমাদের রপ্তানি বাড়াবে৷ বিশেষ করে নিট পোশাকের ক্ষেত্রে এটি বেশি কার্যকর হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই শুল্কমুক্ত সুবিধা বাংলাদেশকে ভারতের তুলনায় এগিয়ে রাখবে। ভারতের বস্ত্র ও পোশাক খাতের সবচেয়ে বড় রপ্তানি বাজারও যুক্তরাষ্ট্র। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘোষিত অন্তর্বর্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তির আওতায় ভারত শ্রমঘন পণ্যের বিক্রি বাড়ানোর আশা করছে।

ঢাকার এক উর্ধতন কর্মকর্তা বলেন,ওএই চুক্তির ফলে আমাদের পোশাক শিল্পের সক্ষমতা ভারতের চেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে৷ তিনি ধারণা করছেন, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে পোশাক খাতের কাঁচামাল আমদানি আরও ১০০ কোটি ডলার বাড়াতে পারবে৷যা বর্তমানে প্রায় ২০০ কোটি ডলার।

গত বছর ভারতের ওপর আরোপিত শুল্ক ৫০ শতাংশ থাকলেও ট্রাম্প প্রশাসন ভারতীয় আমদানির ওপর শুল্ক কমিয়ে ১৮ শতাংশ নির্ধারণ করেছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে ট্রাম্পের আলাপের পর এই সিদ্ধান্ত আসে। ওয়াশিংটন জানিয়েছে, তারা নয়াদিল্লির কাছ থেকে রুশ তেল কেনা বন্ধের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছে। তাদের মতে, রুশ তেল ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেন যুদ্ধে রসদ জোগাতে সহায়তা করছে।

দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণায় ভারতের মার্কিন তুলা আমদানির কোনো উল্লেখ ছিল না।

কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি জানিয়েছে, তারা বাংলাদেশি কিছু বস্ত্র ও পোশাক পণ্যের ওপর শূন্য মার্কিন শুল্ক হারের বিষয়ে স্পষ্টতার অপেক্ষায় আছে। তাদের মতে, এটি ভারতের বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানিকারকদের জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করবে, কারণ তাদের একক বৃহত্তম বাজার যুক্তরাষ্ট্র।

নয়াদিল্লির এক বিশ্লেষক বলেছেন, মার্কিন উপকরণ দিয়ে তৈরি বাংলাদেশি বস্ত্র ও পোশাক রপ্তানির ওপর শূন্য শতাংশ শুল্কের এই সুযোগ ভারতকে বেশ অসুবিধায় ফেলবে।

ভারতীয় বাণিজ্য অর্থনীতিবিদ বিশ্বজিৎ ধর বলেন,ওআমাদের কর্মকর্তারা বলছিলেন যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে শ্রমঘন খাত, বিশেষ করে পোশাকে আমরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকব, কারণ শুল্কের পার্থক্য ছিল। সেই সুবিধা এখন আর রইল না৷

বাংলাদেশের ওপর শুল্ক কমিয়ে ১৯

১০ পৃষ্ঠার পর

শেখ বশিরউদ্দীন ও মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রিয়ার।

এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী ও বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। এ চুক্তি নিয়ে গত বছরের এপ্রিল থেকে প্রায় ৯ মাস ধরে আলোচনা চলছিল।

এ চুক্তি নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে আলোচনা প্রক্রিয়ায় সার্বিক নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রশংসা করেন গ্রিয়ার জেমিসন। সেই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলকে তাদেরওঅসাধারণ প্রচেষ্টা৷র জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, এই চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য নীতির সঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও উপযুক্ত করবে।

চুক্তি সইয়ের পর বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, এই চুক্তির মাধ্যমে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক এক নতুন ঐতিহাসিক স্তরে পৌঁছেছে। এর ফলে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র একে অপরের বাজারে আগের চেয়ে অনেক বেশি প্রবেশাধিকার পাবে।

এর আগে বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কহার ছিল ৩৭ শতাংশ, যা গত বছরের আগস্টে কমিয়ে ২০ শতাংশ করা হয়। নতুন চুক্তির মাধ্যমে তা আরও এক শতাংশ কমানো হলো।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান বলেন, ২০ শতাংশ থেকে শুল্কহার ১৯ শতাংশে নামিয়ে আনা বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের জন্য আরও সুবিধা বয়ে আনবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট কিছু বস্ত্র ও পোশাকপণ্যে শূন্য শুল্ক সুবিধা বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে উল্লেখযোগ্য গতি সঞ্চার করবে। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে এই চুক্তির প্রধান আলোচক ছিলেন।

চুক্তিটি সোমবার উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে অনুমোদন পেয়েছে। দুই দেশ প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারি করলে এটি কার্যকর হবে। সংশোধিত শুল্ক হারের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে পোশাক রপ্তানিকারক প্রধান দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রয়েছে।

বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের ওপর যেখানে ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, সেখানে ভারত কিছুটা কম ১৮ শতাংশ শুল্ক নিশ্চিত করতে পেরেছে। এছাড়া পাকিস্তান, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার পণ্যের ওপরও ১৯ শতাংশ হারে শুল্কারোপ করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে চীন এখনও শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এর পরই ভিয়েতনামের অবস্থান। বর্তমানে বাংলাদেশ এই তালিকার তৃতীয় ও ভারত চতুর্থ অবস্থানে আছে। গত বছরের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ পাল্টা শুল্ক আরোপ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে শুল্ক কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা জোর আলোচনা শুরু করে। নীতিনির্ধারকরা এর আগে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এ হার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। বাণিজ্য সচিব বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের কোনো দেশকেই ১৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক সুবিধা দেয়নি। তিনি আরও বলেন, সম্প্রতি সই হওয়া যুক্তরাষ্ট্র-ভারত বাণিজ্য চুক্তি হয়তো বাংলাদেশের ফলাফলের ওপর প্রভাব ফেলেছে; এর পেছনে ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করতে পারে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ডব্লিউটিও সেলের সাবেক মহাপরিচালক মো. হাফিজুর রহমান বলেন, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনায় ভারত বাড়তি নমনীয়তার সুবিধা পেয়েছে। তবে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা নিয়ে উদ্বেগের তেমন কোনো কারণ নেই বলে তিনি মনে করেন।

বাংলাদেশের স্বল্প শ্রমব্যয় ও কম উৎপাদন খরচের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি টিবিএসকে বলেন,ও১৯ শতাংশ শুল্কারোপ করা হলেও যুক্তরাষ্ট্রের পোশাক বাজারে ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে বাংলাদেশকে খুব একটা বেগ পেতে হবে না৷

শুল্ক সমন্বয়ের পাশাপাশি এ চুক্তিতে বেশ কিছু বাণিজ্যিক ও কৌশলগত প্রতিশ্রুতি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত তুলা ব্যবহার করে বাংলাদেশে তৈরিকৃত পোশাকের ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে মার্কিন প্রশাসন। এটি উভয় দেশের বস্ত্র খাতের সরবরাহ চেইনের জন্য লাভজনক হতে পারে। বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, বাণিজ্যিক টানাপোড়েন কমানোর বৃহত্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে ২৫টি বিমান কিনতে সম্মত হয়েছে বাংলাদেশ। এর আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০-৩৫ হাজার কোটি টাকা।

এ চুক্তিতে আরও যেসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তা হলো৷যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, গম, সয়াবিন ও এলএনজি আমদানি; ই-কমার্সের ওপর শুল্কারোপ না করা; মেধাস্বত্ব-সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের মানদণ্ড মেনে চলা ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সংস্কারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবগুলোকে সমর্থন দেওয়া।

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এটর্নি

Khairul Bashar, ESQ., MBA., LL.M.
Attorney At Law
Dual-Qualified Exclusive Immigration Focus
আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করি
- ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (I-601, I-601A & I-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
- U-ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1, EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

(718) 775-8509 (212) 464-8620

New York Office:
7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
khairul@basharlaw.com

D.C. Office:
1629 K Street NW, Suite 300
Washington D.C. 20006
(By Appointment Only)
(888) 771- 4529

OPEN 6 Days (M-S)
info@basharlaw.com
+1(202) 983 - 5504
Manhattan Meeting Location Available (By Appointment Only)

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com
*Dual-Qualified Admitted in Washington, D.C., Alabama and Bangladesh
Practice Solely U.S.Immigration & Nationality Law in all 50 States.

শফিকুরদের উত্থান কি চাপে ফেলে

৮ পৃষ্ঠার পর

ও তার সহযোগীরা। হাসিনার জমানায় যুদ্ধাপরাধে একাধিক নেতার ফাঁসির পরে হতোদ্যম জামাত নেতৃত্ব হাঁপ ছেড়েছিলেন ২০২৪ সালের ক্ষমতার পালাবদলের পরে। এ বারের ভোটের ফল মূলস্রোতের রাজনীতিতে প্রথম বার বড় শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিয়েছে তাঁদের। অতীতে খালেদা জিয়া, এমনকি, শেখ হাসিনার জমানাতেও ভারতবিরোধী কট্টরপন্থী জঙ্গি সংগঠনগুলিকে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে জামাতের বিরুদ্ধে। ফলে নয়াদিল্লির কাছে জামাতের উত্থানের বিষয়টি উদ্বেগেরই হওয়ার কথা।

এ বারের ভোটে জামাতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলের জোটের অংশ ছিল ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের একাংশের গড়া দল জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এবং খেলাফত মজলিস, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের মতো ইসলামপন্থী দলগুলি। ভোটের পরে কেন্দ্রওয়াড়ি বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, অন্তত তিন ডজন কেন্দ্রে জয়ী বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে কড়া টক্কর দিয়েছে এই জোট। আসনরফা নিয়ে জামাতের সঙ্গে মতবিরোধের জেরে 'বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ইসলামপন্থী দল' হিসাবে পরিচিত 'ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রধান সৈয়দ রেজাউল করিম ('চরমোনাই পীর' নামে পরিচিত ধর্মগুরু) আলাদা ভাবে আড়াইশোর বেশি আসনে প্রার্থী না দিলে বিএনপি এ বার আরও চাপে পড়ত বলে ভোটপণ্ডিতদের অনেকের ধারণা।

অথচ মাত্র আট বছর আগে ২০১৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই জামাত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল বিএনপির 'ধানের শিষ' প্রতীকে! বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সে দেশের নির্বাচন কমিশন যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত জামাতের 'রাজনৈতিক দল' হিসাবে স্বীকৃতি বাতিল করায় তৎকালীন বিএনপি প্রধান তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ২২টি আসন ছেড়েছিলেন জামাতকে। সেই আসনগুলিতে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম মুখ জেনারেল জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপির প্রতীকে লড়েছিলেন 'মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি' হিসাবে পরিচিত জামাতের প্রার্থীরা। বস্তুত, এ বারের নির্বাচনেও মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহ্যবাহী প্রধান শক্তি আওয়ামী লীগের উপর জামাত 'ভর' করেছে বলে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। ভোটের ফল দেখে অনেকে মনে করছেন, 'নিষিদ্ধ' আওয়ামী লীগের কর্মী-সমর্থকদের একাংশের ভোট জামাতের দিকে গিয়েছে।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি এ বার ছিল একেবারে ভিন্ন। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' থেকে জন্ম নেওয়া হিংসাত্মক গণবিক্ষোভের জেরে ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ছাত্র-যুবদের সেই আন্দোলনের মূল মদতদাতা ছিল জামাত। এর পরে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের জমানায় নির্বিচারে আক্রমণ হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর। পাশাপাশি, লীগের অনেক নেতাকে গ্রেফতারও করা হয়। বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, ভোটের আগে স্থানীয় স্তরের অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে জামিনে মুক্ত করাতে তৎপর ছিলেন জামাত নেতারা! লক্ষ্যটা ছিল খুব স্পষ্টও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে না-পারার কারণে ওই নেতা এবং তাঁর অনুগামীদের ভোট যেন জামাত শিবিরের দিকে আসে। হাসিনার ভোট বয়কটের আহ্বান সত্ত্বেও স্থানীয় স্তরে 'আমির' (জামাতের প্রধানকে এই নামেই সম্বোধন করা হয়) শফিকুর রহমানের এই কৌশল আংশিক কাজে লেগেছে বলে ভোটের ফলাফল দেখে মনে করছেন অনেকে।

রাজনৈতিক কৌশলে বদল আনার এই পদক্ষেপের অংশ হিসাবেই গত বছর প্রথম বার জামাতের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতারা ঢাকার রায়েরবাজার গণহত্যা স্মৃতিসৌধে গিয়ে ১৯৭১ সালের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। যা মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে দলের অবস্থানের সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাসের ইঙ্গিত দিয়েছিল। নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টায় সংখ্যালঘু, বিশেষত হিন্দুদের সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব এবং সৌভ্রাতৃত্বের কথাও ভোটের আগে বার বার বলেছেন জামাতের নেতারা। এমনকি, খুলনা-৩ আসনে কৃষ্ণ নন্দী নামে এক হিন্দু ব্যবসায়ীকেও প্রার্থী করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু মহিলাদের নেতৃত্বে এনে 'নারীবিরোধী' তকমা মোছার কোনও চেষ্টা হয়নি দলের তরফে। এ বার জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে লড়েছে জামাত। কিন্তু তাঁদের মধ্যে এক জনও নারী ছিলেন না! যদিও বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নারীরা ৫০ শতাংশের বেশি।

ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে নিষেধাজ্ঞার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে গত এক বছর ধরে ধীরে ধীরে প্রভাব বেড়েছিল জামাতের। ইউনূস সরকারের কয়েক জন উপদেষ্টার সাহায্যে জামাতের প্রভাববৃদ্ধি নিয়ে বিএনপি, বিভিন্ন বামপন্থী শক্তি এবং অন্য ইসলামি দলগুলিও বিভিন্ন সময়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঢাকা, জাহাঙ্গিরনগর, চট্টগ্রাম, রাজশাহি-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিএনপির ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে পর্যুদস্ত করে জয়ী হয়েছে জামাতের ছাত্র শাখা ইসলামি ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল। যার নেপথ্যে ছিলেন জুলাই আন্দোলনের ছাত্রনেতাদের একাংশও। যুবসমাজের বড় অংশ যে এ বার জামাতের পাশে, বিভিন্ন জনমত সমীক্ষাতেও তা উঠে এসেছিল। ফলে 'চাপ' বাড়ছিল নয়াদিল্লির উপর।

যদিও ভোট ঘোষণার আগে থেকেই মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানপন্থী জামাত ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের উপর জোর দিয়েছিল। তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে ফলাও করে নয়াদিল্লি-ঢাকা সহযোগিতা নিবিড় করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও ইসলামাবাদের কোনও উল্লেখ ছিল না। জামাতের আমির শফিকুর যথাযোগ্য মর্যাদায় স্বাধীনতা দিবস পালনের জন্য সংগঠনের সব শাখা এবং দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও গত বছরের গোড়ায় নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন তাঁর 'বন্ধু' ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রতি আস্থা জানিয়েও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করায় তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন শফিকুর। সমাজমাধ্যমে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ''উনি বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অনাকাঙ্ক্ষিত নাক গলাচ্ছেন। আমাদের দেশপ্রেমিক জনগণ তা বরদাস্ত করবে না।''

জাতীয় সংসদের ভোটে পরাস্ত হলেও উল্লেখযোগ্য শক্তিবৃদ্ধি হয়েছে জামাতের। পাশাপাশি, ইউনূস সরকারের বদান্যতায় জুলাই সনদে ঠাঁই পাওয়া তাদের একাধিক প্রস্তাব 'হ্যাঁ' হয়ে গিয়েছে গণভোটে। ফলে শফিকুরদের আগামী দিনের কার্যকলাপ নিয়ে তাই এখন থেকেই জল্পনা তৈরি হয়েছে। সংবাদসূত্র আনন্দবাজার.কম

নতুন সরকার কি রায় মানতে বাধ্য?

৯ পৃষ্ঠার পর

বিপুল ব্যবধানে জয়ী হয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের পেশ করা সেই প্রস্তাব। 'হ্যাঁ' ভোট দিয়েছেন ৪ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি ভোটদাতা। 'না' ভোট দিয়েছেন ২ কোটি ২৫ লক্ষ। এর ফলে প্রশাসনিক এবং নির্বাচনী সংস্কারের যে প্রস্তাব সনদে রয়েছে, তা বাস্তবায়িত করার কথা পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের।

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশ অনুযায়ী চারটি বিষয়ের উপর ৮৪টি প্রস্তাবের ভিত্তিতে হয়েছিল ওই গণভোট। ২০২৫ সালের ৫ অগস্ট ক্ষমতার পালাবদলের বর্ষপূর্তিতে '৩৬ জুলাই উদ্‌যাপন' শীর্ষক অনুষ্ঠানে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন ইউনূস। ওই ঘোষণাপত্র ছিল ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণ অভ্যুত্থানের একটি দলিল, যার মাধ্যমে জুলাই গণ অভ্যুত্থানকে রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুজিবুর রহমান এবং হাসিনার আমলে 'আওয়ামী লীগের স্বৈরাচারের' পাশাপাশি ওই সনদে সমালোচনা করা হয়েছে দুই সেনাশাসক, জিয়াউর রহমান (বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা তথা তারেক রহমানের পিতা) এবং হুসেন মহম্মদ এরশাদের (জাতীয় পার্টির প্রতিষ্ঠাতা) জমানারও। জুলাই গণ অভ্যুত্থানে নিহতদের 'জাতীয় বীর' হিসেবে ঘোষণার কথাও বলা হয়েছে ওই সনদে।

সেই সঙ্গেই জুলাই সনদে রয়েছে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৮৪ দফা প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের ঘোষণা। এর মধ্যে ৪৭টি প্রস্তাবনা সাংবিধানিক এবং ৩৭টি সাধারণ আইন বা নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করার কথাও জানিয়েছে ইউনূস সরকার। গণভোটে ৮৪টি সংস্কার প্রস্তাব থাকলেও তার মধ্যে কোনওটি নিয়ে বিএনপি, কোনওটি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী ('জামাত' বলেই পরিচিত) আবার কোনওটি নিয়ে এনসিপির আপত্তি রয়েছে। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে এ বিষয়ে 'আপত্তিসূচক বক্তব্য' (নোট অফ ডিসেন্ট) নথিভুক্ত করিয়ে রেখেছে তারা। প্রথমে ইউনূস সরকারের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র গণভোট নিয়ে নিরপেক্ষ অবস্থানে থেকে প্রচার শুরু হয়েছিল। পরে অবশ্য সেই অবস্থান থেকে সরে এসে সরাসরি গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোটের প্রচার শুরু করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার। নির্বাচনের আগে টিভি-রেডিয়োয় জাতির উদ্দেশে ভাষণে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে ইউনূস বলেছিলেন, ''যদি 'হ্যাঁ' ভোট দেন, বৈষম্য, শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত হবে দেশ। নতুন বাংলাদেশ গড়ার দরজা খুলে যাবে।''

গণভোটের 'হ্যাঁ' কী বদল আনতে পারে

গণভোটে 'হ্যাঁ' জয়ী হওয়ায় প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কার প্রস্তাবগুলি বাস্তবায়নের পথ খুলেছে। এতে প্রধানমন্ত্রীর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা কিছুটা খর্ব হওয়ার পাশাপাশি রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা কিছু ক্ষেত্রে বাড়বে। সাংবিধানিক পদে নিয়োগ হবে ক্ষমতাসীন দল, বিরোধী দল ও ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী, সরকার পরিচালনায় প্রায় সব নির্বাহী কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত। প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতির নিয়োগ ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে অন্য যে কোনও কাজ করতে হয় প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী।

বাংলাদেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্যতার

৯ পৃষ্ঠার পর

সংসদ নির্বাচন মূল্যায়ন নিয়ে শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন প্রধান ইভার্স ইজাবস।

ইভার্স ইজাবস বলেন, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। নির্বাচন প্রতিযোগীতামূলক হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে। নির্বাচন কমিশন স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পেরেছে।

তিনি বলেন, নির্বাচন গ্রহণযোগ্য এবং দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হয়েছে, যা গণতান্ত্রিক শাসন এবং আইনের শাসন পুনরুদ্ধারের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করে। ২০০৮ সালের পর প্রথমবারের মতো, নির্বাচন সত্যিকারের প্রতিযোগিতামূলক ছিল, একটি নতুন আইনি কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়েছিল; যা মূলত আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মৌলিক স্বাধীনতাকে ব্যাপকভাবে মর্যাদাপূর্ণ করে। ইভার্স ইজাবস বলেন, বিক্ষিপ্ত স্থানীয় রাজনৈতিক সহিংসতা, যাইহোক না কেন, প্রায়শই ম্যানিপুলেটেড অনলাইন আখ্যান দ্বারা সৃষ্ট হয়, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইইউর পর্যবেক্ষক প্রধান বলেন, নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে ও স্বচ্ছভাবে স্টেকহোল্ডারদের আস্থা বজায় রেখে এবং নির্বাচনের অখণ্ডতা সমুন্নত রেখে কাজ করেছে। মিশনটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, নির্বাচনী আইনি কাঠামো গণতান্ত্রিক নির্বাচন পরিচালনার জন্য পরিচালিত হয় এবং ২০২৫ সালের সংশোধনী অন্তর্ভুক্তি এবং বিশ্বাসযোগ্যতাকে শক্তিশালী করে। আইনি নিশ্চয়তা বাড়ানোর জন্য এবং প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি এবং স্বচ্ছতা হ্রাস করে এমন ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করার জন্য আরও সংস্কার প্রয়োজন।

তিনি বলেন, আমরা দেখেছি, নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনের প্রতি জনগণের আস্থা পুনর্গঠনের জন্য একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। আমরা লক্ষ্য করেছি, অন্তর্বর্তী সরকার এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডাররা কমিশনকে যে সমর্থন দিয়েছিলেন কমিশন স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করেছে, সংবাদমাধ্যমের বিভিন্ন প্রশ্নের দ্রুত জবাব দিয়েছে, জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য ভাগ করে নিয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে গেছে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করে ইভার্স ইজাবস বলেন, এবারের নির্বাচনে নারী প্রার্থীর সংখ্যা যেমন ছিল নগণ্য, তেমনি ভোটে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধির সংখ্যাও মোটেও আশাব্যঞ্জক নয়।

উল্লেখ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়ন মোট ২০০ জন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক পাঠিয়েছে, এর মধ্যে ৯০ জন সংক্ষিপ্তকালীন পর্যবেক্ষক। এটাই ২০০৮ সালের পর বাংলাদেশে পূর্ণাঙ্গ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশন।

'প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে' ছাত্ররা প্রথম

৮ পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধি হতে পেরেছিলেন আসলে?

মাহফুজ আলম: অধিকাংশ ক্ষেত্রে হওয়া গেছে। ছাত্রদের প্রতিটা ইস্যু প্রথম ছয় থেকে সাত মাস ডিল করা হয়েছে। আমরা তিন জন সেগুলো ডিল করেছি। বিশেষ করে রাজনৈতিক ইস্যুগুলো আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে ডিল করেছি।প্রশ্ন: মানুষের এক ধরনের পারসেপশন আছে। অনেক বিশ্লেষকও এটা বলে থাকেন যে, উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে নানা ধরনের গ্রুপ আছে। একেক উপদেষ্টা একেক গ্রুপের পারপাস সার্ভ করেন। আপনি কি সেটা দেখেছেন? আমাদের বলবেন?

মাহফুজ আলম: আমার মনে হয়, এখন আমি এ বিষয়ে কথা বলার অবস্থানে নেই।

প্রশ্ন: এর মানে আপনি স্বীকারও করছেন না, অস্বীকারও করছেন না?

মাহফুজ আলম: হ্যাঁ। ইতিহাস বিচার করবে আমরা কোথা থেকে কোথায় আসলাম, কেন আসলাম। আমি শুধু এতটুকু আজ বলবো, পরবর্তীতে বলার সুযোগ বা সময় হলে আরো বলবো। ছাত্রদের যে পরিমাণ দোষ দেয়া হয়, তার এক শতাংশও ছাত্রদের না।

প্রশ্ন: কার?

মাহফুজ আলম: ওল্ড গার্ডসদের। যারা ছাত্রদের কেবল সামনে দেখিয়েছে, যে দেখো এরাই সবকিছু করেছে, এরাই সবকিছুর জন্য পাপী।.... ক্ষমতায়ন করা বলতে যা বোঝা যায়, ছাত্রদের কতটা ক্ষমতায়ন করেছে সবাই মিলে?

প্রশ্ন: আপনি সরাসরি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ছিলেন।

মাহফুজ আলম: আমি প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসাবে আমার কাজ কী ছিল? আপনি সাংবাদিক হিসাবে জানেন? এটাই ইতিহাস ব্যাখ্যা করবে, আপনিই সাংবাদিক হিসাবে জানেন না, আমার কাজ কী ছিল!

মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) জাতীয়

৯ পৃষ্ঠার পর

নতুন মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের শপথ পড়াবেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে বেসরকারিভাবে ঘোষিত ফল অনুযায়ী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং তাদের জোটের প্রার্থীরা ২১৪টি আসনে জয় লাভ করেছেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীএর নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট ৭৭টি আসনে জয়ী হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ৮টি আসনে বিজয়ী হয়েছেন।

নির্বাচন কমিশন ২৯৭ আসনের চূড়ান্ত ফলাফল শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) ঘোষণা করে। একইদিন রাতের দিকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নাম ও পরিচয় সম্বলিত গেজেট প্রকাশ করা হয়।

ট্রাম্পবিরোধী আন্দোলন কি ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে ? -সিএনএনের প্রতিবেদন

৭ পৃষ্ঠার পর

হটানো বলা যেতে পারে। মিনেসোটার ডেমোক্রেটিক গভর্নর টিম ওয়ালজ এটিকে 'নজিরবিহীন আগ্রাসন' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, "পুরো দেশ ন্যায়ের পক্ষে আমাদের চেষ্টা দেখবে।"

আদালতও ট্রাম্পের পথে বড় বাধা হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তবে কিছু বড় সিদ্ধান্ত তাঁর পক্ষেই গেছে। ওয়াশিংটনের একটি আদালত নৌবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন ও অ্যারিজোনার ডেমোক্র্যাট সিনেটর মার্ক কেলির বিরুদ্ধে আনা 'রাষ্ট্রদ্রোহ' অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছেন। কেলি জানিয়েছেন, "ট্রাম্প প্রশাসন যত কঠোরভাবে মোকাবিলা করুক, আমি তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলব।" এর আগে একটি গ্র্যান্ড জুরি কেলি ও অন্য পাঁচ ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতার বিরুদ্ধে বিচার বিভাগের অভিযোগপত্র গ্রহণে অস্বীকার করেছিল।

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে দলের ভেতরে ইতোমধ্যেই প্রতিরোধ দেখা দিয়েছে। কানাডার ওপর চাপানো শুল্ক বাতিলের পক্ষে ছয় রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে ভোট দিয়েছেন। হাউস স্পিকার মাইক জনসনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, যেখানে তিন রিপাবলিকান সদস্য ট্রাম্পের শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে ভোটাভুটি বন্ধের চেষ্টা প্রতিহত করেছেন।

আন্তর্জাতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্ররা এখন ট্রাম্পকে ছাড়াই নিজেদের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তারপরও দেশের অভ্যন্তরে ট্রাম্পের প্রভাব এখনও প্রবল। পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার গ্রিনহাউস গ্যাস নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তিনি নিজের শক্তির মহড়া দেখিয়েছেন। ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে আটক করতে মার্কিন বাহিনীর অভিযানও তার ক্ষমতার প্রমাণ দেয়। দলের ভেতরে নিয়ন্ত্রণও এখনও অটুট। তবে ছোট ছোট জয়গুলো ট্রাম্পের ক্ষমতাকে স্বল্প মেয়াদে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না, তা সত্ত্বেও তার অজনপ্রিয়তা মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের জন্য ঝুঁকি তৈরি করছে। অনেক আইনপ্রণেতা শেষ পর্যন্ত নিজ এলাকার ভোটারদের স্বার্থ রক্ষায় প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য হতে পারেন। বর্তমানে সিএনএনের জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা ৩৯ শতাংশে সীমিত, যা বিরোধীদের আরও উৎসাহিত করছে। তথ্যসূত্র : সিএনএন

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

নতুন বাণিজ্য চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম

১০ পৃষ্ঠার পর

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

সংশোধিত এই শুল্কহার যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে প্রধান তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশকে তুলনামূলকভাবে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে রেখেছে। বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের ওপর পাল্টা শুল্ক নির্ধারিত হয়েছে ২০ শতাংশ, আর ভারত পেয়েছে বাংলাদেশের চেয়ে ১ শতাংশ কমড়১৮ শতাংশ। পাকিস্তান, কম্বোডিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও ১৯ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে চীন, এরপরই রয়েছে ভিয়েতনাম। এরপরই বাংলাদেশ তৃতীয় আর ভারত রয়েছে চতুর্থ স্থানে।

গত বছরের আগস্ট থেকে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ২০ শতাংশ পারস্পরিক এই শুল্ক আরোপ করে আসছিল যুক্তরাষ্ট্র। এতে রপ্তানিতে চাপ তৈরি হলে শুল্ক কমাতে আলোচনা শুরু করে ঢাকা। নীতিনির্ধারকেরা আগেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, শুল্কহার ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা যেতে পারে। তবে শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য পূরণ হয়নি।

বাংলাদেশের ওপর আরোপিত পারস্পরিক শুল্কের হার (রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ) ১৫ শতাংশ না হওয়ার কারণ সম্পর্কে জানতে চাইলে বাণিজ্যসচিব বলেন, প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলের কোনো দেশের রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ কমিয়ে ১৫ শতাংশ করেনি। তাছাড়া, ভারতের সঙ্গে চূড়ান্ত হওয়া বাণিজ্য চুক্তির কিছুটা প্রভাবও বাংলাদেশের ওপর পড়েছে, যেখানে ভূরাজনৈতিক বিবেচনা থাকতে পারে, যার প্রভাব বাংলাদেশের ওপর পড়তে পারে।

বাণিজ্য উপদেষ্টা জানান, বাণিজ্য উত্তেজনা কমানোর বৃহত্তর উদ্যোগের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িং থেকে ২৫টি উড়োজাহাজ কেনার বিষয়ে সম্মত হয়েছে। এতে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে বলে হিসাব দিয়েছেন তিনি।

এছাড়া, যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাড়তি দামে তুলা, গম, সয়াবিন, এলএনজিসহ বিভিন্ন পণ্য আমদানির বিষয়ও স্থান পেয়েছে চুক্তিতে। এছাড়া, ই-কমার্সে ট্যারিফ আরোপ না করা, যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত অনুযায়ী ইন্টেলেকচুয়াল মেধাস্বত্ব অধিকার (আইপি) মেনে চলা এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (ডব্লিউটিও) সংস্কারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সমর্থন দিতে হবে বাংলাদেশকে।

মধ্যপ্রাচ্যে দ্বিতীয় বিমানবাহী রণতরি

৬ পৃষ্ঠার পর

কর্মকর্তাদের বরাতে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এর ফলে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন নৌবাহিনীর শক্তি দ্বিগুণ হতে যাচ্ছে। এর আগে গত ২২ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, ইরানের দিকে একটি 'আরমাডা' (সশস্ত্র নৌবহর) এগিয়ে যাচ্ছে। ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন নামের ওই যুদ্ধজাহাজটি বর্তমানে বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন রয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে আরও তিনটি ডেস্ট্রয়ার জাহাজ।

সম্প্রতি ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। ওমানে পরোক্ষ আলোচনা চললেও তাতে বড় কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সামরিক প্রস্তুতির ইঙ্গিত দিয়েছেন। গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান যদি পরমাণু চুক্তিতে না আসে, তবে ফলাফল হবে 'খুবই ভয়ানক'। ধারণা করা হচ্ছে, এই হুমকি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই জেরাল্ড আর ফোর্ডকে ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনের সঙ্গে যোগ দিতে পাঠানো হচ্ছে। গত জানুয়ারি মাসে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে ধরার অভিযানে অংশ নিয়েছিল এই জেরাল্ড আর ফোর্ড। ক্যারিবীয় অঞ্চলে কাজ শেষ হতেই এবার এটিকে ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তিচালিত এই বিশাল রণতরি ৭৫টির বেশি যুদ্ধবিমান বহন করতে পারে। এর সঙ্গে থাকবে গাইডেড-মিসাইল ক্রুজার 'নরম্যান্ডি' এবং আরও কয়েকটি ডেস্ট্রয়ার। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতে, ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছাতে জাহাজটির অন্তত এক সপ্তাহ সময় লাগবে।

ভেনেজুয়েলা সফরে যাচ্ছেন ট্রাম্প

৭ পৃষ্ঠার পর

ভেনেজুয়েলার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান সম্পর্ককে আমি দশে দশ দেবো।'

ডেলসি রদ্রিগেজের নেতৃত্বাধীন সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেবে কি নাড় এমন এক প্রশ্নের উত্তরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, 'হ্যাঁ অবশ্যই, আমরা ইতোমধ্যে তা করেছি। আমরা নিয়মিত তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি এবং এই মুহূর্তে তারা খুব ভালোভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করছে।'

ভেনেজুয়েলা তেল সম্পদে খুবই সমৃদ্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি তথ্য বিষয়ক কর্তৃপক্ষ সংস্থা ইউএস অ্যানার্জি ইনফরমেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ইআইএ)-এর তথ্য অনুসারে, ভেনেজুয়েলার খনিগুলোতে মজুত আছে কমপক্ষে ৩০ হাজার ৩০০ কোটি ব্যারেল অপরিশোধিত তেল। বিশ্বের খনিগুলোতে মোট যত তেল মজুত আছে, তার এক পঞ্চমাংশই আছে ভেনেজুয়েলায়। দেশটিতে কয়েকটি স্বর্ণের খনি আছে এবং সেগুলোতে স্বর্ণের মজুতের পরিমাণও অনেক। তবে বামপন্থি প্রেসিডেন্ট মাদুরোর সঙ্গে রক্ষণশীল রাজনীতিবিদ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সম্পর্ক খুব খারাপ। ২০১৬ সালে যখন প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় এসে ভেনেজুয়েলার তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ট্রাম্পের উত্তরসূরি জো বাইডেনের সময়েও এই নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল।'

গত ৪ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারকাসে সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে সরকারি বাসভবন থেকে অপহরণ করে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে নিয়ে আসে মার্কিন সেনাবাহিনী। তাদের উভয়ের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং মার্কিন আদালতে সেই অভিযোগের বিচারের প্রস্তুতি চলছে। বর্তমানে মাদুরো এবং সিলিয়া নিউইয়র্ক সিটির ফেডারেল কারাগারি বন্দি আছেন। মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে অপহরণের পর ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদের তদারক এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্র করবে। তিনি আরও বলেছিলেন, ভেনেজুয়েলার তেল উত্তোলন ও বিক্রয় ব্যবস্থাপনার জন্য মার্কিন কোম্পানিগুলোকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। সম্প্রতি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও জানিয়েছেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেনেজুয়েলার তেল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করবে যুক্তরাষ্ট্র।

প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে সস্ত্রীক অপহরণের কয়েক ঘণ্টা পর ভেনেজুয়েলার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেন মাদুরো সরকারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ। তথ্যসূত্র: রয়টার্স

বৈশ্বিক দুর্নীতি সূচকে ইতিহাসের

৬ পৃষ্ঠার পর

এই সূচকটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নতুন এই অবস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাহামাসের সঙ্গে যৌথ অবস্থানে রয়েছে এবং লিথুয়ানিয়া (২৮), বার্বাডোজ (২৪) ও উরুগুয়ের (১৭) মতো দেশগুলোর কাছে পরাজিত হয়েছে (অর্থাৎ এগুলো যুক্তরাষ্ট্রের চেয়েও কম দুর্নীতিগ্রস্ত)।

গত এক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রের র‍্যাঙ্কিং ধারাবাহিকভাবে নিচের দিকে নামছে। গত বছর এটি আরও একটি বড় ধাক্কা খায়, যখন ট্রাম্প প্রশাসন কর্পোরেটদের বিদেশি ঘুষ প্রদানের তদন্ত স্থগিত করে এবং বিদেশি এজেন্ট নিবন্ধন আইনের প্রয়োগ সীমিত করাসহ বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারি খাতের দুর্নীতি দমনে ফেডারেল সরকারের সক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়।

হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সক্রিয়ভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দুর্বল করেছেন এবং যাদের তিনি নিজের শত্রু বলে মনে করেন, তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও সরকারি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করেছেন।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে (সিপিআই) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্কোরও ইতিহাসের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে এসেছে, যা গত এক দশকে দেশটির ক্রমাগত নিম্নমুখী অবস্থানকে আরও দীর্ঘায়িত করেছে। ১০০-এর স্কেলে (যেখানে ১০০ মানে অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং ০ মানে অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত) যুক্তরাষ্ট্রের স্কোর এবার দাঁড়িয়েছে ৬৪-তে।

মঙ্গলবার সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মাইরা মার্তিনি বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি নিয়ে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। এই নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।’

এক বিবৃতিতে দুর্নীতিবিরোধী কাজ করা অলাভজনক জোট ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে আরও উদ্বেগ প্রকাশ করে জানায়, ‘যদিও ২০২৫ সালের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো এখনো পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়নি, তবুও স্বাধীন মতপ্রকাশকে লক্ষ্য করে নেওয়া পদক্ষেপ এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করার মতো পদক্ষেপগুলো গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।’

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘সিপিআইয়ের ফলাফলের বাইরেও ফরেন করাপ্ট প্র্যাকটিসেস অ্যাক্টের প্রয়োগ সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা এবং এর বাস্তবায়ন দুর্বল করার সিদ্ধান্তগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবসায়িক চর্চার প্রতি সহনশীলতার ইঙ্গিত দেয়। একই সঙ্গে বিদেশে নাগরিক সমাজের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা কমিয়ে দেওয়ার ফলে বৈশ্বিক দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়েছে।’

গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে দুর্নীতির বিস্তার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, যুক্তরাষ্ট্রে দুর্নীতির অবনতির প্রতিফলন দেখা গেছে অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশেও। কানাডা ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে পারফরম্যান্সে ‘উদ্বেগজনক পতন’ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

দশকজুড়ে চলা অবনতির পর যুক্তরাজ্যও ইতিহাসের সর্বনিম্ন দুর্নীতি ধারণা সূচক স্কোর অর্জন করেছে—৭০। তবে স্কোর কমে গেলেও সূচকে দেশটির অবস্থান ২০তম স্থানেই অপরিবর্তিত রয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের যুক্তরাজ্য শাখার প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল ব্রুস এক্সে (সাবেক টুইটার) পোস্ট করা একটি ভিডিওতে বলেন, ‘আমাদের রাজনীতিতে দুর্নীতির মূল কারণগুলো আমরা মোকাবিলা করছি না।’

তিনি যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলোর ‘মেগা ডোনার’ এবং ‘বিতর্কিত সরকারি নিয়োগ’-এর দিকে ইঙ্গিত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সাবেক সরকারি মন্ত্রী পিটার ম্যান্ডেলসনকে ঘিরে চলমান একটি ফৌজদারি তদন্তের কথা উল্লেখ করেন।

বর্তমান ক্ষমতাসীন লেবার সরকারের অধীনে পিটার ম্যান্ডেলসন স্বল্প সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বর্তমানে তিনি পুলিশের একটি তদন্তের আওতায় রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, তিনি প্রয়াত অর্থলগ্নিকারক ও দণ্ডিত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনের কাছে বাজারের সংবেদনশীল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। এই কেলেঙ্কারি প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের সরকারকে সংকটে ফেলে দিয়েছে।

ড্যানিয়েল ব্রুস যুক্তরাজ্যের সরকারকে রাজনীতি থেকে ‘বড় অর্থের কলুষিত প্রভাব’ দূর করতে আরও জোরালো পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

দুর্নীতি ধারণা সূচকে বৈশ্বিক গড় স্কোরও বিশ্বজুড়ে পরিস্থিতির অবনতির ইঙ্গিত দিয়েছে।

এই গড় স্কোর নেমে এসেছে ৪২-এ, যা ইতিহাসের সর্বনিম্ন এবং এক দশকেরও বেশি সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো এই সূচকে গড় স্কোর কমেছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, ‘বিশ্বের অধিকাংশ দেশই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে।’

৮৯ স্কোর নিয়ে টানা অষ্টম বছরের মতো সূচকের শীর্ষে রয়েছে ডেনমার্ক। ফিনল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের সরকারি খাতকে যথাক্রমে বিশ্বের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবচেয়ে স্বচ্ছ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

যেহেতু এই সূচকটি মূলত সরকারি খাতে দুর্নীতির ওপর আলোকপাত করে, তাই উচ্চ স্কোর মানেই যে সব ক্ষেত্রেই দুর্নীতি কমড়তা অবশ্যই নয়। উদাহরণ হিসেবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল জানায়, সূচকে উচ্চ অবস্থানে থাকা সুইজারল্যান্ড ও সিঙ্গাপুরের বেসরকারি খাতে ‘কালো অর্থের লেনদেন সহজ করার ক্ষেত্রে’ নজরদারির মুখে পড়েছে।

বোকামি করে আমাকে কঠিন সিদ্ধান্ত

৬ পৃষ্ঠার পর

অভিযানে প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরো অপহৃত হন। ২৮ জানুয়ারি ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছিলেন, ‘ভেনেজুয়েলার মতোই (মার্কিন সামরিক বাহিনী) প্রস্তুত, ইচ্ছুক এবং প্রয়োজনে দ্রুত ও প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে মিশন সম্পন্ন করতে সক্ষম। আশা করি, ইরান দ্রুত আলোচনার টেবিলে আসবে এবং একটি ন্যায্য ও ন্যায়সংগত চুক্তি করবে।’

গত মাসের শেষ দিকে ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সামনে তিনটি প্রধান দাবি তুলে ধরে। এর মধ্যে রয়েছে ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ বন্ধ করা, আঞ্চলিক প্রক্সি গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং দেশটির ব্যালিস্টিক মিসাইল মজুতের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা, যা ইসরায়েল দীর্ঘকাল ধরে চেয়ে আসছিল। মঙ্গলবার ট্রাম্প পুনরায় তাঁর অবস্থানে অনড় থেকে ফক্স বিজনেসকে বলেন, ইরানের জন্য তাঁর দাবিগুলো মেনে না নেওয়া হবে একটি ‘বোকামি।’ তাঁর প্রথম মেয়াদের সময় ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে ২০১৫ সালের সেই চুক্তি থেকে বের করে নিয়ে গিয়েছিলেন, যেখানে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিনিময়ে ইরানের পারমাণবিক কার্যক্রমের ওপর কঠোর সীমাবদ্ধতা আরোপ করা হয়েছিল।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ট্রাম্প ইরানের বিরুদ্ধে পুনরায় তাঁর ‘সর্বোচ্চ চাপ’ নীতি প্রয়োগের প্রচারণা শুরু করেছেন।

এই প্রচারণার মধ্যে রয়েছে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি বন্ধ করার চাপ, যদিও তেহরানের দাবি তাদের এই কর্মসূচি শুধু বেসামরিক জ্বালানি ব্যবহারের জন্য। ইতিমধ্যে গত জুন মাসে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে ১২ দিনের যুদ্ধের অংশ হিসেবে ট্রাম্প ইরানের তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় সামরিক হামলার অনুমোদন দিয়েছিলেন।

ওয়াশিংটনে শেষ হলো ১৯ ভিক্ষুর

৬ পৃষ্ঠার পর

সবাইকে সহমর্মিতার প্রতি আরও গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে আহ্বান জানায়।’ তিনি একটি আন্তঃধর্মীয় সংবর্ধনায় ভিক্ষুদের স্বাগত জানাবেন বলে জানিয়েছে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। থেরাভাদা বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এসব ভিক্ষু বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মঠ থেকে এসেছেন। ফেসবুকে সরাসরি সম্প্রচারে দেখা গেছে, তুষারের স্তূপ পেরিয়ে হাঁটার সময় পথের ধারে দাঁড়িয়ে মানুষ তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

তবে এই যাত্রা পুরোপুরি নির্বিঘ্ন ছিল না। গত নভেম্বরে টেক্সাসের হিউস্টনে একটি মহাসড়কের পাশে হাঁটার সময় তাঁদের নিরাপত্তা-যান একটি ট্রাকের ধাক্কায় দুর্ঘটনার শিকার হয়। এতে দুই ভিক্ষু আহত হন। এর মধ্যে একজনের পা কেটে ফেলতে হয়েছে।

১০৮ দিন ধরে একটানা হাঁটা বৌদ্ধধর্মে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার প্রতীক। এই যাত্রা শেষ করে ভিক্ষুরা এবার বাসে করে টেক্সাসে ফিরবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।

আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।

আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com
Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

‘ট্রাম্পকে নিয়ে তর্কের জেরে’

৬ পৃষ্ঠার পর

দিন তিনি আবার মদ্যপান শুরু করেছিলেন এবং প্রায় ৫০০ মিলিলিটার হোয়াইট ওয়াইন পান করেছিলেন।

লিটলার জানান, ১০ জানুয়ারি সকালে ট্রাম্পকে নিয়ে তর্কের সময় লুসি তার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, “ওই পরিস্থিতিতে মেয়েটি যদি আমি হতাম এবং যৌন নির্যাতনের শিকার হতাম, তবে তোমার কেমন লাগত?”

জবাবে ক্রিস হ্যারিসন বলেছিলেন, তার আরও দুই মেয়ে তার সঙ্গে থাকে, তাই এতে তিনি খুব একটা বিচলিত হতেন না। লিটলার জানান, এতে লুসি “খুবই মন খারাপ” করেন এবং ওপরতলায় চলে যান।

শুনানিতে ক্রিস হ্যারিসন আদালতে জানিয়েছেন, ওই দিন তার মেয়ে লুসি বিমানবন্দরে যাওয়ার প্রায় আধা ঘণ্টা আগে রান্নাঘরে ছিলেন। সেই সময় তিনি তাকে হাত ধরে নিচতলায় নিজের বেডরুমে নিয়ে যান।

লিটলার বলেন, “প্রায় ১৫ সেকেন্ড পরেই আমি একটি বিকট শব্দ শুনতে পাই এবং এরপর ক্রিস তার স্ত্রী হেডারকে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন।”

লিটলার আরও জানিয়েছেন, “আমার মনে আছে আমি দৌড়ে ঘরে ঢুকলাম এবং দেখলাম লুসি বাথরুমের দরজার কাছে মেঝেতে পড়ে আছে এবং ক্রিস অসংলগ্নভাবে চিৎকার করছে।” বিবৃতিতে ক্রিস হ্যারিসন বলেন, তিনি এবং তার মেয়ে বন্দুক অপরাধসংক্রান্ত একটি খবর দেখছিলেন। তখন তিনি মেয়েকে জানান যে, তার কাছে একটি বন্দুক আছে এবং এটি দেখতে চায় কি না তা জিজ্ঞেস করেন।

এরপর তারা বেডসাইড ক্যাবিনেটে রাখা গ্লক ৯ মিমি সেমি-অটোমেটিক হ্যান্ডগানটি দেখাতে বেডরুমে যান।

হ্যারিসন বলেন, পরিবারের “নিরাপত্তার কথা ভেবে” কয়েক বছর আগে তিনি বন্দুকটি কিনেছিলেন। তবে মেয়ের সঙ্গে আগে এ নিয়ে আলোচনার কথা তিনি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, “বন্দুকটি তুলে তাকে দেখানোর সময় হঠাৎ আমি বিকট শব্দ শুনতে পাই। কী ঘটেছিল তা আমি বুঝতেই পারিনি। লুসি সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়।” হ্যারিসন আরও বলেন, ট্রিগারের ওপর তার আঙুল ছিল কি না তা তিনি মনে করতে পারছেন না।

তিনি স্বীকার করেছেন, অতীতে তার মদ্যপানের সমস্যা ছিল। মেয়ে চলে যাচ্ছিল বলে আবেগপ্রবণ হয়ে ওই দিন তিনি “সামান্য মদ্যপান” করেছিলেন।

শুনানিতে পুলিশ কর্মকর্তা লুসিয়ানা এসকালেরা জানান, ঘটনার পর তিনি যখন বাড়িতে যান, তখন হ্যারিসনের নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ পান।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, ওই দিন স্থানীয় সময় দুপুর ১টার কিছুক্ষণ আগে তিনি একটি সেভেন-ইলেভেন দোকান থেকে দুটি ৫০০ মিলি শার্ডনে ওয়াইন কিনেছিলেন। আইনজীবীদের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে ক্রিস হ্যারিসন বলেছেন, তিনি তার কাজের পরিণাম “সম্পূর্ণরূপে মেনে নিয়েছেন”। তিনি বলেন, “এমন কোনো দিন নেই যেদিন আমি এই ক্ষতির ভার অনুভব করি না, এই ভার আমাকে সারাজীবন বহন করতে হবে।”

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরীর রংপুরে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী প্রতিষ্ঠিত ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড পরিদর্শন

পরিচয় ডেস্ক: রংপুর বিভাগের রংপুর জেলার তারাগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত উত্তরবঙ্গের সর্ববৃহৎ উৎপাদন কারক ও রপ্তানিকারক জুতা ফ্যাক্টরি ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডে গত ২ ফেব্রুয়ারী, সোমবার অর্থ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সরকারি ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী পরিদর্শনে আসেন। তাকে ফুলেল অভ্যর্থনা জানান ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের নিউ ইয়র্ক প্রবাসী ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান হাসান। এই পরিদর্শনে আরো উপস্থিত ছিলেন তারাগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মনোববর হোসেন, তারাগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রুহুল আমিন, পল্লী বিদ্যুৎ তারাগঞ্জ জোনাল অফিসের ডিজিএম শরিফ উদ্দিন লেহাজ, এজিএম মুসলে উদ্দিন এবং ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেডের জিএম খালিদ আহসান।

ব্লিং লেদার প্রোডাক্টস লিমিটেড পরিদর্শনকালে ড. আনিসুজ্জামান চৌধুরী অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও এলডিসি গ্রাজুয়েশনের বিষয়ে বর্তমান সরকারের চ্যালেঞ্জ ও করণীয় বিষয়ে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এলডিসি গ্রাজুয়েশনে ইউরোপের মার্কেটে প্রবেশাধিকারে কি ধরনের ইম্প্যাক্ট করবে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। তিনি আরো বলেন, আগামীতে যারাই বাংলাদেশ সরকার পরিচালনার দায়িত্বভার নিয়ে আসুক তারা ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখবে, কারণ ব্যবসায়ীরাই দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

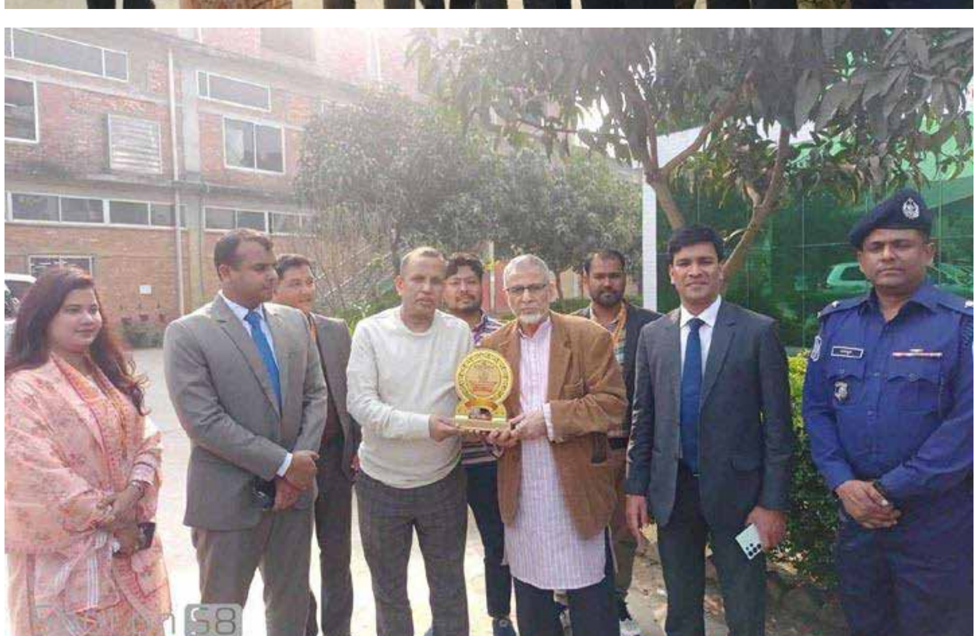

মেডিকেইড ও সোশ্যাল কেয়ার নেটওয়ার্ক নিয়ে আসো'র আয়োজনে কমিউনিটি কানেক্ট অনুষ্ঠান

পরিচয় ডেস্ক: নিয়ম মেনে সরকারি সেবা বা সহায়তা নেয়ার আহবান জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (আসো) আয়োজিত একটি অনুষ্ঠান থেকে বক্তারা বলেছেন, যে সেবার জন্য যারা যোগ্য, কেবল তারাই যথাযথ নিয়ম মেনে আবেদন করবেন। সরকারি বেনিফিট পেতে যারা প্রতারণার আশ্রয় নেন, তাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন বক্তারা। গত রবিবার, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, অটিজম সোসাইটি হ্যাবিলিটেশন

অর্গানাইজেশন (অঝঐঙ) তাদের কমিউনিটি কানেক্ট ইভেন্ট আয়োজন করে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকার তাজমহল পার্টি সেন্টারে। ডযড়ষবণড়ঁঘণঈ-এর পার্টনার হিসেবে অঝঐঙ এই অনুষ্ঠানটি সফলভাবে আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা সোশ্যাল কেয়ার নেটওয়ার্ক সম্পর্কিত আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অনেক তথ্য লাভ করেন। গবফরপধরফ সুবিধাভোগীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবার বাইরে থাকা সহায়তা যেমন: বাসস্থান, পরিবহন, খাদ্য কর্মসূচি এবং অন্যান্য সুবিধা কিভাবে নেওয়া যায়, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া হয় এ সময়।
আয়োজনে ছিল মুক্ত আলোচনা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী, সঙ্গীত ও নৈশভোজ। শীতের সন্ধ্যায় সবমিলিয়ে সেখানে তৈরি হয় চমৎকার একটি পরিবেশ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আসো'র নির্বাহী পরিচালক রুবাইয়া রহমান। এ ছাড়া বক্তব্য রাখেন ডঃ মুনিবুর রহমান খান, হেড, সাইকিয়াট্রি ডিপার্টমেন্ট, ক্রিডমোর হাসপাতাল; মঞ্জুর কাদের, নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ সোশ্যাল সার্ভিসেস-এর কর্মকর্তা; কামাল হোসেন মিঠু, নিউ ইয়র্ক সিটি হাউজিং অথরিটি (ঘণঈঐঅ) এর নেবারহুড অ্যাডমিনিস্ট্রেটর; মিনহাজ আহমেদ, শিক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তা; এবং শাহাব উদ্দিন সাগর, সম্পাদক, সাপ্তাহিক নবযুগ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শামীম আল আমিন।
সঙ্গীত পরিবেশন করেন আলভান চৌধুরী, ক্রিস্টিনা লিপি রোজারিও, নাহিদ জাহান নিতু, রেহানা ইয়াসমিন, ইশতিয়াক আহমেদ এবং ডঃ মুনিবুর রহমান খান। কারিগরী সহায়তা দেয় এ্যবব খবহং ঘব৺ণড়ৎশ এবং সাউন্ড ব্যবস্থাপনা করেন তানভীর শাহীন। প্রায় শ'খানেক বিশিষ্ট অতিথি এতে অংশ নেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আল মামুর স্কুলের ট্রাষ্টিবোর্ডের শপথ গ্রহণ

পরিচয় ডেস্ক: অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণ করেছেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি) প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'আল মামুর' স্কুল-এর ২০২৬-২০২৭ সালের নবনির্বাচিত ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্যগণ। রোববার (৮ ফেব্রুয়ারী) দুপুরে আল মামুর স্কুল মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তারা শপথ গ্রহণ করেন। তাদের শপথ পাঠ করার প্রতিষ্ঠানটির লীডারশীপ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোজাফফর।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জেএমসি'র অন্যতম পরিচালক ইমাম শামসী আলী।

এরপর 'আল মামুর' স্কুল-এর নবনির্বাচিত ট্রাষ্টিবোর্ডের ১১ জন সদস্য শপথ গ্রহণ করেন। এরা হলেন: ডা. সাঈদা কুদশিয়া বানু, এটর্নী খাজা মিজান হাসান, ডা. নাজমুল এইচ খান, ড. মহসীন পাটোয়ারী, সামিউর রব, ডা. মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান তুহিন, ফার্মাসিস্ট মোহাম্মদ রাশেদ রানা, নাঈম রহমান, মোহাম্মদ সাদিক সিপিএ, মোহাম্মদ সাব্বির তাহের ও ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। উল্লেখ্য বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ড. মহসীন পাটোয়ারী এই ট্রাষ্টি বোর্ডেও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করবেন। শপথ নেয়ার পর নবনির্বাচিত ট্রাষ্টিবোর্ডের সদস্যরা নিজেদের পরিচয় তুলে ধরে সংক্ষেপে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এরপর জেএমসি'র সাবেক সভাপতি ডা. এম এম বিল্লাহ, ট্রাষ্টিবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান ফার্মাসিস্ট হালিম চৌধুরী, সাবেক সহ সভাপতি ডা. কামাল আহমেদ, ইমাম শামসী আলী, 'আল মামুর' স্কুল-এর প্রিন্সিপ্যাল আতিয়া পাশা ও ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ড. নাজাত আমীর প্রমুখ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তারা আল মামুর স্কুল পরিচালনায় সকল মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। অনুষ্ঠানে জেএমসি'র সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ জেএমসি ও আল মামুর স্কুল-এর ককেজন বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। খবর ও ছবি: ইউএনএ

বিএনপি'র নিরঙ্কুশ জয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের আনন্দ মিছিল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি'র নিরঙ্কুস জয়ে কমিটি বিহীন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা আনন্দ ও বিজয় মিছিল করেছে। স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীরা আনন্দ মিছিল সমাবেশ করেন। এসময় তারা তারেক রহমানকে আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করে তাকে অভিনন্দন জানান এবং বিভিন্ন শ্লোগান দেন। বিএনপি'র আনন্দ মিছিলটি জ্যাকসন হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজা থেকে শুরু হয়ে ৭৪ স্ট্রীট হয়ে ৩৭ এভিনিউ দিয়ে ৭৩ স্ট্রীট হয়ে নবান্ন রেষ্টুরেন্টের সামনে এসে সমাবেশে মিলিত হন। মিছিলে বিএনপি নেতা কাজী সাখাওয়াত হোসেন আযম, এবাদ চৌধুরী, গোলাম ফারুক শাহীন, যুবদল নেতা এম এ

বাতেন, আতিকুল হক আহাদ, সারোয়ার খান বাবু, জীবন চৌধুরী, আমানত হোসেন আমান, গোলাম এন হায়দার মুকুট, মহিলাদল নেত্রী সৈয়দা মাহামুদা শিরিন, আনিসুর রহমান, হুমায়ূন কবীর, দেওয়ান কাউসার, রিয়াজ মাহমুদ, মাহমুদ হাসান, জিয়াউর রহমান মিলন, শাহজাহান সিরাজ, মাজহারুল ইসলাম জনি, শওকত আলী, নূরে আলম, ফয়সাল আহমেদ সহ প্রায় অর্ধ শত নেতা-কর্মী অংশ নেন। তারা প্রচন্ড ঠান্ডা আর জমে থাকা তুষারপাত উপেক্ষা করে মিছিলে অংশ নেন। মিছিলকারীরা 'এই মুহুর্তে খবর এলো, তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হলো', 'জিতিলো রে জিতিলো, বিএনপি জিতিলো', 'বিএনপি'র আলো ঘরে ঘরে জালো' প্রভৃতি শ্লোগান দেয়।
আনন্দ ও বিজয় মিছিল শেষে দলীয় নেতা-কর্মীরা নবান্ন পার্টি সেন্টারে এক সমাবেশে মিলিত হন। সমাবেশ থেকে কেন্দ্রীয় বিএনপির নির্দেশের আলোকে বিজয় সমাবেশ না করে শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারী) বাদ জুমা বিভিন্ন মসজিদে মসজিদে দোয়া মাহফিল করার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। খবর ইউএনএ

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্থ কেয়ার এজেন্সী
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

পরিচয় | PARICHOY
PUBLISHED FROM NEW YORK
শেষের পাতা
Issue 1668
Saturday, February 14, 2026

COVID-19- দুর্যোগ ত্রাণ প্রকল্পে চতুর্থ ডিগ্রির গ্র্যান্ড লুটপাট এবং ছোটখাটো চুরির জন্য দোষী সাব্যস্ত ৮ বাংলাদেশী সহ নয়জন- ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ

পরিচয় রিপোর্ট: COVID-19-এর কারণে দুর্দশা, ব্যবসায়িক ঋণের তহবিল ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর এবং সহযোগীদের কাছে তারযুক্ত অর্থের অংশ দাবি করে ভুয়া এবং বিলুপ্ত কোম্পানির পক্ষে আসামীরা দোষ স্বীকার করে আবেদন জমা দিয়েছেন।

COVID-19 এর কারণে কষ্টের দাবি করে ভুয়া এবং বিলুপ্ত কোম্পানির পক্ষে আসামীরা আবেদন জমা দিয়েছে, ব্যবসায়িক ঋণের তহবিল ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত করা হয়েছে এবং সহযোগীদের কাছে অর্থের তারযুক্ত অংশ পাঠানো হয়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটির কুইন্সডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ এবং নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইন্সপেক্টর জেনারেল লুসি ল্যাং ঘোষণা দিয়েছেন যে, নয়জন আসামী (৮ জনই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত) বিগত COVID-19 মহামারীর কারণে কষ্টের সম্মুখীন ক্ষুদ্র ব্যবসার মালিকদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে কোভিড মহামারী ত্রাণ তহবিলের হাজার হাজার ডলার চুরি করার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। দোষ স্বীকার করার আবেদনের অংশ হিসাবে, আসামীদের মোট ৮১ মিলিয়নেরও বেশি ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কুইন্সের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মিসেস কাটজ বলেছেন: “এই নয়জন আসামী ঈঙঠওউ-১৯ মহামারীর সময় সংগ্রামরত ব্যবসাগুলিকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে স্টেট তহবিলের হাজার হাজার ডলার চুরি করার কথা স্বীকার করেছে। কোভিডের সময় নিউ ইয়র্কবাসীদের একটি অভূতপূর্ব আর্থিক সংকট থেকে বাঁচতে সাহায্য করার জন্য এই তহবিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের দোষী সাব্যস্তের অংশ হিসাবে, আসামীদের এখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তাদের জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের জন্য আমি আমার অফিসের জালিয়াতি ব্যুরো এবং নিউ ইয়র্কস্টেটের ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসকে ধন্যবাদ জানাই।”

নিউ ইয়র্ক স্টেটের ইন্সপেক্টর জেনারেল লুসি ল্যাং বলেন: “ব্যক্তিগত লাভের জন্য কোভিড দুর্যোগ ত্রাণ তহবিলের অপব্যবহার যেকোনো সময় অপরাধমূলক এবং লজ্জাজনক, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য সংকটের সময়।

আজকের দোষী সাব্যস্তকরণ এবং করদাতাদের অর্থের মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করার জন্য আমার অফিসের নিবেদিতপ্রাণটিম, ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি অ্যাটর্নি মিসেস কাটজ *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

ফাঁকা মাঠে জামাত গোল দিতে পারেনি এটি ভাল, জামাত বিরোধী দলে বসবে এটি শুভ নয়

শিতাংশু গুহ

এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জাতি ড. ইউনুস গং থেকে মুক্তি পেয়েছে। এটি জনমনে স্বস্তি এনেছে। বিএনপি’র অতীত তমসাচ্ছন্ন হলেও জাতি তা ভুলে তারেক রহমানকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। রাজাকার, ধর্মান্ধ গোষ্ঠী, জঙ্গীদের ১৮-মাসের আস্ফালনে জাতি হাফিয়ে উঠেছিলো। নির্বাচনটি *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে আইসিই হেফাজতে সেই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রতিবন্ধী নারীর ওপর অমানবিক নির্যাতন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) এর হেফাজতে থাকা অবস্থায় ভয়াবহ নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আলিয়া রহমান নামে এক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মার্কিন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। অটিজম এবং মস্তিষ্কের আঘাতজনিত সমস্যায় আক্রান্ত এই নারী গত ৩ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটন ডিসিতে ক্যাপিটল হিলে এক শুনানিতে নিজের ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন।

গত ১৩ জানুয়ারি মিনিয়াপোলিস শহরে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন বিরোধী অভিযান ‘অপারেশন মেট্রো সার্জ’ চলাকালীন এই ঘটনা ঘটে। আলিয়া রহমান তখন নিজের গাড়ি চালিয়ে চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছিলেন। পথে আইসিই এজেন্টরা তাকে গাড়ি থামাতে বাধ্য করে এবং চরম দুর্ব্যবহার শুরু করে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

রাজনীতি থেকে শিষ্টাচার হারিয়ে গেছে ওবামাকে ‘বানর’ হিসেবে চিত্রিত করা ট্রাম্পের ভিডিওর কড়া সমালোচনা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা পরোক্ষভাবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা একটি বর্ণবাদী ভিডিওর বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

এক পডকাস্ট সঞ্চালকের সঙ্গে আলাপচারিতায় তিনি বলেন, সরকারি *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বি১/বি২ ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আগতদের কঠোর হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক: ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের দুতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, বি১/বি২ ভিজিটর ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে ডিগ্রি বা প্রাতিষ্ঠানিক ক্রেডিট প্রদান করে এমন কোনো শিক্ষাক্রমে ভর্তি হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অল্প সময়ের জন্য হলেও, যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার অননুমোদিত ব্যবহার, ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের ওপর স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার কারণ হতে পারে।

কুইন্স হাসপাতালের বিছানা থেকে জাবেজ চক্রবর্তীর গ্রেপ্তার-মামলায় কমিউনিটিতে ক্ষোভ, প্রত্যাহরের দাবী পরিবারের

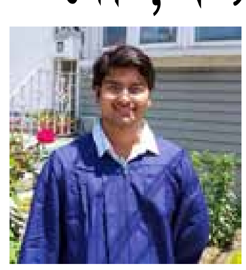

পরচয় ডেস্ক: কুইন্স হাসপাতালের বিছানা থেকে পুলিশের গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশী বংশোদ্ভত জাবেজ চক্রবর্তীর গ্রেপ্তার ও মামলা দায়ের হওয়ায় কমিউনিটতে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং চক্রবর্তী পরিবার ডিষ্ট্রিক্ট এটর্ণী মেলিন্দা কাটজের কাছে মামরাটি প্রত্যাহারের দাবী জানিয়েছে।

মানসিক অশান্তির যত্ন *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বিদেশিরা নয়, ট্রাম্পের শুল্কের বোঝা বইছে খোদ আমেরিকানরাই

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘ দিন ধরেই একটি বিষয়ে সতর্ক করে আসছিলেনড়আমদানি শুল্কের বোঝা শেষ পর্যন্ত সেই দেশের মানুষকেই বইতে হয়, যারা এটি আরোপ করে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউইয়র্কের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে সেই *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*